সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—৩৭

ভারত-শাস্ত্র-পিটক
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.
সংখ্যা—৪

প্রবর্ত্তক—
রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম. এ.

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-বিরচিত

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা

(তৃতীয় খণ্ড)

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর
কর্ত্তৃক অনূদিত

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে
২৪৩।১ অপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩২১

মূল্য—মূল-পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে ।০
" শাখা-পরিষদের সদস্য ।৵০
" সাধারণের পক্ষে ১৲

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত অবদানকল্পলতার একটি সূচীপত্র শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের অগ্রেই সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তাহাতে যে পল্লবে যে বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়, তদনুসারেই এসিয়াটিক সোসাইটীতে কল্পলতার ছাপা হইয়াছে। সোসাইটীতে প্রথম ভাগে এ যাবৎ প্রথম পল্লব হইতে ৩৭ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হইয়াছে, ৩৮ হইতে ৪৯ পল্লব এখনও ছাপা হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে ৫০ পল্লব হইতে ১০৮ পল্লব পর্য্যন্ত সমস্তই ছাপা হইয়াছে।

আদর্শ পুস্তকে গর্ভক্রান্তি নামে ১০ম পল্লব ছিল; কিন্তু সোমেন্দ্রের গণনানুসারে গর্ভক্রান্তি পল্লবের কোন উল্লেখ না থাকায় এবং পর পর মিলিয়া যাওয়ায় গর্ভক্রান্তি পল্লবটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় এই সংস্করণে ছাপা হয় নাই। সোমেন্দ্র নিজকৃত সূচীপত্রে "ষড়্দন্তোঽভূৎ দ্বিপো যশ্চ (৪৯)" এইরূপ উল্লেখ করায় জানা যাইতেছে যে, ষড়্দন্ত দ্বিপাবদান নামে ঊনপঞ্চাশত্তম পল্লব আছে। পরন্তু সে অবদান-সম্বলিত কোন পল্লব আদর্শ পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে না। এই উভয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা উক্ত গর্ভক্রান্তি নামক প্রক্ষিপ্ত পল্লবটি ৪৯ পল্লবের স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া পল্লব-সংখ্যার পূরণ করিব এবং সোসাইটীতে তাহাই ছাপা হইবে।

এ জন্য অনুবাদমধ্যেও এই প্রক্ষিপ্ত গর্ভক্রান্তি নামক পল্লবটি ৪৯ পল্লবরূপে তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রকাশিত হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।

ঊনপঞ্চাশত্তম পল্লব।

গর্ভক্রান্তি।

चम्पोपान्ते विमलनलिनीतीरपर्य्यन्तवासी
शास्ता पूर्व्वं सकलभुवनानुग्रहाय प्रवृत्तः ।
पृष्टः स्पर्शावगतिरुचिना भिक्षुणानन्दनाम्ना
गर्भारम्भात् प्रभृति जनता जन्मवृत्तिं जगाद ॥१॥

পূর্ব্বকালে সকল ভুবনের অনুগ্রহে প্রবৃত্ত শাস্তা চম্পকতরুতলে পদ্মসরোবরের তীরপ্রান্তে বাস করিতেছিলেন। স্পর্শজ্ঞানে অভিরুচিমান্ আনন্দ নামক ভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গর্ভারম্ভ হইতে লোকের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১।

শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণে বিচিত্র দেহীদিগের কর্ম্মসূত্রদ্বারা ইহলোকে বিচিত্র ও বহুতর দশাযুক্ত জন্মরূপ বস্ত্র রচিত হইতেছে, দেখা যায়। এই বস্ত্র জীর্ণ হইলেও ব্যসন-মলে মলিন ও স্নেহযোগে লুপ্তপ্রায়; ইহার রাগ বিনাশকালেও নির্গত হয় না। ২।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে যখন স্পর্শাবেশে আনন্দে অধীর হয়, তখন পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর ঋতুকালীন রজঃ একত্র মিলিত হইয়া নিয়মানুসারে কোন একটি জীবের বীজভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ এই উপ্ত বীজ হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হয়। ৩।

রাগাদি যেরূপ স্ফটিকখণ্ডে প্রবেশ করে, সমুদ্র-জল যেরূপ মেঘে প্রবেশ করে, পুষ্পামোদ যেরূপ তৈলে প্রবেশ করে এবং অগ্নিতাপ যেরূপ কাঞ্চনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বহুবিধ গন্ধমিশ্রিত বায়ুর ন্যায় কর্ম্মবাসনায় বাসিত জীব অলক্ষিতভাবে গর্ভে প্রবেশ করে। ৪।

গর্ভমধ্যে জীব সূক্ষ্মক্রমে পরিণত হইয়া নানাপ্রকার নির্ম্মাণ দ্বারা বিচিত্ররূপ হইলেও তাহা লোকের লক্ষ্য হয় না। নির্ব্বিকারবৎ দৃশ্যমান জীব কিছুকাল এইরূপ বিকার বহন করে। ময়ূরাণ্ডমধ্যে চিত্রিত ময়ূর যেরূপ জলময় অবস্থায় থাকে, তদ্রূপ সকল জীবই ঐ অবস্থায় থাকে। ৫।

গর্ভাধানের পর ঘন কলল প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া জঠরস্থিত উষ্মা দ্বারা পচ্যমান জীব নবম মাসকালে অথবা কর্ম্মানুসারে কিছু অধিক কালে পূর্ণতা এবং দুঃখজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করে। ৬।

কালক্রমে ফল যেরূপ বৃন্ত হইতে আপনি বিচ্যুত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপাকানুসারে জীব তৎকালোত্থিত, অপ্রতিহতবেগ পূতিগন্ধময় বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ লক্ষ্য ও অভ্যাসের আশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় ধনুর্যন্ত্রমুক্ত শরের ন্যায় গর্ভ হইতে নির্গত হয়।৭।

গর্ভনির্গত শিশু উত্তানমুখ হইয়া সরল রসনা দ্বারা মাতার স্তন অবলেহন করিয়া স্তন্য পান করে। কর্ণ বা চক্ষু দ্বারা স্তন্য পান করে না। জন্মান্তরীয় অভ্যাস, ব্যসন ও আয়াসাদির গন্ধে লীন বাসনাই তাহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। ৮।

মাকড়সা যেরূপ অভ্যন্তরস্থিত তন্তুপ্রতান বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভ্যন্তরস্থিত বিবিধ বিষয়াস্বাদ স্মরণদ্বারা মোহপ্রাপ্ত শিশু স্বভাবসহকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্তন্য পান, আলাপ, আকৃতিপরিচয় ও স্পর্শ দ্বারা ধাত্রীকে চিনিতে পারে। ৯।

তরলদেহ শিশু হস্তাকর্ষণ, শয্যা ও বসনাদির ঘর্ষণে পীড্যমান হইয়া বাক্‌শক্তির অভাবে সর্ব্বদা ক্রন্দন করে এবং তদ্দ্বারা তাহার কায়িক ক্লেশ কণ্ঠতঃ প্রকাশ করে। এইরূপে শিশু বিষম বিপদের আস্পদ হয়। ১০।

শিশু পীত দুগ্ধ বমন করিয়া, তাহা নিজ মুখে মাখাইয়া, মাতার উন্নত বক্ষঃস্থলস্থিত উচ্ছলিত ক্ষীরধারা দ্বারা আর্দ্রদেহ হয়, দেখা যায়। মায়াবদ্ধ শিশু যেন পূর্ব্বস্মৃতিহারী প্রৌঢ় ক্রীড়া-বিলাস ও হাস্য দ্বারা নিতান্ত ব্যাপ্তদেহ বলিয়া অনুভূত হয়। ১১।

অতঃপর শিশু লিপিপরিচয় প্রাপ্ত হইলে এই সংসারমধ্যে অবিচলভাবে বন্ধন চিত্রকার্য্যে অবলীলাক্রমে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমেই নিজ জন্মাবর্ত্তের ন্যায় দীর্ঘাকার ওঁকার লিখিতে শিখে এবং ভোগসর্গে নিবিষ্ট হইয়া প্রতিবর্গান্তে বিরামরূপ বিরাগ শিক্ষা করে। ১২।

কোন প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়া বালভাবের মোহ গলিত হইলে পুনর্ব্বার কামৌৎসুক্যবশতঃ যৌবনকালে জ্ঞানহীন হইয়া ব্যসনরূপ মেঘস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় নারীগণের অসার বিলাস-বিভ্রমে স্থিরবুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করে। ১৩।

যুবাবস্থায় পুরুষ অঙ্গনাগণের বাক্যে নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপন করে। ত্বগিন্দ্রিয় তাহাদের গাঢ় আলিঙ্গনে নিয়োজিত করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহাদের মুখ-মদিরার পরিমলে স্থাপিত করে। রসনেন্দ্রিয় ঐ মদিরার আস্বাদনে নিয়োজিত করে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় অঙ্গনাদিগের মুখে স্থাপিত করে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে অঙ্গনা-দেহে নিতান্ত আসক্ত করিয়া নিজের অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণকে ধারণ করে এবং সর্ব্বপ্রকার মলিন কার্য্য করে। ১৪।

কামাসক্ত পুরুষ স্নিগ্ধ জনকে বিদ্বেষ করে। পরিচিতের প্রতি সর্ব্বদাই বিদ্বেষপরায়ণ হয়। নব নব রসে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ প্রযত্ন সহকারে অন্যের প্রতি আসক্তা পরনারী বাঞ্ছা করে। এইরূপ পরস্পর অনুচিত আচরণে লজ্জাভাব লক্ষিত হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া লোকের হাস্যাস্পদ হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংসারচক্রের অধীন হইয়া এইরূপ নানা কার্য্য করায় পরে নিতান্ত বিরক্ত হয়। ১৫।

এইরূপে অপার বিষয়-জলধিতে মগ্ন বিষয়াসক্ত ভ্রষ্ট পুরুষের পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য-জ্ঞানরহিত মোহমূর্চ্ছা উদিত হয়। সে কতিপয় দিন স্থায়ী যৌবন দ্বারা অন্ধভাব প্রাপ্ত হয়। ১৬।

যুবা পুরুষ এইরূপে যাবৎকাল আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, প্রীত হয়, জৃম্ভাদ্বারা সুখ প্রকাশ করে এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া সহাস্যবদনে কথা কহে, এই সময়মধ্যেই কালপ্রযুক্ত জরা অলক্ষিতভাবে তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহার দেহে যেন হিমরাশি ঢালিয়া দেয়। ১৭।

এক ক্ষণ এক ক্ষণ করিয়া কত কাল কাটিয়া গেল। আমি মোহ-নিদ্রার বশীভূত হইয়া এই দেহ দ্বারা কোন সুকৃতি সম্পাদন করি নাই, দান বা ভোগ কিছুই করি নাই। পুরুষ অন্তকালে এইরূপ চৌরকর্ত্তৃক মুষিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখবশতঃ চিন্তা করে। মোহপ্রাপ্ত জনের প্রমাদ এইরূপ অবসাদযুক্ত ও অনুতাপ-ফল হইয়া থাকে। ১৮।

ললিত-বনিতারূপ পুষ্প-শোভিত, বল্লী-বিরাজিত বসন্ত কালের এই যৌবন দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত ধনের ন্যায় অপগত হইলে তখন উহা স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় বোধ হয়। তখন সমস্ত দুঃস্বভাব নষ্ট হয় এবং সকল অঙ্গ খেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হয়। তখন পুরুষ রাজ্যভ্রষ্ট রাজার ন্যায় অতীত সুখের অনুশোচনা করে। ১৯।

আয়ুষ্কাল বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত করা হইয়াছে। সমুচিত কার্য্য কিছুই করি নাই। যাচককে কিছু প্রদান করি নাই। চতুর্দ্দিকে যশো-বিস্তার করা হয় নাই। সৎপথ চিনিতে পারি নাই। নিজে চাহিয়া বিষ পান করিয়াছি। কত তাপ ও কত শীত ভোগ করিয়াছি। কোন-প্রকার পাপে ভয় করি নাই। যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছি। ২০।

সুবর্ণ-ময় বৃক্ষের ন্যায় মনোহর সে যৌবন-শ্রী এখন কোথায় গেল? সে দেহ কোথায় গেল? এই দেহ এখন কৃমিহত বৃক্ষের ন্যায় কান্তিহীন

হইয়াছে। এই সকল তরুণীগণ দূর হইতে বিকৃতনয়নে শুষ্ক ও শীর্ণ তরুর ন্যায় কোণলীন আমাকে দেখিয়া বানর বলিতেছে। ২১।

এই দেহ এখন বিনাশোন্মুখ হইয়াছে; সে দেহ আর হবে না। দন্তমণি সবই গলিত হইয়াছে। কেশসকলও স্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু দোষ স্রস্ত হয় নাই। বায়ু গাত্রের ঔন্নত্য ভাঙ্গিয়া দিতেছে; কিন্তু মোহপ্ররোহ ভাঙ্গিতেছে না। আমি এরূপ ক্ষীণ ও শয্যাশ্রিত হইলেও আমার তৃষ্ণার ক্ষয় হইতেছে না। ২২।

এইরূপ চিন্তা করিয়া পুরুষ বার্দ্ধক্যবশতঃ সঞ্জাত দীর্ঘশ্বাস ও হিক্কাদ্বারা পীড়িত হইয়া সত্বর চিরপরিচিত এই লোকযাত্রা ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। নির্ব্বাক্ ও অধৈর্য্য হইয়া স্বজন-বিরহের বিষয় চিন্তা করে। পরিশোধ করিবার শক্তিহীন দরিদ্র অন্তকালে যেমন নিজকৃত ঋণের বিষয় চিন্তা করে, এ চিন্তাও তদ্রূপ। ২৩।

প্রাণান্তকালে পুরুষ নিজের ভূমি, গৃহ, ধন, পরিজন ও পুত্রকলত্রাদি অন্যান্য যাহা কিছু, সবই চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা আগামী জন্মেও সে স্নেহ ও মোহানুবন্ধ সেই সকল বিষয়ের সহিত পরিচয় থাকায় তন্ময়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। ২৪।

দুঃসহ পাপকর্ম্মজনিত দুঃখ কুম্ভীপাক ও রৌরবাদি নামক নরকে ভোগ করিয়া পুরুষ পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। যাহা কিছু পুণ্যকণাদ্বারা অর্জ্জিত হয়, তাহারও ক্ষয় হইলে পরে দুঃখজনক হয়। অতএব বিমলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনাগামী ফল লাভের জন্য সমাধি করুন। ২৫।

এইরূপ ভীষণ ভবসাগরের সন্তারণে উদ্যত ভগবান্ প্রাণিগণের কুশললাভের জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ২৬।

ইতি গর্ভক্রান্তি নামক উনপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের পুত্র সোমেন্দ্র পিতৃকৃত অবদানকল্পলতার একটি সূচীপত্র শ্লোকনিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের অগ্রেই সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তাহাতে যে পল্লবে যে বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়, তদনুসারেই এসিয়াটিক সোসাইটীতে কল্পলতার ছাপা হইয়াছে। সোসাইটীতে প্রথম ভাগে এ যাবৎ প্রথম পল্লব হইতে ৩৭ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা শেষ হইয়াছে, ৩৮ হইতে ৪৯ পল্লব এখনও ছাপা হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে ৫০ পল্লব হইতে ১০৮ পল্লব পর্য্যন্ত সমস্তই ছাপা হইয়াছে।

আদর্শ পুস্তকে গর্ভক্রান্তি নামে ১০ম পল্লব ছিল; কিন্তু সোমেন্দ্রের গণনানুসারে গর্ভক্রান্তি পল্লবের কোন উল্লেখ না থাকায় এবং পর পর মিলিয়া যাওয়ায় গর্ভক্রান্তি পল্লবটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনায় এই সংস্করণে ছাপা হয় নাই। সোমেন্দ্র নিজকৃত সূচীপত্রে "ষড়্‌দন্তোহভূৎ দ্বিপো যশ্চ (৪৯)" এইরূপ উল্লেখ করায় জানা যাইতেছে যে, ষড়্‌দন্ত দ্বিপাবদান নামে উনপঞ্চাশত্তম পল্লব আছে। পরন্ত সে অবদান-সম্বলিত কোন পল্লব আদর্শ পুস্তকে পাওয়া যাইতেছে না। এই উভয় বিষয়ের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে আমরা উক্ত গর্ভক্রান্তি নামক প্রক্ষিপ্ত পল্লবটি ৪৯ পল্লবের স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া পল্লব-সংখ্যার পূরণ করিব এবং সোসাইটীতে তাহাই ছাপা হইবে।

এ জন্য অনুবাদমধ্যেও এই প্রক্ষিপ্ত গর্ভক্রান্তি নামক পল্লবটি ৪৯ পল্লবরূপে তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় প্রকাশিত হইল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত।

ঊনপঞ্চাশত্তম পল্লব।

গর্ভক্রান্তি।

चम्पोपान्ते विमलनलिनीतीरपर्य्यन्तवासी
शास्ता पूर्व्वं सकलभुवनानुग्रहाय प्रवृत्तः ।
पृष्टः स्पर्शावगतिरुचिना भिक्षुणानन्दनाम्ना
गर्भारम्भात् प्रभृति जनता जन्मवृत्तिं जगाद ॥१॥

পূর্ব্বকালে সকল ভুবনের অনুগ্রহে প্রবৃত্ত শাস্তা চম্পকতরুতলে পদ্মসরোবরের তীরপ্রান্তে বাস করিতেছিলেন। স্পর্শজ্ঞানে অভিরুচিমান্ আনন্দ নামক ভিক্ষু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি গর্ভারম্ভ হইতে লোকের জন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১।

শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণে বিচিত্র দেহীদিগের কর্ম্মসূত্রদ্বারা ইহলোকে বিচিত্র ও বহুতর দশাযুক্ত জন্মরূপ বস্ত্র রচিত হইতেছে, দেখা যায়। এই বস্ত্র জীর্ণ হইলেও ব্যসন-মলে মলিন ও স্নেহযোগে লুপ্তপ্রায়; ইহার রাগ বিনাশকালেও নির্গত হয় না। ২।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে যখন স্পর্শাবেশে আনন্দে অধীর হয়, তখন পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীর ঋতুকালীন রজঃ একত্র মিলিত হইয়া নিয়মানুসারে কোন একটি জীবের বীজভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন কাষ্ঠাদি হইতে অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ এই উপ্ত বীজ হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হয়। ৩।

রাগাদি যেরূপ স্ফটিকখণ্ডে প্রবেশ করে, সমুদ্র-জল যেরূপ মেঘে প্রবেশ করে, পুষ্পামোদ যেরূপ তৈলে প্রবেশ করে এবং অগ্নিতাপ যেরূপ কাঞ্চনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বহুবিধ গন্ধমিশ্রিত বায়ুর ন্যায় কর্ম্মবাসনায় বাসিত জীব অলক্ষিতভাবে গর্ভে প্রবেশ করে। ৪।

গর্ভমধ্যে জীব সূক্ষ্মক্রমে পরিণত হইয়া নানাপ্রকার নির্ম্মাণ দ্বারা বিচিত্ররূপ হইলেও তাহা লোকের লক্ষ্য হয় না। নির্ব্বিকারবৎ দৃশ্যমান জীব কিছুকাল এইরূপ বিকার বহন করে। ময়ূরাণ্ডমধ্যে চিত্রিত ময়ূর যেরূপ জলময় অবস্থায় থাকে, তদ্রূপ সকল জীবই ঐ অবস্থায় থাকে। ৫।

গর্ভাধানের পর ঘন কলল প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া জঠরস্থিত উষ্মা দ্বারা পচ্যমান জীব নবম মাসকালে অথবা কর্ম্মানুসারে কিছু অধিক কালে পূর্ণতা এবং দুঃখজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করে। ৬।

কালক্রমে ফল যেরূপ বৃন্ত হইতে আপনি বিচ্যুত হয়, তদ্রূপ কর্ম্মপাকানুসারে জীব তৎকালোত্থিত, অপ্রতিহতবেগ পূতিগন্ধময় বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ লক্ষ্য ও অভ্যাসের আশ্রয় ইন্দ্রিয়গণের সহিত কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় ধনুর্যন্ত্রমুক্ত শরের ন্যায় গর্ভ হইতে নির্গত হয়।৭।

গর্ভনির্গত শিশু উত্তানমুখ হইয়া সরল রসনা দ্বারা মাতার স্তন অবলেহন করিয়া স্তন্য পান করে। কর্ণ বা চক্ষু দ্বারা স্তন্য পান করে না। জন্মান্তরীয় অভ্যাস, ব্যসন ও আয়াসাদির গন্ধে লীন বাসনাই তাহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে। ৮।

মাকড়সা যেরূপ অভ্যন্তরস্থিত তন্তুপ্রতান বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ অভ্যন্তরস্থিত বিবিধ বিষয়াস্বাদ স্মরণদ্বারা মোহপ্রাপ্ত শিশু স্বভাবসহকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া স্তন্য পান, আলাপ, আকৃতিপরিচয় ও স্পর্শ দ্বারা ধাত্রীকে চিনিতে পারে। ৯।

তরলদেহ শিশু হস্তাকর্ষণ, শয্যা ও বসনাদির ঘর্ষণে পীড্যমান হইয়া বাক্‌শক্তির অভাবে সর্ব্বদা ক্রন্দন করে এবং তদ্দ্বারা তাহার কায়িক ক্লেশ কণ্ঠতঃ প্রকাশ করে। এইরূপে শিশু বিষম বিপদের আস্পদ হয়। ১০।

শিশু পীত দুগ্ধ বমন করিয়া, তাহা নিজ মুখে মাখাইয়া, মাতার উন্নত বক্ষঃস্থলস্থিত উচ্ছলিত ক্ষীরধারা দ্বারা আর্দ্রদেহ হয়, দেখা যায়। মায়াবদ্ধ শিশু যেন পূর্ব্বস্মৃতিহারী প্রৌঢ় ক্রীড়া-বিলাস ও হাস্য দ্বারা নিতান্ত ব্যাপ্তদেহ বলিয়া অনুভূত হয়। ১১।

অতঃপর শিশু লিপিপরিচয় প্রাপ্ত হইলে এই সংসারমধ্যে অবিচলভাবে বন্ধন চিত্রকার্য্যে অবলীলাক্রমে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমেই নিজ জন্মাবর্ত্তের ন্যায় দীর্ঘাকার ওঁকার লিখিতে শিখে এবং ভোগসর্গে নিবিষ্ট হইয়া প্রতিবর্গান্তে বিরামরূপ বিরাগ শিক্ষা করে। ১২।

কোন প্রকারে জ্ঞান লাভ করিয়া বালভাবের মোহ গলিত হইলে পুনর্ব্বার কামৌৎসুক্যবশতঃ যৌবনকালে জ্ঞানহীন হইয়া ব্যসনরূপ মেঘস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় নারীগণের অসার বিলাস-বিভ্রমে স্থির-বুদ্ধিতে আস্থা স্থাপন করে। ১৩।

যুবাবস্থায় পুরুষ অঙ্গনাগণের বাক্যে নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় স্থাপন করে। ত্বগিন্দ্রিয় তাহাদের গাঢ় আলিঙ্গনে নিয়োজিত করে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় তাহাদের মুখ-মদিরার পরিমলে স্থাপিত করে। রসনেন্দ্রিয় ঐ মদিরার আস্বাদনে নিয়োজিত করে এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় অঙ্গনাদিগের মুখে স্থাপিত করে। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে অঙ্গনা-দেহে নিতান্ত আসক্ত করিয়া নিজের অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণকে ধারণ করে এবং সর্ব্বপ্রকার মলিন কার্য্য করে। ১৪।

কামাসক্ত পুরুষ স্নিগ্ধ জনকে বিদ্বেষ করে। পরিচিতের প্রতি সর্ব্বদাই বিদ্বেষপরায়ণ হয়। নব নব রসে আকাঙ্ক্ষাবশতঃ প্রযত্ন সহকারে অন্যের প্রতি আসক্তা পরনারী বাঞ্ছা করে। এইরূপ পরস্পর অনুচিত আচরণে লজ্জাভাব লক্ষিত হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ হইয়া লোকের হাস্যাস্পদ হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংসারচক্রের অধীন হইয়া এইরূপ নানা কার্য্য করায় পরে নিতান্ত বিরক্ত হয়। ১৫।

এইরূপে অপার বিষয়-জলধিতে মগ্ন বিষয়াসক্ত ভ্রষ্ট পুরুষের পঙ্কে মগ্ন কুঞ্জরের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য-জ্ঞানরহিত মোহমূর্চ্ছা উদিত হয়। সে কতিপয় দিন স্থায়ী যৌবন দ্বারা অন্ধভাব প্রাপ্ত হয়। ১৬।

যুবা পুরুষ এইরূপে যাবৎকাল আনন্দে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, প্রীত হয়, জৃম্ভাদ্বারা সুখ প্রকাশ করে এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া সহাস্যবদনে কথা কহে, এই সময়মধ্যেই কালপ্রযুক্ত জরা অলক্ষিতভাবে তাহার উপর আসিয়া পড়ে এবং তাহার দেহে যেন হিমরাশি ঢালিয়া দেয়। ১৭।

এক ক্ষণ এক ক্ষণ করিয়া কত কাল কাটিয়া গেল। আমি মোহ-নিদ্রার বশীভূত হইয়া এই দেহ দ্বারা কোন সুকৃতি সম্পাদন করি নাই, দান বা ভোগ কিছুই করি নাই। পুরুষ অন্তকালে এইরূপ চৌরকর্ত্তৃক মুষিত ব্যক্তির ন্যায় দুঃখবশতঃ চিন্তা করে। মোহপ্রাপ্ত জনের প্রমাদ এইরূপ অবসাদযুক্ত ও অনুতাপ-ফল হইয়া থাকে। ১৮।

ললিত-বনিতারূপ পুষ্প-শোভিত, বল্লী-বিরাজিত বসন্ত কালের এই যৌবন দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত ধনের ন্যায় অপগত হইলে তখন উহা স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় বোধ হয়। তখন সমস্ত দুঃস্বভাব নষ্ট হয় এবং সকল অঙ্গ খেদ প্রাপ্ত হইয়া বিরক্ত হয়। তখন পুরুষ রাজ্যভ্রষ্ট রাজার ন্যায় অতীত সুখের অনুশোচনা করে। ১৯।

আয়ুষ্কাল বৃথা কার্য্যে অতিবাহিত করা হইয়াছে। সমুচিত কার্য্য কিছুই করি নাই। যাচককে কিছু প্রদান করি নাই। চতুর্দ্দিকে যশো-বিস্তার করা হয় নাই। সৎপথ চিনিতে পারি নাই। নিজে চাহিয়া বিষ পান করিয়াছি। কত তাপ ও কত শীত ভোগ করিয়াছি। কোন-প্রকার পাপে ভয় করি নাই। যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিয়াছি। ২০।

সুবর্ণ-ময় বৃক্ষের ন্যায় মনোহর সে যৌবন-শ্রী এখন কোথায় গেল? সে দেহ কোথায় গেল? এই দেহ এখন কৃমিহত বৃক্ষের ন্যায় কান্তিহীন

হইয়াছে। এই সকল তরুণীগণ দূর হইতে বিকৃতনয়নে শুষ্ক ও শীর্ণ তরুর ন্যায় কোণলীন আমাকে দেখিয়া বানর বলিতেছে। ২১।

এই দেহ এখন বিনাশোন্মুখ হইয়াছে; সে দেহ আর হবে না। দন্তমণি সবই গলিত হইয়াছে। কেশসকলও স্রস্ত হইয়াছে; কিন্তু দোষ স্রস্ত হয় নাই। বায়ু গাত্রের ঔন্নত্য ভাঙ্গিয়া দিতেছে; কিন্তু মোহ-প্ররোহ ভাঙ্গিতেছে না। আমি এরূপ ক্ষীণ ও শয্যাশ্রিত হইলেও আমার তৃষ্ণার ক্ষয় হইতেছে না। ২২।

এইরূপ চিন্তা করিয়া পুরুষ বার্দ্ধক্যবশতঃ সঞ্জাত দীর্ঘশ্বাস ও হিক্কাদ্বারা পীড়িত হইয়া সত্বর চিরপরিচিত এই লোকযাত্রা ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। নির্ব্বাক্ ও অধৈর্য্য হইয়া স্বজন-বিরহের বিষয় চিন্তা করে। পরিশোধ করিবার শক্তিহীন দরিদ্র অন্তকালে যেমন নিজকৃত ঋণের বিষয় চিন্তা করে, এ চিন্তাও তদ্রূপ। ২৩।

প্রাণান্তকালে পুরুষ নিজের ভূমি, গৃহ, ধন, পরিজন ও পুত্র-কলত্রাদি অন্যান্য যাহা কিছু, সবই চিন্তা করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা আগামী জন্মেও সে স্নেহ ও মোহানুবন্ধ সেই সকল বিষয়ের সহিত পরিচয় থাকায় তন্ময়ী ভাব প্রাপ্ত হয়। ২৪।

দুঃসহ পাপকর্ম্মজনিত দুঃখ কুম্ভীপাক ও রৌরবাদি নামক নরকে ভোগ করিয়া পুরুষ পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণ করে। যাহা কিছু পুণ্যকণাদ্বারা অর্জ্জিত হয়, তাহারও ক্ষয় হইলে পরে দুঃখজনক হয়। অতএব বিমলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি অনাগামী ফল লাভের জন্য সমাধি করুন। ২৫।

এইরূপ ভীষণ ভবসাগরের সন্তারণে উদ্যত ভগবান প্রাণিগণের কুশললাভের জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। ২৬।

ইতি গর্ভক্রান্তি নামক ঊনপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

পঞ্চাশত্তম পল্লব।

দশকর্ম্মপ্লুতি অবদান।

যে হেলোচ্ছলিতপ্রভাবলহরী জাতাদ্ভুতশ্রেণয়:
সত্ত্বোৎসাহভুব: স্বভাববিমলজ্ঞানপ্রকাশাশয়া: ।
আজ্ঞালেখ্যলিপিং বিধাতৃনৃপতে: সংসক্তকর্ম্মাবলীং
চিত্রং তেঽপি ন লঙ্ঘয়ন্তি কুটিলাং বেলামিবাম্ভোধয়: ॥১॥

যাঁহারা অবলীলাক্রমে স্বীয় অভ্যুন্নত প্রভাববলে বহু অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করেন এবং যাঁহারা স্বভাবতঃ বিমল জ্ঞানালোক দ্বারা নিজ আশয় আলোকিত করিয়াছেন, এরূপ সত্ত্ব ও উৎসাহ-সম্পন্ন জনগণও নিজ কর্ম্মানুসারিণী বিধাতার কুটিল আজ্ঞালিপি লঙ্ঘন করিতে পারেন না। সমুদ্র যেরূপ তটভূমি লঙ্ঘন করিতে পারেন না, তদ্রূপ ইঁহারাও বিধি-লিপির লঙ্ঘন করিতে পারেন না। ১।

কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত ভগবানের কীর্ত্তিভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া কয়েকটি তীর্থিক রমণীকে শ্রাবস্তী নগরীতে প্রেরণ করিল। তাহারা সেই দেহসহকারেই নরকে পতিত হইল। ২।

তৎপরে পুণ্য নদীসমূহ হইতে সমানীত নির্ম্মল জলদ্বারা পরিপূরিত, রত্ননির্ম্মিত সোপানদ্বারা শোভিত এবং হেমময় পদ্মের কিঞ্জল্কে পিঞ্জরীকৃত ভ্রমরগণে পরিশোভিত অনবতপ্ত নামক সরোবরমধ্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ও ভিক্ষুগণে পরিবেষ্টিত ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ কর্ম্মতন্ত্রের অলঙ্ঘনীয়তা প্রদর্শন করিবার জন্য নিজ কর্ম্মগতির বিচিত্রতা বলিতে উপক্রম করিলেন। ৩—৫।

ভক্তবৎসল ভগবান্ কর্ম্মগতির কথনসময়ে শারিপুত্রকে আহ্বান করিবার জন্য মৌদ্গল্যায়নকে আদেশ করিলেন। ৬।

মৌদ্গল্যায়ন গৃধ্রকূট পর্ব্বতস্থ আশ্রমে গিয়া দেখিলেন যে,

শারিপুত্র সূচী ও সূত্রদ্বারা বিচিত্র রচনায় সীবন করিতেছেন। তিনি বিলম্ব-ভয়ে নিজ প্রভাববলে অঙ্গুলীপঞ্চক দ্বারা তাঁহার সূচীকর্ম্ম সত্বর সমাধা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৭—৮।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ভিক্ষুগণ সমক্ষে অনবতপ্ত নামক সরোবরে কর্ম্মগতি-বিষয়ে উপদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র আইস। ৯।

যদি তুমি কার্য্যে ব্যগ্রতাবশতঃ বিলম্ব কর, তাহা হইলে আমি মহর্দ্ধিবলে তোমাকে সত্বর লইয়া যাইব। আমার কিরূপ বিপুল বল, তাহা তুমি দেখ। ১০।

শারিপুত্র মৌদগল্যায়নের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, আমি অচল হইলাম, যদি তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমার বল দেখিব। ১১।

তিনি এই কথা বলিয়া গৃধ্রকূট-পর্ব্বতের শিখরে আসনবন্ধ করিলেন। মৌদগল্যায়ন তাঁহাকে আকর্ষণ করিলে পর্ব্বতটিও কম্পিত হইল। ১২।

শারিপুত্র গিরিপতন-ভয়ে মেরুপর্ব্বতে উহা বন্ধন করিলেন। তখন মৌদ্গল্যায়ন পুনরায় আকর্ষণ করায় মেরুপর্ব্বতও বিচলিত হইল। ১৩।

তৎপরে শারিপুত্র ভগবানের আসনভূত হেমময় পদ্মের মণিময় মৃণাল-দণ্ডের সহিত উহা বন্ধন করিলে, তখন উহা অন্যের শক্তির অতীত হইল। ১৪।

মৌদ্গল্য শারিপুত্রের ঋদ্ধিবলে পরাজিত হইলেন এবং শারিপুত্র পূর্ব্বে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলে, তৎপরে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। ১৫।

শারিপুত্র ও মৌদগল্যের মহাবলের বিক্ষোভে ভীত হইয়া নন্দ ও

উপনন্দ নামক নাগদ্বয় পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া ভগবান্‌কে প্রণাম করিল। ১৬।

জ্ঞানলোচন ভগবান্ জয়ী শারিপুত্রের প্রভাববিষয়ে ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ১৭।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই জন ঋষি ছিলেন। একদিন বৃষ্টি হইবে কি না, এই কথা লইয়া তাঁহাদের পরস্পর মহা সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। ১৮।

একদা শঙ্খ পদদ্বারা লিখিতের জটা স্পর্শ করিলে লিখিত ক্রোধভরে বলিলেন যে, সূর্য্যোদয় হইলেই তোমার মস্তক যেন বিদীর্ণ হয়। ১৯।

তখন শঙ্খ বলিলেন যে, আমার বাক্যে সূর্য্য উদিত হইবেন না। তিনি এই কথা বলার পর বহুদিন পর্য্যন্ত জগৎ অন্ধকারময় হইয়া রহিল।২০।

অতঃপর লিখিত কৃপাবশতঃ শঙ্খের একটি মৃণ্ময় মস্তক কল্পিত করিলেন এবং সূর্য্যোদয়ে উহা শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। ২১।

সেই শঙ্খই এই জন্মে মৌদ্‌গল্যায়ন হইয়াছেন এবং তাঁহার বিজেতা লিখিতও শারিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ২২।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাদের এইরূপ প্রাক্তন বৃত্তান্ত বলিলে মুনিগণ পুনরায় তাঁহাদের কর্ম্মতন্ত্রের বিচিত্রতা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৩।

হে ভগবন্! কিরূপ কর্ম্মের ঈদৃশ অদ্ভুত পরিণাম হইয়াছে যে, জ্ঞানময় আপনার দেহও তাহাদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতেছে। ২৪।

কি হেতু আপনার পাদাঙ্গুষ্ঠ পাষাণধারার আঘাতে ক্ষত হইয়াছে। কি জন্য আপনার চরণ খদির-কণ্টকে বিদ্ধ হইয়া ব্রণযুক্ত হইয়াছে।২৫।

কি জন্য অদ্য আপনি ভিক্ষা না পাইয়া শূন্যপাত্রে প্রত্যাগত হইয়াছেন। কি হেতু আপনি সেই সুন্দরী প্রব্রাজিকা কর্ত্তৃক মিথ্যা আক্ষিপ্ত হইয়াছেন। ২৬।

বঞ্চানাম্নী মাণবিকা কি জন্য আপনা হইতে মিথ্যা অপবাদ প্রাপ্ত হইল। আপনি পূর্ব্বে কোদ্রব ও যব ভালবাসিতেন না, এখন কেন তাহাই ভোজন করিতেছেন। ২৭।

কি জন্য আপনাকে ছয় বর্ষ ধরিয়া দুষ্কর কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কি হেতু আপনার দেহ প্রস্কন্দি ব্যাধিদ্বারা সংস্পৃষ্ট হইয়াছে। ২৮।

শাক্যবংশ ক্ষয় হইলে কি জন্য আপনার শিরঃপীড়া হইয়াছিল। কি জন্যই বা দিব্যদেহধারী আপনারও বায়ুস্পর্শে খেদ হইয়াছিল।২৯।

ভগবান্ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্য সহকারে বলিলেন,—কর্ম্মধারার নিরবচ্ছিন্ন বৈচিত্র্য শ্রবণ কর। ৩০।

প্রাণিগণের কর্ম্মবন্ধন উদ্‌যোগী সদ্‌ভৃত্যের ন্যায় গমনকালে পশ্চাৎ অনুসরণ করে এবং অবস্থানকালে সম্মুখে অবস্থান করে। ৩১।

কালতরঙ্গের ন্যায় কর্ম্মফলও মহারণ্যে প্রবেশ করে, চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে, সমুদ্র লঙ্ঘন করে, পর্ব্বতে আরোহণ করে, শক্রালয়ে আক্রমণ করিয়া বিচরণ করে এবং লোকের অগম্য পাতালেও প্রবেশ করে। ইহাদের লোকানুসরণ-বিষয়ে কুত্রাপি পথরোধ হয় না। ৩২।

প্রাণিগণের সহচারিণী ও পুরাতন ফলে পরিব্যাপ্তা এই অতি-বিস্তৃতা কর্ম্মলতা অতি আশ্চর্য্যময়া। ইহা অতি দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমানা থাকে। ইহাকে আকর্ষণ করিলে, মোচড়াইলে, উৎপাটন করিয়া ছিন্ন করিলে অথবা ঘর্ষণ করিলে এবং খণ্ড খণ্ড করিলেও কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৩৩।

কমনীয়াকৃতি চন্দ্র নিজ দেহে যে মলিন কলঙ্কবিন্দু বহন করিতেছেন এবং ক্রূরাকৃতি কৃষ্ণসর্প যে প্রদীপ্ত মণি কণ্ঠে ধারণ করিতেছে, এ সমস্তই চিত্রকর্ম্মে পরিণত কর্ম্মফলেরই রেখা জানিবে। এই রেখা নানাকারে প্রাণিগণের বিচিত্র চরিত্রই প্রদর্শন করাইতেছে। ৩৪।

পুরাকালে একটি পল্লীগ্রামে খর্ব্বট নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার প্রচুর ধন এবং বহু পুত্র-কলত্রাদিও ছিল। ৩৫।

মুগ্ধ নামে তাঁহার একটি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শৈশবাবস্থাবশতঃ পৈতৃক ধন বিভাগ না করিয়া তাঁহার গৃহেই থাকিত এবং তিনিও বাৎসল্যবশতঃ তাহাকে পালন করিতেন। ৩৬।

একদিন কুটিলস্বভাবা কালিকানাম্নী তদীয় পত্নী গৃহকথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে মিষ্টস্বরে বলিল,—আর্য্যপুত্র! তুমি অতি সরল ও অসাবধান; যে হেতু তুমি এই বিষবৃক্ষসদৃশ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছ। ৩৭-৩৮।

তোমার অনেকগুলি পুত্র, এ কারণ ব্যয় অধিক হয়; কিন্তু উহার কিছুই ব্যয় হয় না। এখন ধন বিভাগ না করিলে পরে উহা ন্যায়ানুসারে সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবে। ৩৯।

প্রবৃদ্ধ ব্যাধিসদৃশ এই ভ্রাতার বধ করাই প্রধান ঔষধ। বন্ধুবিচ্ছেদাপেক্ষা ধনবিচ্ছেদই মনুষ্যগণের অধিক দুঃসহ হয়। ৪০।

গম্ভীর আয়-ব্যয় ও নানাকার্য্যসঙ্কুল এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাজনের হস্তী যেরূপ পঙ্কমগ্ন হয়, তদ্রূপ সহসা বিপৎপাত হইতে পারে। ৪১।

খর্ব্বট পত্নীর এইরূপ ক্রূর কথা শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইলেন এবং তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন। ৪২।

তুমি হিতকথাই বলিয়াছ; কিন্তু ইহা মহাপাপজনক। বহিরঙ্গ ধনলাভের জন্য কোন্ ব্যক্তি অন্তরঙ্গ অঙ্গকে ছেদন করে? ৪৩।

যাহারা অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম, তাহাদের অর্থের জন্য পাপচিন্তা করা উচিত নহে। অর্থ সুরক্ষিত হইলেও ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হয়। ৪৪।

সম্পদ্ গিরিনদীর ন্যায় কর্ম্মতরঙ্গের বেগে পুনঃ পুনঃ বিক্ষোভ

প্রাপ্ত হইয়া যদৃচ্ছ পথে গমন করে। কেহই তাহার রোধ করিতে পারে না। ৪৫।

অতএব হে সুভ্রু! আমার মন ভ্রাতৃদ্রোহে প্রবৃত্ত হইতেছে না। বিত্তনাশ হইলেও আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে; কিন্তু চরিত্র নষ্ট হইলে কি উপায় হইবে? ৪৬।

খর্ব্বট এই কথা বলিলে তদীয় পত্নী নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ক্রমে পতির মন পাপকার্য্যে অভিমুখ করিয়া তুলিল। ৪৭।

ক্ষুরধারা যেরূপ স্বভাবজাত ও বহু তৈলসেকদ্বারা পরিবর্দ্ধিত কেশ-কলাপ সহসা ছেদন করে, তদ্রূপ স্ত্রীগণও সহজাত ও বহু স্নেহে প্রতি-পালিত ভ্রাতাদিগকে সহসা বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরীভূত করে। ৪৮।

মোহাহত জনগণের বুদ্ধি এবং যুবতী নারী উভয়েই ক্রূর কার্য্যে অত্যন্ত বক্র হয় এবং পাপকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য দৃঢ় আগ্রহ করে। পাপীয়সী এই উভয়ই অবশ্যই নরকপাতের কারণ হয়। ৪৯।

যেরূপ শ্রীসম্পন্ন জনগণের পক্ষে অবনতি স্বীকার অসম্ভব, তদ্রূপ বন্ধু ও মিত্র জনে বিরক্ত এবং নিজ সুখে মত্তচিত্ত, স্ত্রী-জিত জনের সদ্বুদ্ধিও নিতান্ত অসম্ভব। ৫০।

অনন্তর খর্ব্বট ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়া পুষ্পাহরণচ্ছলে বিজন বনে লইয়া গিয়া প্রস্তর দ্বারা তাহাকে বধ করিল। তাহার ক্রন্দন-ধ্বনি তখন অন্য আর কেহই শুনিতে পাইল না। ৫১।

আমিই সেই খর্ব্বট ছিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সেই পাপফল ভোগ করিয়া অদ্যাপি অঙ্গুষ্ঠক্ষতরূপ তাহার অবশিষ্টাংশ বহন করি-তেছি। ৫২।

পুরাকালে অর্থদত্ত নামে এক সার্থবাহ ধনরত্নে প্রবহণ পূর্ণ করিয়া অনুকূল পবনভরে রত্নদ্বীপ হইতে আগমন করিতেছিল। ৫৩।

অন্য এক সার্থবাহ মূলধন নষ্ট হওয়ায় অর্থদত্তেরই আশ্রয় গ্রহণ

করিল এবং হিংসাবশতঃ প্রচ্ছন্নভাবে প্রবহণে ছিদ্র করিতে উদ্যত হইল। ৫৪।

তৎপরে অর্থদত্ত তাহা দেখিয়া পুনঃ পুনঃ বারণ করিলেও ঐ সার্থবাহ বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া ঐ কার্য্য হইতে বিরত হইল না। ৫৫।

তখন অর্থদত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্র প্রহারদ্বারা মাৎসর্য্যমোহিত ঐ সার্থবাহকে মারিয়া ফেলিলেন। ৫৬।

আমিই সেই সার্থবাহ ছিলাম এবং অন্যান্য জন্মে সেই পাপফল ভোগ করিয়া অদ্যাপি তাহার শেষাংশ চরণে খদির-কণ্টক-ক্ষতজন্য ব্রণ বহন করিতেছি। ৫৭।

পুরাকালে দয়াদ্র্চিত্ত উপরিষ্ট নামক এক প্রত্যেকবুদ্ধ পিণ্ড-পাতের জন্য কাসনগরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৫৮।

তথায় চপলক নামক এক যুবা প্রত্যেকবুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ হস্তদ্বারা ভূমিতে ফেলিয়া দিল। ৫৯।

আমিই সেই চপলক ছিলাম এবং বহু জন্মে সেই অন্নবিচ্ছেদ করার জন্য পাপ ভোগ করিয়াও অদ্য সেই ফলাবশেষে শূন্যপাত্র হইয়াছি। ৬০।

পুরাকালে প্রসন্নচিত্ত বশিষ্ঠ নামক ঋষি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৌরজন-পরিকল্পিত প্রশমারাম নামক বিহারে বাস করিতেন। ৬১।

তদীয় ভ্রাতা ভরদ্বাজ প্রব্রজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠকেই লোকে সমাদর করিত দেখিয়া বিদ্বেষবশতঃ তিনি সন্তাপ প্রাপ্ত হইতেন। ৬২।

গুণিগণের গুণ দেখিয়া তাহা বিনাশ করিবার জন্যই লোকে যত্ন করে; কিন্তু নিজের গুণ সম্পাদন করিতে চেষ্টা করে না। ৬৩।

একদা সরলচিত্ত বশিষ্ঠ প্রীতিবশতঃ ভক্ত জন কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামূল্য বস্ত্রযুগল ভ্রাতা ভরদ্বাজকে প্রদান করিলেন। ৬৪।

গুণবিদ্বেষী ভরদ্বাজ তাহা গ্রহণ করিয়াও শত্রুতা করিতে বিরত হইল না। দুর্জ্জন উপকার বা প্রীতি দ্বারা আত্মীয় হয় না। ৬৫।

ভরদ্বাজ বিহারের পরিচারিকাকে নির্জনে ডাকিয়া, তাহাকে সেই বস্ত্রযুগল প্রদান পূর্ব্বক সমাদর সহকারে বলিলেন। ৬৬।

হে সুমধ্যমে! তুমি এই বস্ত্রযুগল পরিধান করিবে এবং লোকে জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে বলিবে যে, ইহা আমাকে বশিষ্ঠ দিয়াছেন। ৬৭।

পরিচারিকা ভরদ্বাজের কথা স্বীকার করিয়া তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিল। তাহাতে লোকে বশিষ্ঠের চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল। ৬৮।

তৎপরে বশিষ্ঠের চরিত্রে সন্দেহ হওয়ায় লোকে আর তাঁহাকে সমাদর করিত না; এ জন্য তিনি দূরদেশে চলিয়া গেলেন। মহাজনগণ স্বভাবতঃ সমাদর-হানির ভয় করিয়া থাকেন। ৬৯।

আমিই সেই ভরদ্বাজ ছিলাম। অন্যান্য জন্মে সেই পাপফল ভোগ করিয়া এখন অবশিষ্ট পাপফলে সুন্দরী কর্ত্তৃক মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়াছি। ৭০।

পুরাকালে আমি বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কূটতর্ক দ্বারা একজন পঞ্চাভিজ্ঞ ধীমান মুনির কীর্ত্তিনাশ করিয়াছিলাম। ৭১।

পুরাকালে বারাণসী নগরীতে কন্দর্পের জয়পতাকাস্বরূপ ভদ্রা নামে একটি সুন্দরী বেশ্যা ছিল। ৭২।

একদিন কুটিলস্বভাব মৃণাল নামক এক বিট ঐ বেশ্যাকে দেখিয়া রাত্রি-ভোগের জন্য তাহাকে বস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিল। ৭৩।

তৎপরে দিবাকর তরল রাগে রঞ্জিত সন্ধ্যার সঙ্গমে উন্মুখ হইয়া গগনপ্রাঙ্গণের একদেশে লম্বমান হইলে ভদ্রা নিজ ভবনে গিয়া

লাবণ্যাভরণ সত্ত্বেও পুষ্প, বস্ত্র ও বিভূষণ দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিল। ৭০—৭৫।

কার্য্যার্থিনী ভদ্রা দর্পণসম্মুখী হইয়া পাদতল অলক্তক-রাগে রঞ্জিত করিয়া এবং তরল হার কণ্ঠে লম্বিত করিয়া বেশ্যাচরিত্রের যাথার্থ্য সম্পাদন করিল। ৭৬।

ভদ্রা কণ্ঠে এক প্রকার, বদনে এক প্রকার, ওষ্ঠে এক প্রকার এবং হৃদয়ে অন্য প্রকার ভূষণ ধারণ করিল। সবগুলিই পুরুষগণের লোভনীয় হইল। সে যেন অতি বিচিত্র মূর্ত্তিমান্ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যই চিত্রিত করিল। ৭৭।

নানাবর্ণ অঙ্গরাগে রঞ্জিতা ভদ্রা উল্লসিত ধূপধূমে, অন্ধকারে ও সন্ধ্যারাগে রঞ্জিতা সন্ধ্যার ন্যায়, কন্দর্পের জয়কীর্ত্তিস্বরূপ চন্দ্রকলার ন্যায় অলকমধ্যে একটি তিলক-রেখা চিত্রিত করিল। ৭৮।

তৎপরে মকরিকা নাম্নী তদীয় দাসী সত্বর তথায় প্রবেশ করিয়া বলিল যে, একটি নূতন যুবক ক্ষণকালের জন্য তোমার সঙ্গমাশায় বাহিরে রহিয়াছে। ৭৯।

এ ব্যক্তি পঞ্চশত কার্ষাপণ তৃণবৎ প্রদান করিয়া কিছুক্ষণ মাত্র থাকিয়াই চলিয়া যাইবে। ইহা তোমার পক্ষে একটি নিধিস্বরূপ আসিয়াছে। ৮০।

হে সুভগে! প্রভূত ধনপ্রদ, অল্পক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষমাশীল এরূপ প্রচ্ছন্ন কামুক আর কোথায় পাইবে? ৮১।

ভদ্রা দাসীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল সারল্য ও লোভের মধ্যে পড়িয়া দোলায়মান হইল এবং পরে হাস্যসহকারে বলিল। ৮২।

আমি একজনের নিকট বেতন প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে রথ্যাঙ্গনার ন্যায় অন্য জনের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ উত্তানহস্তে ধন গ্রহণ করিব? ৮৩।

জলশত্রের ন্যায় বেশ্যাগণ সকলের অধীন হইলেও ক্ষণকালের জন্য স্বাধীন হইতে পারে। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি বরণ করিয়াছে, সেই বেশ্যার স্বামী, বলিতে হইবে। ৮৪।

মৃণাল এই একরাত্রি কাল আমাকে ক্রয় করিয়াছে। অন্য লোক প্রাতঃকালে আসিতে পারে। আমরা ত সর্ব্বদাই নব নব উদ্যম করিয়া থাকি। তুমি কি বল? ৮৫।

নব নব আস্বাদে অনুরাগী ক্ষুদ্রাশয়া দাসী ভদ্রাকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া কুপিত হইল এবং তাহাকে বলিল। ৮৬।

এ এখন আসিয়াছে, ইহাকে যদি ত্যাগ কর, তাহা হইলে প্রাতঃ-কালে আর আসিবে না। বেশ্যাগণ ও বণিক্‌গণের বহু ভাগ্য থাকিলে তবে বহু ক্রয় ঘটিয়া থাকে। ৮৭।

এ স্থান হইতে কিছু, অন্য স্থান হইতে কিছু, এইরূপে দিবারাত্র সঞ্চয়রতা বেশ্যাগণের পুরুষ-সংসর্গে লোভ ঠিক পুষ্পচয়নের ন্যায়। ৮৮।

বেশ্যা ধর্ম্মের জন্য বা কামের জন্য সুসজ্জিত হয় না। কেবল ধনের জন্যই সজ্জিত হয়। বেশ্যা যাচক জনের বিত্তার ন্যায় বহু জনের প্রণয়ভাজন হয়। ৮৯।

বেশ্যা অশুচি হয় না। ইহার পাতিব্রত্যেরও লোপ হয় না। প্রত্যুত বহুসঙ্গ করিয়াও লোকের অভ্যর্থনীয় হয়। ৯০।

যে বেশ্যার গৃহে রাজসভার ন্যায় কতগুলি লোক প্রবেশ করি-তেছে, কতগুলি লোক নির্গত হইতেছে এবং কতগুলি লোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, সেই বেশ্যাই শোভিত হয়। ৯১।

পণ্যনারীর পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর কি আছে? যাহার গৃহে আসিয়া বণিক্‌গণ শূন্যমনে ফিরিয়া যায় এবং অবসাদপ্রাপ্ত হয়। বেশ্যার পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য আর নাই। ৯২।

অভাগ্যবশতঃ বেশ্যার গ্রাহক উপস্থিত না হইলে সে শূন্যগৃহে শয়ন করে এবং প্রাতঃকালে মিথ্যা কামুক কর্ত্তৃক দ্বারভঙ্গ বর্ণনা করে। ৯৩।

বেশ্যাগণ পণ্যপ্রসারণ করিয়া দূরবর্ত্তীর প্রতীক্ষায় উপস্থিত ক্রয় পরিত্যাগ করিলে পর্য্যুষিত মালার ন্যায় সদ্যঃ শুষ্ক হয়। ৯৪।

এই লোকটি কৌতুকমাত্র ইচ্ছা করে এবং বহু ধন প্রদান করে এ ব্যক্তি অতিশয় কার্য্যব্যগ্র। এ প্রবেশ করিয়াই চলিয়া যায়। ক্ষতি কি, উপস্থিত ধন গ্রহণ কর। ৯৫।

ভদ্রা দাসী-কথিত নিজ হিতকথা শ্রবণ করিয়া তাহাই স্বীকার করিল। বেশ্যারা স্বভাবতঃই লুব্ধস্বভাবা। লোক-রঞ্জন করা কেবল তাহাদের কর্ত্তব্যানুরোধে হইয়া থাকে। ৯৬।

"দয়া করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমি এখনও ভূষণাদি পরিধান করি নাই," ভদ্রা এই বলিয়া দাসীদ্বারা মৃণালের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিল। ৯৭।

তৎপরে ভদ্রা বহুপ্রদ কামী সুন্দরক কর্ত্তৃক কিছুক্ষণ উপভুক্ত হইয়া গজোপভুক্তা পদ্মিনীর ন্যায় বিলোলতা প্রাপ্ত হইল। ৯৮।

তৎপরে সুন্দরক চলিয়া গেলে তাহার দন্তাঘাতে ভদ্রার দন্তচ্ছদ উচ্ছিষ্ট হইল এবং সে তাহার নির্দ্দয়ভাবে আলিঙ্গন দ্বারা নির্ম্মাল্য ভাব প্রাপ্ত হইল। ৯৯।

ভদ্রা পুনশ্চ ভূষণাদি পরিধান করিয়া গুপ্তবিদ্বেষবতী দাসীকে মৃণালের নিকট শীঘ্র আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইল। ১০০।

মৃণাল দাসীকর্ত্তৃক পিশুনতাবশতঃ কথিত সুন্দরক-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়াও কোপ গোপন পূর্ব্বক বলিল যে, ভদ্রা এইখানে আসুক। ১০১।

তৎপরে ভদ্রা এই সংবাদ পাইয়া অঙ্গরাগ-সৌরভে ভ্রমরগণকে আকর্ষণ করিতে করিতে উৎফুল্ল পাদপ-শোভিত মৃণালের উদ্যানে গমন করিল। ১০২।

মৃণাল ভদ্রাকে উপস্থিত দেখিয়াই রাগ-দ্বেষবিষে উৎকট মূর্ত্তিমান্ সংসারের ন্যায় বিকার প্রাপ্ত হইল। ১০৩।

সে মনে মনে চিন্তা করিল যে, এই চঞ্চলা বেশ্যা আমার জন্য উপকল্পিত সাজ-সজ্জা অন্যের উপভোগ দ্বারা বিলুপ্ত করিয়াছে। ১০৪।

নখোল্লেখ ও দশনাঘাত দ্বারা স্তনতটে লিখিত স্বকীয় অভিনব কুটিল চরিত্রের বক্ররেখাধারিণী এই ভুজঙ্গীর অধরদলের কান্তি কামুকের উচ্ছিষ্ট হইয়া মলিন হইয়াছে। ইহার মুখও শুষ্ক হইয়াছে। এ আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষম বিষ ঢালিয়া দিতেছে। ১০৫।

কুপিত মৃণাল ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ধূমোদগম-সদৃশ ভ্রূভঙ্গ দ্বারা ভীষণমুখ হইয়া ভয়ে সঙ্কুচিতা ভদ্রাকে বলিল। ১০৬।

যে বেশ্যা এক সময়েই বহু জনে সঙ্গত হয়, সে কেন অগ্রে পরের ধন গ্রহণ করে? আমার জন্য তুমি এই বেশভূষা করিয়াছিলে, কিন্তু তুমি ইহা ঘর্ম্মবিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছ। ১০৭।

মৃণাল এই কথা বলিয়া ভয়-কম্পিতা ভদ্রার বিলোল কাঞ্চীর তরল শব্দে "প্রসন্ন হও, অবধ্যা অবলা বালাকে রক্ষা কর", এইরূপ দীন বাক্যে যেন প্রার্থ্যমান হইল। ১০৮।

লতাগণও আকুল ভৃঙ্গমালার শব্দে যেন দয়াবশতঃ দূর হইতে প্রণতানন হইয়া পল্লবরূপ পাণির কম্প দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে নিবারণ করিল। ১০৯।

নির্ঘৃণ মৃণাল ঘোরাকৃতি ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয়ে অবসন্নদেহা কুরঙ্গীর ন্যায় আয়তলোচনা ভদ্রাকে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত শস্ত্রে বেগে গমন করিল। ১১০।

ক্রোধে যাহাদের বিলোচন অন্ধ হইয়া রুদ্ধ হয়, মন দয়াবিহীন হয় এবং কার্য্য নির্ঘৃণতাবশতঃ ঘোরাকার ধারণ করে, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। ১১১।

অতঃপর দাসী "পাপিষ্ঠ ভদ্রাকে বিজনে হত্যা করিয়াছে". এই বলিয়া কোলাহল করিলে তথায় লোক-সমাগম হইল। ইত্যবসরে মৃণালক সুরুচি নামক প্রত্যেকবুদ্ধের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ও তাঁহার সম্মুখে সেই রক্তাক্ত অস্ত্রটি রাখিয়া জনতামধ্যে প্রবেশ করিল। পৌরগণ সেই অস্ত্রটি দেখিয়া নিষ্পাপ প্রত্যেকবুদ্ধকেই বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গেল। ১১২—১১৩।

অতঃপর রাজার আজ্ঞায় প্রত্যেকবুদ্ধকে হত্যাপরাধের সমুচিত বধ্যভূমিতে লইয়া গেলে মৃণালক অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া নিজকৃত পাপ কায্য স্বীকার করিল। ১১৪।

তৎপরে রাজা মৃণালের কথায় বিচার করিয়া প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণাম করিয়া মোচন করিলেন এবং মৃণালকে কুকার্য্যের সমুচিত দণ্ড দিলেন। ১১৫।

আমিই সেই মৃণালক ছিলাম; বহু জন্মে নরকমধ্যে সেই উগ্র পাপ ভোগ করিয়া অদ্যাপি সেই কর্ম্মফলের অবশেষ স্বরূপ তীর্থাঙ্গনা কর্ত্তৃক মিথ্যাপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ১১৬।

পুরাকালে বন্ধুমতী নামক পুরীতে বিপশ্যী নামে ভগবান্ জিন ভিক্ষুগণ সহ বাস করিতেন এবং পুরবাসিগণ নানা ভোগ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিত। ১১৭।

মঠর নামক এক ব্রাহ্মণ বিপশ্যীর সমাদর দেখিয়া বিদ্বেষ-

বশতঃ পুরবাসিগণকে বলিল যে, শিখাহীন ভিক্ষুগণকে উৎকৃষ্ট ভোগ ভিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। ১১৮।

পুরাতন কোদ্রব ও যব দ্বারা ইহাদের ভোজ্য বিধান কর। মুণ্ডিত-মস্তক ভিক্ষুগণের বিকট মুখ দিব্য আহারের যোগ্য নহে। ১১৯।

আমিই সেই বিপ্র ছিলাম। এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করায় বহু জন্ম সেই পাপ ভোগ করিয়া অবশেষে কোদ্রব যব আহার করিতে হইয়াছে। ১২০।

পুরাকালে যখন আমি উত্তর নামে এক মানব হইয়াছিলাম, তখন পুদ্গলের নিন্দা করিয়া আমি বহু পাপ পাইয়াছি। ১২১।

সেই জন্য এখন আমাকে ছয় বৎসর দুষ্কর কার্য্য করিতে হইয়াছে। ঐ সময়ে আমি কেবল বোধি লাভ করিয়াছি, অধিক কিছু প্রাপ্ত হই নাই। ১২২।

পুরাকালে এক পল্লীগ্রামে ধনবান্ নামে এক গৃহস্থ ছিল। তদীয় পুত্র শ্রীমান্ এক সময় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। ১২৩।

তিক্তমুখ নামক এক বৈদ্য বহু ধন-লাভাশায় তাহাকে সুস্থ করিল। কিন্তু তাহার পিতা ঐ বৈদ্যকে কিছুই দিল না। ১২৪।

কিছু দিন পরে আবার সে অসুস্থ হইলে ঐ বৈদ্য পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া দিল। এ বারেও তদীয় পিতা বৈদ্যকে কিছুই দিল না। ১২৫।

ঐ বৈদ্য তখন ক্রোধজ্বরে সন্তপ্ত ও তৃষ্ণায় অধীর হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক চিন্তা করিল, হায়! আমি সরলবুদ্ধিবশতঃ এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক বৃথা প্রতারিত হইয়াছি। কি করিব, রোগী এখন আমার হস্ত হইতে গিয়াছে; নহিলে উপায় করিতাম। ১২৬—১২৭।

রোগকালে তিক্ত ঔষধবৎ বৈদ্যকে সকলেই ভালবাসে। পশ্চাৎ আরোগ্য হইলে স্মরণ করিয়াও মুখ বিকৃত করে। ১২৮।

কার্য্য সিদ্ধ হইলে যেমন ধনবানকে আর অপেক্ষা করে না এবং নদী উত্তীর্ণ হইলে যেমন নাবিককে আর আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ ব্যাধিমুক্ত হইলে বৈদ্যের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। ১২৯।

রোগী অসুস্থাবস্থায় বৈদ্যের পায়ে পড়িয়া আরাধনা করে। পরে সুস্থ হইলে তাহার নাম করিলে ফুৎকার করে। ১৩০।

বন্ধন হইতে মুক্ত হরিণ লুব্ধকের, কারা হইতে পলায়িত চৌর রাজার এবং রোগমুক্ত রোগী বৈদ্যের হস্তগত হওয়া পুণ্য ব্যতীত হয় না। ১৩১।

বৈদ্য সতত এইরূপ চিন্তা করিয়া দুঃখ করিত। কিছু দিন পরে সেই ব্যক্তি আবার পুনশ্চ ব্যাধিগ্রস্ত হইল। ১৩২।

অতঃপর কুপিত বৈদ্য যাহাতে তাহার সদ্যঃ বিনাশ হয়, এই-রূপ স্থির করিয়া বিরুদ্ধ নাড়ীচ্ছেদক ঔষধ দিল। ১৩৩।

সেই বৈদ্য প্রদত্ত বিপরীত ঔষধ পান করিয়া রোগীর অন্ত্র-সকল বিশীর্ণ হইয়া গেল। লোভান্ধ ও পাপ গর্ত্তে পতনোন্মুখ জন-গণ কি না করিয়া থাকে? ১৩৪।

আমিই সেই বৈদ্য ছিলাম। বহু শত জন্ম সেই পাপ-ভোগ করিয়া অদ্যাপি অবশিষ্ট কর্ম্মফলে প্রস্কন্দি ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৩৫।

পুরাকালে মৎস্যজীবিগণ দুইটি মহাকায় মৎস্য আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ দেখিয়া একটি কৈবর্ত্ত-বালক আনন্দে হাস্য করিল। ১৩৬।

আমিই সেই কৈবর্ত্ত-বালক ছিলাম। বহু জন্ম সেই পাপ

ভোগ করিয়া ইহ জন্মেও সেই জন্যই শাক্যবংশ-বিনাশ-কালে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছিল। ১৩৭।

পুরাকালে জনপদবাসী এক মল্ল বল নামক প্রতিমল্লকে যুদ্ধে ছলপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠ দ্বিধা করিয়াছিল। ১৩৮।

আমি সেই মল্ল ছিলাম। বহু জন্ম সেই পাপ ভোগ করিয়া অদ্যাবধি আমার পৃষ্ঠে বাতশূল আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ১৩৯।

আমি বোধি প্রাপ্ত হইলেও এবং আমার এই দেহ নির্দ্দোষ হইলেও কর্ম্মপঙ্কের অবশেষ চিহ্নস্বরূপ ক্লেশবিন্দু-সকল ইহাতে উপস্থিত হইয়াছে। ১৪০।

জন্মোৎসবকালে ও নিধনকালে মালার ন্যায় এই বিচিত্র কর্ম্মশ্রেণী পুরুষের শরীরে সন্নিবদ্ধ হয়; ইহা সুখ ও দুঃখের সীমায় পরিভুক্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইলেও ইহার বাসনাশেষ অপগত হয় না। ১৪১।

ভিক্ষুগণ ভগবৎ-কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া কর্ম্মের অনতিক্রমণীয়তা নিশ্চয় করিলেন। ১৪২।

ইতি দশকর্ম্মপ্লুতি-অবদান নামক পঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

একপঞ্চাশত্তম পল্লব।

রুক্মবত্যবদান।

आर्त्तत्राणधियां दयाप्रणयिनां प्राणप्रवासोत्सवे

यस्तै स्तीक्ष्णतरैः क्षतानि पुलकालङ्कारलीलाजुषाम् ।

लोलाक्षीश्रवणोत्पलादतितुलां येषां लभन्ते तनौ

तेषां कैर्वचनैरुदारचरितैर्वाक्योचितैरुच्यते ॥ १ ॥

যাঁহারা আর্ত্ত জনের পরিত্রাণের জন্য আগ্রহবান্, ঈদৃশ দয়া-প্রবণ জনগণের উৎসববৎ পরিগণিত প্রাণাত্যয়কালে (হর্ষবশতঃ) দেহ পুলকে অলঙ্কৃত হয়। তখন তাঁহাদের দেহে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা যে সকল ক্ষত হয়, উহা লোলাক্ষীগণের কর্ণোৎপল অপেক্ষাও অধিকতর রমণীয় হয়। এতাদৃশ জনগণের উদার চরিতের কথা বাক্যোচিত কিরূপ বাক্যদ্বারা বর্ণনা করিব, জানি না। ১।

পুরাকালে ভগবান্ গুহ্যকৈবর্ত্ত ও দরদকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সেই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্য তপোবনে গিয়াছিলেন। ২।

দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে তথায় আসিলেন। তিনি ভগবানের মুখে হাস্য দেখিয়া হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩।

ইন্দ্র কৌতুক ও প্রণয়বশতঃ হাস্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান বলিলেন যে, এই বনপ্রান্তে আমার একটী পূর্ব্বরৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে। ৪।

সেই স্মরণানুভব-বশতই আমি হাস্য করিয়াছি। অকারণ হাস্য করি নাই। এই কথা বলিয়া ভগবান্ পূর্ব্বরৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৫।

উৎপলাবতী নগরীতে দানশীল ও দয়াসমন্বিতা রুক্মবতী নামে একটি বিখ্যাত ধনিকন্যা ছিল। ৬।

রুক্মবতী এক দিন দেখিল যে, একটি সদ্যঃপ্রসূতা দরিদ্র-কন্যা ক্ষুধাবশতঃ রাক্ষসীর ন্যায় নিজ শিশু সন্তানকেই খাইতে উদ্যত হইতেছে। ৭।

তিনি উহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ মনে মনে ভাবিলেন যে, অহো! নিজ দেহে স্নেহবশতঃই লোকের মতি পাপে প্রবৃত্ত হয়। ৮।

যদি আমি ইহার ভোজনদ্রব্য আহরণ জন্য স্বগৃহে যাই, তাহা হইলে এই ক্ষুধার্ত্তা রমণী নিশ্চয়ই নিজ সন্তানকে ভক্ষণ করিবে। ৯।

অথবা যদি শিশুটি লইয়াই যাই, তাহা হইলে এই কৃশা রমণী সদ্য প্রাণত্যাগ করিবে। ১০।

রুক্মবতী এইরূপ উভয়-সঙ্কটের বিষয় চিন্তা করিয়া ও দয়াবশতঃ জগজ্জনের উদ্ধার উদ্দেশ্যে প্রণিধান করিয়া নিজ হস্তে নিশ্চলভাবে শাণিত অস্ত্রদ্বারা স্তনদ্বয় ছেদনপূর্ব্বক ঐ রমণীর জীবন-ধারণের জন্য তাহাকে দান করিলেন। ১১—১২।

রুক্মবতীর এই বিখ্যাত যশঃদ্বারা ত্রিভুবন আশ্চর্য্যান্বিত হইলে ইন্দ্র বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি! তোমার এই স্তনচ্ছেদন পূর্ব্বক দান-কার্য্যে মনে কোনরূপ বিকৃতি হইয়াছিল কি? সত্যবাদিনী সতী রুক্মবতী ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন যে, যদি এই স্তনদান-কার্য্যে আমার মনে লেশমাত্র বিকার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই মহা সত্যদ্বারা আমার স্ত্রীভাব নিবৃত্ত হউক। ১৩—১৫।

এই কথা বলিবামাত্রেই সত্যশালিনী রুক্মবতী স্ত্রীরূপ ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন ১৬।

এই সময়ে উৎপলাবতী নগরীতে রাজা উৎপলাক্ষের আয়ুঃ-শেষ হওয়ায় ব্যাধি-যোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। ১৭।

অনন্তর লক্ষণজ্ঞ বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ তথায় আসিয়া সদ্যঃ পুম্ভাব-প্রাপ্ত এই রুক্মবান্‌কেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১৮।

ধর্ম্মধন রুক্মবান্ বহুকাল সমৃদ্ধি-ভোগদ্বারা রাজ্য করিয়া তনু ত্যাগ করিলেন। কাল উপস্থিত হইলে কাহারও দেহ থাকে না। ১৯।

এই নগরীতেই সত্ত্ববর নামে একটি শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন। ইনি বহুজন্মাভ্যস্ত নির্ব্যাজ দান-কার্য্যে আদরবান ছিলেন। ২০।

ইনি সমস্ত প্রাণীর মঙ্গল-চিন্তায় সদাই মনোযোগী ছিলেন। এ জন্য একদা পক্ষিগণের ক্ষুধাজন্য দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া শ্মশানে গমনপূর্ব্বক ক্ষুরদ্বারা নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া উত্তানশায়ী হইয়া মাংসাশী পক্ষিগণকে নিজ দেহ দান করিলেন। ২১—২২।

একটা ঊর্দ্ধগামী বিহঙ্গ ইহাঁর দক্ষিণনয়ন তুণ্ডদ্বারা শনৈঃ শনৈঃ উৎপাটিত করিতে লাগিল এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ সরিয়া যাইতে লাগিল। ২৩।

সত্ত্ববর ধৈর্য্যদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল করিয়া ভীত ঐ পক্ষীকে বলিলেন,—তুমি নিঃশঙ্কভাবে ভোজন কর। আমি তোমাকে বারণ করিব না। ২৪।

অসার, বিরস ও ক্ষণস্থায়ী দেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। যদি ইহাদ্বারা লেশমাত্র পরোপকার হয়, তাহা হইলেই ইহা সংসারে সার হইতে পারে। ২৫।

ক্লেদময়, নিন্দিত, বিনশ্বর ও প্রতি পদে প্রাসক্ষণে স্পন্দন-শীল এই মলিন দেহে স্নেহ করা কেন? এই দেহের একমাত্র

এইটিই স্পৃহণীয়তা আছে যে, যদি কখনও কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হইতে পরিত্রাণের জন্য ইহাকে ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে ইহা সার্থক। ২৬।

সত্ত্বর এই কথা বলিলে পর ক্ষুধার্ত্ত পক্ষিগণ ক্ষণকালমধ্যেই মাংস-খণ্ড সকল ভক্ষণ করিলে তাঁহার দেহ অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়া গেল। ২৭।

অনন্তর সত্ত্বর মহাশাল নামক ব্রাহ্মণকুলে সত্যব্রত নামে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বজনের সম্মানভাজন হইলেন। ২৮।

সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, করুণাময়চিত্ত ও শান্তিরত সত্যব্রতের মন বিবাহ করিতে নিতান্ত বিমুখ হইল। ২৯।

সৎকুলে জন্ম, গুণার্জ্জন, বিবেকালঙ্কৃতা মতি এবং সর্ব্বপ্রাণীতে দয়া ও মৈত্রীভাব—এ সমস্তই পুণ্যকর্ম্মের লক্ষণ। ৩০।

বৈরাগ্য-নিরত সত্যব্রত যুবাবস্থাতেই তপোবনে গিয়া দুই জন মহর্ষির উপদেশে ব্রত ধারণ পূর্ব্বক আশ্রমেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ৩১।

তৎপরে কালক্রমে বিমল জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিয়া এক দিন আসন্নপ্রসবা একটি ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া চিন্তা করিলেন। ৩২।

এই ক্ষুধার্ত্তা ব্যাঘ্রীর সপ্তাহমধ্যেই প্রসব হইবে এবং ইহার নিজ শাবক ভক্ষণের জন্য তীব্র স্পৃহা হইবে। ৩৩।

সত্যব্রত এই প্রকার ব্যাঘ্রীর দুঃখের বিষয় চিন্তা করিয়া এবং মহর্ষিদ্বয়ের নিকট তাহা নিবেদন করিয়া, করুণাবশতঃ তাহার প্রতীকারের ইচ্ছা করিলেন। ৩৪।

তৎপরে সপ্তাহ কাল অতীত হইলে গর্ভভরালসা ব্যাঘ্রী বহু দিন উপবাস করায় শীর্ণ হইয়া অতিকষ্টে কয়েকটি শাবক প্রসব করিল। ৩৫।

নিজ শোণিতগন্ধে তীব্র স্পৃহাবতী ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া সত্যব্রত দয়াবশতঃ চিন্তা করিলেন যে, এই বরাকী ব্যাঘ্রী ক্ষুধাবশতঃ

নিজ শাবক ভক্ষণে উদ্যত হইতেছে। অহো! এই ব্যাঘ্রী স্বার্থবশতঃ পুত্রস্নেহ বিস্মৃত হইয়াছে। ৩৬—৩৭।

সকলেই নিজদুঃখে সন্তপ্ত ও পর-সন্তাপে শীতল হয়। পর-দুঃখে বিশেষরূপে দুঃখিত লোক অতি বিরল উৎপন্ন হয়। ৩৮।

আমি নিজ শরীর দান করিয়া এই শাবক-সমন্বিতা ব্যাঘ্রীকে রক্ষা করিব। ইহাদের প্রাণসংশয়কালে পর্য্যাপ্ত দুঃখ আমি সহিতে পারি না। ৩৯।

যাঁহারা পরের প্রাণ রক্ষার জন্য তৃণজ্ঞানে নিজ দেহ ত্যাগ করেন, তাঁহাদের মহাপুণ্যময় যশোদেহ চিরস্থায়ী হয়। প্রবহমান বায়ুদ্বারা চালিত নলিনী-দলস্থিত জলকণার ন্যায় চঞ্চল এই দেহ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। ৪০।

করুণানিধি সত্যব্রত এইরূপ চিন্তা করিয়া বেণু-শলাকা দ্বারা গলে আঘাত করিলেন। ঐ ক্ষতস্থান হইতে রক্তপ্রবাহ নির্গত হইতে লাগিল এবং তিনি সেই ব্যাঘ্রীর সম্মুখে গিয়া নিপতিত হইলেন। ৪১।

মহাত্মগণের করুণা-কোমল মন বিপন্ন জনের পরিত্রাণে অত্যধিক আগ্রহযুক্ত হয় এবং পর-সন্তাপ সহ্য করিতে পারে না। ৪২।

তদনন্তর রক্তাভিলাষবতী ব্যাঘ্রী নিশ্চলভাবে নিপতিত সত্যব্রতের বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। উহার নখাংশু সত্যব্রতের আশ্চর্য্য আর্য্য-চরিত্র-দর্শনে সঞ্জাত জগজ্জনের হর্ষজনিত হাস্যবৎ প্রতীয়মান হইল। ব্যাঘ্রী নখদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদারণ করিল। ৪৩।

মিত্রতা যেরূপ স্খলন সহ্য করে, ক্ষমা যেমন কুকার্য্য সহ্য করে, প্রজ্ঞা যেরূপ চিন্তারাশি সহ্য করে, ধৈর্য্য যেরূপ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করে এবং তপস্যা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করে, তদ্রূপ

সত্যব্রতের অচঞ্চলা মূর্ত্তি দয়াবশতঃ সেই ব্যাঘ্রীর নিপাত-জনিত বিষম আঘাত ও উগ্র ভার সহ্য করিল। ৪৪।

ব্যাঘ্রীর নখাবলী দ্বারা বিলুপ্যমান ও বিক্ষত সত্যব্রতের বক্ষঃস্থল ক্ষণকালের জন্য চন্দ্রবৎ শুভ্র সত্ত্বগুণের কিরণাঙ্কুর দ্বারা পূরিত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। ৪৫।

আমিষাহরণ ও শোণিতপানে মত্তা ব্যাঘ্রীকে সহর্ষে বিলোকনকারী সত্যব্রতের নিজ জীবরত্তি, ইনি দীর্ঘকালের জন্য প্রবাসে যাইতেছেন, এ জন্য ব্যাকুল হইয়া মুহূর্ত্তকাল কণ্ঠাবলম্বন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিল। ৪৬।

পরিতৃপ্তা ব্যাঘ্রী তাহার চতুর্দ্দিকে সহর্ষে পরিভ্রমণ করিয়া যেন লজ্জাবশতঃ নতমুখী হইল এবং তিনি বিবাহপরাঙ্মুখ হইলেও তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ানন্দ করিল। ৪৭।

ভব্যাত্মা জনগণের উদার স্বভাব মৈত্রীদ্বারা পবিত্র হয়। তাঁহাদের কীর্ত্তি সৌজন্যের পুণ্যনদীস্বরূপ। তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃ প্রাণিগণের হিতসাধক ও দীন জনের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়া থাকে। ৪৮।

চতুঃসাগরের বেলারূপ রসনা-শোভিতা পৃথিবী ব্যাঘ্রীর নখাগ্র দ্বারা বিদারিতাঙ্গ সত্যব্রতের সেই অতুল সত্ত্বগুণ বিলোকন করিয়া যেন প্রাণাপগমভয়ে বহুক্ষণ কম্পিত হইলেন। ৪৯।

আমিই সেই করুণানিধি সত্যব্রত ছিলাম। ভগবান্ এইরূপ নিজ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ ভগবানের নিজমুখনিঃসৃত পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়বশতঃ স্তিমিতানন হইলেন। ৫০।

ইতি রুক্মবত্যবদান নামক একপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পল্লব।

অদীন-পুণ্যাবদান।

अर्थिनां वनगतोऽपि वल्कलाढ्यः करोत्यविरतं कृतार्थताम् ।
कैर्न चारुचरितस्य चर्च्यते तस्य चन्दनतरोरिव सत्कृतिः ॥ १ ॥

যিনি বল্কলধারী হইয়া বনগত হইয়াও সতত অর্থিগণের কৃতার্থতা সম্পাদন করেন, এরূপ চন্দন-তরুসদৃশ চারুচরিত্রবান্ জনের অর্চ্চনা কে না করিয়া থাকে? ১।

অতঃপর ভগবান্ যখন অন্য এক তপোবনে বিহার করিতে লাগিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া হাস্য সহকারে ভগবান্‌কে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ২।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ প্রণয়বান্ ইন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, হে সহস্রাক্ষ! এই দেশে আমার পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি। ৩।

পুরাকালে সুরপুরসদৃশ মাষূদন নামক নগরে পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ অদীনপুণ্য নামে এক নরপতি ছিলেন। ৪।

তিনি করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও মৈত্রীতে সংসক্তচিত্ত হওয়ায় লক্ষ্মী যেন তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ তদীয় অর্থিগণের গৃহে বাস করিতেন। ৫।

একদা রাজা ব্রহ্মদত্ত অদীনপুণ্যের জগদ্বিখ্যাত চরিত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিজয় করিবার ইচ্ছায় তথায় আসিলেন। ৬।

ব্রহ্মদত্ত অদীনপুণ্যকে বন্ধন করিবার জন্য করিসমূহ দ্বারা দিগন্তর অন্ধকারিত করিয়া নগর অবরুদ্ধ করিলেন ৭।

অদীনপুণ্যের মন্ত্রিগণ মনে মনে ভাবিলেন যে, আমাদের রাজা সর্ব্বপ্রাণীতেই অনুকম্পাবান্, ইনি শত্রুকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন না। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা রাজাকে কিছু না বলিয়াই যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। ৮।

ক্রমে যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে এবং নানা গজ, অশ্ব ও রথের ক্ষয় হইলে রাজা অদীনপুণ্য কারুণ্যবশতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিলেন। ৯।

শত অধর্ম্ম যুক্ত এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম অত্যন্ত বিষম। এই ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে প্রাণিবধ ও ক্রূরতা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়। ১০।

ক্ষত্রিয়গণের রুধির-দিগ্ধ ও মলিন ধর্ম্মে ধিক্। আমার জন্যই এরূপ প্রযত্ন করা হইতেছে, অতএব আমার জীবিত থাকা উচিত নহে। ১১।

মনুষ্যগণের দেহ বিনশ্বর, শত বিপদে শীর্য্যমাণ ও নিত্যই দুঃখোচ্ছ্বাসে অধৈর্য্য। ভোগ-সুখ চিরস্থায়ী নহে; কিছুক্ষণ পরেই উহা স্মরণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব ক্ষণকালের জন্য সামান্য সুখের আশায় প্রাণিহিংসার জন্য প্রযত্ন করা বড়ই কষ্টকর। ১২।

অতএব আমি হিংসা ও অপায়ের নিকেতনস্বরূপ ও অধর্ম্ম-বহুল এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে গমন করিতেছি। ১৩।

অজ্ঞানমূঢ় রাজগণের বধ ও বন্ধন-শত দ্বারা অর্জ্জিত ও পাপবহুল সম্পদকেও কাল নিশ্চয়ই গ্রাস করিবে। ১৪।

অচিন্তনীয় বলবান্ কাল, সংসারের গাঢ় মোহে হতবুদ্ধি এবং স্থির আশা-বন্ধ দ্বারা বিষয় সুখপ্রত্যাশী পুরুষগণের প্রত্যেকেরই বিনাশ বিধান করিতেছেন এবং সকলেরই কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ১৫।

রাজা অদীনপুণ্য এইরূপ চিন্তা করিয়া ও হিংসা-পাশ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া রাত্রিকালে দণ্ড ও বল্কল গ্রহণপূর্ব্বক তপোবনে চলিয়া গেলেন। ১৬।

তৎপরে মন্ত্রিগণ রাজার তপোবন-গমন শ্রবণ করিয়া, তাহা লোকমধ্যে প্রকাশ না করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শরবর্ষী ও গর্জ্জনকারী রিপুকে বলিলেন যে, হে মত্ত মাতঙ্গ,

মেঘগর্জ্জন শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া এত গর্জ্জন করিও না। এখানে সিংহ বসিয়া আছেন। ১৭—১৮।

ধীরস্বভাব মন্ত্রিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এই কথা বলিয়া নিজ প্রভুর বিপুল সম্মান ও অভ্যুদয় প্রকাশপূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯।

ইত্যবসরে কোশল দেশে কপিল নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা হিরণ্যবর্ম্মা কর্ত্তৃক ধন-দণ্ড দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইলেন।২০।

তাঁহার পুত্র-দারাদি বান্ধবগণ বন্ধনাগারে বিন্যস্ত হইল। তিনি তাঁহার সমগ্র ধন প্রদান করিয়া দারিদ্র্যবশতঃ আর অধিক দিতে পারিলেন না। ২১।

তিনি বন্ধুগণের বন্ধনে দুঃখিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধচরণ সারঙ্গের ন্যায় চলৎশক্তিহীন হইয়া চিন্তা করিলেন,—আমার পিতা, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, কন্যা ও পুত্র - সকলেই কারারুদ্ধ হইয়াছে। ধন ব্যতিরেকে ইহারা মুক্তি লাভ করিতেছে না। ২২—২৩।

যেখানে রাজা ধর্ম্মদ্বেষী ও লোভী, এরূপ ক্লেশবহুল দেশ পরিত্যাগ করিলেই জীবন রক্ষা হয়। অথবা বহু কষ্ট হইলেও লোকে কিরূপে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে পারে? যেহেতু তাহারা বন্ধুগণরূপ বন্ধন দ্বারা সতত আবদ্ধ রহিয়াছে। ২৪—২৫।

অতএব এই ক্লেশময় সময়ে ধনোপার্জ্জন করাই শ্রেয়স্কর। সংসারমধ্যে এরূপ কোন বিপদ নাই, যাহা ধনদ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না। ২৬।

ধন-সম্পৎ বেশ্যার ন্যায় কুটিল ও বিকৃতস্বভাব। উহাকে প্রার্থনা করিলে পলায়ন করে এবং অপ্রার্থিত হইয়া স্বয়ং আগমন করে। ২৭।

সেবা-বৃত্তি জীর্ণ লতার ন্যায় বিরস ও শোষানুবন্ধিনী অর্থাৎ তাহা দ্বারা দেহ শুষ্ক হইয়া যায়। সেবা কখনও বা কোথায় সফল হয়; প্রায়ই হয় না। ২৮।

যাচ্ঞা করা অত্যন্ত লজ্জাকর। সজ্জনগণ যাচ্ঞা করেন না। যাচ্ঞা শত অপমান সহ্য করিয়া সফল হইলেও নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। ২৯।

যাচকগণ কোন স্থানে প্রথম গমন করায় কিঞ্চিন্মাত্র সমাদর প্রাপ্ত হইয়া, পরক্ষণে সামান্য ধন যাচ্ঞা করায় অপমান ও গ্লানি প্রাপ্ত হয়। উহারা মনোমধ্যে আশার বিষয় বিবেচনা করিয়া সততই সন্দেহে তরলিতমতি হয়। উহারা কখনও আশাবন্ধকে বর্দ্ধিত করে এবং পরক্ষণেই সঙ্কোচ করে। ৩০।

সকলেই লোভস্বভাব। কেহ ধন দ্বারা গুণ গ্রহণ করে না। অতএব আমি সর্ব্ববিধ উপায়বিহীন, আমার আর গতি নাই। ৩১।

কি করিব, কোথায় যাইব? আমি ছায়ার্থী হইয়া মরুভূমির পথে রহিয়াছি। আমার নিরালম্ব মনোরথ বিশ্রাম পাইতেছে না। ৩২।

এই নানাজন-সমাকীর্ণ সংসার-কাননমধ্যে আমার এই বিপৎ-কালে কোনও একটি ঈদৃশ সাধুজনরূপ বৃক্ষকে পাইতেছি না, যিনি অর্থিগণকে সর্ব্ববিধ বাঞ্ছিত ফল দান করিতে কম্পিত হন না এবং কখনও নত-ভাব ত্যাগ করেন না। ৩৩।

সত্ত্বসাগর রাজা অদীনপুণ্য সমস্ত অর্থিগণের পক্ষে কল্পবৃক্ষস্বরূপ, শুনিতে পাওয়া যায়। একমাত্র তিনিই বিপন্নের দুঃখনাশক। ৩৪।

ব্রাহ্মণ কপিল এইরূপ চিন্তা করিয়া সমুৎসুকমনে রাজা অদীনপুণ্যের সহিত দেখা করিতে গেলেন। আশা তাঁহার পথ দেখাইয়া দিল এবং হর্ষ অগ্রে যাইতে লাগিল। ৩৫।

তৎপরে তিনি শনৈঃ শনৈঃ গমন করিয়া, নগরপ্রান্তবর্ত্তী তপোবনে উপস্থিত হইয়া, পথশ্রান্ত অবস্থায় বল্কলধারী রাজাকে দেখিতে পাইলেন। ৩৬।

করুণাসাগর রাজা ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে ক্লান্ত কপিলকে দেখিয়া এত দূরদেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৭।

কপিল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে নিজ বৃত্তান্ত ও বন্ধুজনের কারাবন্ধন নিবেদন করিয়া পুনশ্চ বলিলেন,—আমি বন্ধুগণের বন্ধন মোচনের জন্য ধন-লাভের আশায় অর্থিগণের কল্পবৃক্ষসদৃশ রাজা অদীনপুণ্যের সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।৩৮-৩৯।

করুণাপূর্ণমনাঃ শ্রীমান্ রাজা অদীনপুণ্য সদ্যঃ দর্শনমাত্রেই আমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। ৪০।

মহাজনগণ ক্লেশ ও সন্তাপদ্বারা অম্লান, অবমানদ্বারা অদূষিত এবং অপর্য্যুষিত ফল প্রদান করেন। ৪১।

প্রজাগণের দারিদ্র্যরূপ তীব্র সন্তাপের নিবারক, কীর্ত্তিপ্রকাশদ্বারা পরিপূরিত-দিগন্তর এবং উদার, বিমল ও আনন্দপূর্ণমনাঃ সেই রাজ-চন্দ্রই আমার সন্তাপ দূর করিবেন। ৪২।

রাজা ব্রাহ্মণকথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় সন্তাপ তাঁহাতে সংক্রান্ত হওয়ায় এবং কোনরূপ প্রতিকার না থাকায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া চিন্তা করিলেন। ৪৩।

আহা! আমি এখন রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি। এই ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ অসময়ে পথিমধ্যবর্ত্তী শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় আমাকে স্মরণ করিয়াছে।৪৪।

আমি অর্থিগণের বহু দূর পথশ্রমের বৈফল্যবশতঃ সন্তাপপ্রদ এবং মরীচিকাজলসদৃশ মোহজনক; অতএব আমায় ধিক্। ৪৫।

অর্থিগণের পথশ্রম মুখোপরি প্রস্তরাঘাত তুল্য কষ্টদায়ক আশা-ভঙ্গ দ্বারা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। ৪৬।

এই ব্রাহ্মণ যদি শ্রবণ করেন যে, আমিই সেই রাজা এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে এখনই জীবন ত্যাগ করিবেন। ৪৭।

আশা উৎপন্ন হইয়াই প্রথমে প্রবল চিন্তা উৎপাদন করে। পরে তরুণতা প্রাপ্ত হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত করে। তৎপরে বৃদ্ধভাব প্রাপ্ত হইলে কন্যার ন্যায় শোক বিধান করে। অবশেষে আশা নষ্ট হইলে তখনই শরীর দগ্ধ করে। ৪৮।

এই ব্রাহ্মণ এখান হইতে রাজধানীতে গিয়া এবং আমাকে না পাইয়া সন্তাপবশতঃ ভগ্নমনোরথ হইবেন। অন্য আর কি করিবেন। ৪৯।

যাঁহার নিকট হইতে যাচক প্রত্যাখ্যানবশতঃ মলিনবদন এবং উষ্ণ নিশ্বাসদ্বারা শুষ্যমাণ সঙ্কল্প দ্বারা অঙ্গীকৃত ও নতদেহ হইয়া চলিয়া যায় না, এরূপ কুশলী ও নরগণের ক্লেশকালে পরিত্রাণযোগ্য বন্ধুস্বরূপ লোকই ধন্য বলিয়া আমার বোধ হয়। ৫০।

লবণসমুদ্রের জন্মে ধিক্! কারণ, উহা জলার্থী জনগণের তীব্র তৃষ্ণাসমুত্থ সন্তাপ নিবারণ করিতে পারে না। এজন্যই উহার জলরাশি পথিক জনের দীর্ঘনিশ্বাসে সন্তপ্ত হইয়াছে। অগস্ত্য মুনির উদর মধ্যে বর্ত্তমান জঠরাগ্নির প্রতাপে নিজে পরিভূত হইয়া সন্তাপ-ক্লেশ জানিতে পারিয়াও লবণসাগর পরের সন্তাপ দূর করিতে শিখিলেন না। ৫১।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া, ফল ও জলদ্বারা তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করিয়া অপ্রিয় কথা বলিবেন, এজন্য ভীতভাবে তাঁহাকে বলিলেন। ৫২।

হে ব্রাহ্মণ! আমিই রাজা অদীনপুণ্য। শত্রুগণের বধোদ্যমকালে হিংসাকার্য্যে বিরক্তিবশতঃ রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমি বিজন বনে আশ্রয় লইয়াছি। ৫৩।

রাজগণ মাংসাশী হিংস্র জন্তুর ন্যায় হিংসা করিয়া প্রত্যগ্ররুধির-লিপ্ত ও ভ্রূভঙ্গ-ভঙ্গুর ভোগ উপভোগ করে। ৫৪।

কি করিব ? এখন আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত নহি। আপনি অসময়ে আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি যাহা কিছু করিতে পারি, তাহা অসঙ্কোচে বলুন। ৫৫।

ব্রাহ্মণ রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া বন্ধুগণের মোচনে নৈরাশ্য-বশতঃ বজ্রাহতবৎ মহীতলে পতিত হইলেন। ৫৬।

রাজা মূর্চ্ছিত ও ভূমিপতিত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া সজলনয়নে প্রিয়-বাক্য দ্বারা আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিলেন। ৫৭।

অহো। আমি কি মন্দপুণ্য। যেহেতু মরুভূমিতুল্য আমাতে অর্থীর আশালতা অঙ্কুরিত হইয়া শুষ্ক হইয়া গেল। ৫৮।

অর্থার্থী জন অস্থানকৃতা যাচ্ঞা সফলা হইবে বিবেচনা করিয়া ক্ষণকালমধ্যে আশারূপ তুলিকা দ্বারা শাখাসহস্র-শোভিত বৃক্ষ অঙ্কিত করে। অনন্তর ঐ অঙ্কিত বৃক্ষের মূলে গিয়া বাঞ্ছিত ফল না পাওয়ায় তখনই বিফলমনোরথ হয় এবং বহু পরিশ্রম করার জন্য মূর্চ্ছিত হয়। ৫৯।

যদি আমি নিজে যাচ্ঞা করিয়াও স্বল্পমাত্র ধন ইহাঁকে দিই, তাহা দ্বারা ইহাঁর কি হইবে ? ভিক্ষা করিয়াও ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। ৬০।

যদি সেই তৃণাচ্ছন্ন গৃহেই থাকিতে হইল, যদি গৃহের অঙ্গনাগণ সেইরূপ চুল্লীমধ্যে সুপ্ত বিড়াল-শিশুগণকে দেখিয়া (তাহাদের খাদ্য দিতে না পারায়) কেবল দয়া প্রকাশই করিল এবং এখনও যদি হাঁটিয়াই পথে চলিতে হইল, তাহা হইলে রাজদর্শন করিয়া ও রাজাকে তুষ্ট করিয়া কি ফল হইল ? ৬১।

কৃপাময় রাজা বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণের বাঞ্ছা-সিদ্ধির জন্য উদ্‌যুক্ত হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৬২।

বৎস ! উঠ। তোমার অভিলষিত-সিদ্ধির একটি পরম উপায় আমি লাভ করিয়াছি। ইহাতে অবিলম্বেই তোমার ফললাভ হইবে। ৬৩।

আমার মস্তক ছেদন করিয়া রাজা ব্রহ্মদত্তকে গিয়া দেও। তিনি প্রীত হইয়া তোমাকে প্রচুর ধন দিবেন। ৬৪।

ব্রাহ্মণ অর্থিগণের পক্ষে চন্দনতরুসদৃশ রাজার এই কথা শুনিয়া কর্ণপ্রবিষ্ট তপ্ত সূচী দ্বারা যেন বিদ্ধ হইয়া বলিলেন। ৬৫।

আপনি ত্রৈলোক্যের সার এবং জগতের পুণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন কে পাপচারী শঠ আছে যে, আপনার কণ্ঠে অস্ত্র নিপাতিত করিবে ? ৬৬।

এমন কে লুব্ধমতি আছে যে,আপনার অহিত চিন্তা করিবে? অঙ্গার করিবার জন্য সহকার-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া কে ক্রূরতা করে ? ৬৭।

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে রাজা বলিলেন,—তবে আমাকে জীবিত অবস্থায় বাঁধিয়া সেই শত্রুর নিকট লইয়া যাও। ৬৮।

রাজা যত্নসহকারে প্রার্থনা করায় ব্রাহ্মণ রাজাকে বাঁধিয়া শত্রু হইতে ভীত রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট লইয়া গেল। ৬৯।

ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক আনীত রাজা অদীনপুণ্যকে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বাঞ্ছিতাধিক ধন প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে নিজ উন্নত সিংহাসনে বসাইয়া নিজ মস্তকের উষ্ণীষ তাঁহার পদতলে স্থাপিত করিলেন। ৭০-৭১।

ব্রহ্মদত্ত নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলে অদীনপুণ্য শত্রুহীন নিজ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া কীর্ত্তিসদৃশ ধবল সমুদ্রের ফেণমালারূপ দুকূলবেষ্টিতা পৃথিবী ধর্ম্মানুসারে শাসন করিতে লাগিলেন। ৭২।

আমিই সেই ত্রিভুবনসার অদীনপুণ্য ছিলাম। অদ্য আমার তাঁহার চরিত-কথা স্মরণ হইল। কালক্রমে এই ভূমি বহুতর সত্ত্বগণের বিহারদ্বারা রমণীয় ও সংসারের মুক্তির হেতু হইবে। ৭৩।

দেবরাজ ইন্দ্র সত্বগুণে উজ্জ্বল ভগবানের চরিত-কথা শুনিয়া পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-কথায় সমুদিত বিস্ময়বশতঃ হর্ষান্বিত হইলেন। তাঁহার শরীর রোমাঞ্চোদ্গমে রমণীয় হইল। ৭৪।

অদীনপুণ্যাবদান নামক দ্বিপঞ্চাশ পল্লব সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পল্লব।

সুভাষিত-গবেষী অবদান।

সূক্তিঃ কণ্ঠবিবর্ত্তিনী গুরুনতির্মৌলৌ শ্রুতং শ্রোত্রয়োঃ
সত্যং নিত্যমনাময়ঞ্চ বদনে বিদ্বৎপ্রিয়ং ভূষণম্।
রত্নোদারসুতারহারচনাচিত্রেণ ধন্যেনরাম্
সন্তোষং সবিশেষ-বেশবনিতাবেশেন মুগ্ধো জনঃ ॥ ১ ॥

গুরুজনে প্রণতি যেরূপ মস্তকের ভূষণ, শাস্ত্রবাক্যশ্রবণ যেরূপ কর্ণের ভূষণ, সতত নিষ্কপট সত্যকথা যেরূপ বদনের ভূষণ, তদ্রূপ কণ্ঠস্থিত সূক্তি অর্থাৎ মহাজনের সুমিষ্ট বাক্যও বিদ্বজ্জনের প্রিয় ভূষণস্বরূপ। ইহা উজ্জ্বল রত্নময়, সুন্দর, বিচিত্র হারের ন্যায় সন্তোষ বিধান করে। অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকই বেশবনিতার ন্যায় বেশ-ভূষায় সন্তুষ্ট হয়। ১।

অন্য এক স্থানে ভগবান্ কিঞ্চিৎ হাস্য করায় ইন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার উদ্দেশে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ভগবান্ তদুত্তরে বলিলেন। ২।

বারাণসী নগরীতে সুভাষিত-গবেষী নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি রাজলক্ষ্মীর মালার স্বরূপ শোভিত ছিল। ৩।

ইনি সুন্দর ছন্দোবদ্ধ, প্রসাদাদি গুণযুক্ত ও বিবেকিগণের হৃদয়-গ্রাহী সুভাষিতরূপ ভূষণেই আদরবান্ ছিলেন। মুক্তাভূষণে আগ্রহী ছিলেন না। ৪।

ইনি সতত প্রার্থী জনকে দান করিলেও ইহাঁর রাজকোষ অক্ষয় ছিল। ইহাঁর কীর্ত্তি গুণদ্বারা নিবদ্ধ থাকিয়াও বহুদূরগামিনী হইয়া-ছিল। ৫।

এই রাজা সর্ব্বদা সুরসিক কবিগণে বেষ্টিত হইয়া রাজহংস যেরূপ কমলিনী সম্ভোগ করে, তদ্রূপ পণ্ডিত-সভারূপ কমলিনীর সম্ভোগ করিতেন। ৬।

ইনি যখন উপদেশ দিতেন, তখন ইহাঁর গুণযুক্ত সুন্দর বাক্য দীপ-শিখার ন্যায় জনগণের মোহান্ধকার বিনাশ করিত। ৭।

একদা রাজা সভাসীন হইয়া সুভাষিত কথা-প্রসঙ্গে সুমতি নামক প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন। ৮।

সুন্দর পদবিন্যাসযুক্ত এবং প্রসাদাদি গুণ ও উপমাদি অলঙ্কার-শোভিত সুভাষিত দ্বারা বাণী যেরূপ শোভিত হয়, তদ্রূপ আপনাদের দ্বারা এই সভা শোভিত হইতেছে। ৯।

আপনারা কি উত্তম রসযুক্ত কুসুমবৎ মনোহর নূতন নূতন কোনও সুভাষিতের অন্বেষণ করিয়াছেন? ১০।

নারীগণের যৌবন যেরূপ নূতনই মনোহারী হয়, তদ্রূপ সুভাষিত, প্রতিভা ও পুষ্পমঞ্জরীর নূতন বিকাশই সমধিক মনোহারী হয়। ১১।

ভ্রমর নূতন নূতন মধুপানেচ্ছাবশতঃ সরস ও প্রস্ফুটিত পরিচিত পুষ্প ত্যাগ করিয়া কাননমধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। সর্ব্বদা যাহা আস্বাদ করা হয়, তাহাতে মন্দাদর হওয়াই ইহার কারণ। ১২।

এই সভায় যাহা কিছু সুভাষিত রত্নের বিচার করা হয়, তাহা বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে, এজন্য ইহার আর মূল্য নাই। ১৩।

পাণ্ডিত্য ব্যতিরেকে মনুষ্যের জীবনই বৃথা। শুকপক্ষীর ন্যায় কেবল অভ্যস্ত বিদ্যায় পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব ব্যতিরেকে নিষ্ফল। সহৃদয় জনের পক্ষে সুন্দর বাক্য আলোচনা ভিন্ন অন্য আলোচনা নির্জ্জন কূপমধ্যে দীপ দানের ন্যায় নিষ্ফল বলিয়া মনে হয়। ১৪।

অতএব এখন কিছু নূতন সুভাষিত বলুন। চৈত্র মাস যেরূপ কোকিল-ধ্বনির উপযুক্ত, তদ্রূপ এই সময়ও সুভাষিত বলিবার যোগ্য। ১৫।

তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যখন প্রণিধান সহকারে শুনিতে ইচ্ছা করেন, তখনই জাতিকুসুমের পরিমলাপেক্ষা মনোজ্ঞ বাক্যচাতুর্য্য শ্রুতিমধুর হয়। অনুপযুক্ত সময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাক্যপ্রয়োগের আড়ম্বর করিলে তাহা বিফল হয়। ১৬।

অমাত্য নরনাথের এইরূপ হৃদয়গ্রাহী বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে বলিলেন,—হে রাজন্! আপনার নূতন শ্লোক ত্রিভুবনমধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া অভিহিত হয়। অন্য সুভাষিতের প্রয়োজন কি? ১৭-১৮।

হে বদান্যবর! আপনি বিদ্যাবিনোদী ও বিদ্বজ্জনের সমাদরকারী হওয়ায় সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল বিদ্যাধরপুরসদৃশ হইয়াছে। ১৯।

আপনি কলাবিদ্যারূপ কমলিনীর বিকাশক এবং গুণবানের মিত্র। আপনার অভ্যুদয় হওয়ায় সমস্ত লোকই আলোকিত হইয়া সৎপথে যাইতেছে। ২০।

রাজা অনুরাগ সহকারে যে বিদ্যার আদর করেন, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। রাজা যেরূপ বিলাসের আদর করেন, সেই বিলাসই বিলাস। রাজা যে সকল গুণের আদর করেন, সেই গুণই গুণ। রাজা যে লোককে আদর করেন, সেই লোকই লোক এবং রাজা যে চরিত্রের আদর করেন, তাহাই সচ্চরিত্র। রাজা আদর করায় উক্ত সকল বস্তুই লোকেরও প্রিয় হয়। ২১।

রাজা স্বয়ং বিদ্বান্ হইলে বিদ্যাচর্চ্চার উৎসব অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। রাজা শূর হইলে রণরঙ্গের অভিরুচি বর্দ্ধিত হয়। রাজা মূঢ় হইলে প্রজারাও মূঢ় হয়। রাজা চঞ্চলস্বভাব হইলে প্রজারাও চঞ্চল হয় এবং রাজা ক্রূরস্বভাব হইলে প্রজারাও নৃশংস হয়। রাজা যাহা যাহা করেন, সমস্ত প্রজাই তাহা করিয়া থাকে। ২২।

সজ্জনরূপ পুষ্পের বিকাশক, বসন্তসদৃশ, সুরসিক ও বিদ্বান্ রাজা প্রজাগণের বহু পুণ্যে হইয়া থাকে। ২৩।

সচ্চরিত প্রজাগণ, বুদ্ধিমান্ অমাত্য এবং সত্যপরায়ণ ও বিদ্বান্ রাজা, এ সকলই শুভ সময়ের প্রত্যক্ষ লক্ষণ। ২৪।

হে রাজন্! বিদ্যার স্বয়ম্বরে যে বিবাহোৎসব হয়, তাহাতে বুদ্ধিমান্ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি কাব্যার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া পদে পদে নৃত্য করে এবং সুভাষিতগুলি ভব্য জনের কর্ণাভরণস্বরূপ হয়। বিদ্যাও একটি মহিমময় সারস্বত নিধি বলিয়া গণ্য, কিন্তু এ নিধিতে স্বর্ণাদি মুদ্রা থাকে না। ২৫।

পণ্ডিতগণের গুণ সমুচিত রাজসম্মান দ্বারা বিরাজিত হইলে বনবাসী ব্যাধেরাও সুভাষিত-লাভে অভিলাষী হয়। ২৬।

আপনার রাজ্যের এক সীমায় ক্রূরক নামে একটি বনবাসী ব্যাধ আছে। তাহার নিকট সর্ব্বদাই নূতন সুভাষিত পাওয়া যায়। ২৭।

ঐ ব্যাধ সিংহের নখরাঘাতে বিদীর্ণ গজকুম্ভের মুক্তা দিয়া সততই কবিগণ হইতে সুভাষিত গ্রহণ করে। ২৮।

রাজা অমাত্যের এই কথা শুনিয়া সভাস্থ জনগণকে বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে আগমন পূর্ব্বক গুপ্তভাবে সাধারণ জনের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া এবং একটি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল তারকারাশিসদৃশ হার গ্রহণ করিয়া সুভাষিত সংগ্রহের জন্য একাকী বনান্তে গমন করিলেন। ২৯-৩০।

তিনি তথায় মন্দ বায়ুর আন্দোলনে পুষ্পবর্ষী ও ফলভরে অবনত বৃক্ষগণ হইতে যেন আতিথ্য প্রাপ্ত হইলেন এবং যত্নপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতে করিতে গিরিতটে মৃগয়াসক্ত ব্যাধকে দেখিতে পাইলেন। ৩১।

ঐ ব্যাধ বামহস্ত দ্বারা করিণীগণের সুখনিদ্রার বিরোধী এবং হরিণীগণের বৈধব্যসম্পাদনে তৎপর ও নিজ চিত্তসদৃশ ক্রূরতর বক্রাকৃতি ধনুঃ ধারণ পূর্ব্বক বন্য জন্তুর বধ-বিষয়ে নিপুণ দক্ষিণ হস্তদ্বারা হস্তিবর্গের বিনাশকারী একটি বাণ ধারণ করিয়াছিল। সে অনিলা-

ঘাতে কম্পিতাগ্র ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উত্তরীয় করায় বোধ হইল, যেন ভয়বিহ্বল মৃগীগণের লোচন-সকল তাহাদের পতির জীবন ভিক্ষা করিবার জন্য তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। ৩২-৩৪।

প্রজাগণের পূজনীয় রাজা ঐ ব্যাধকে গুরুবৎ প্রণাম করিয়া এবং পূজ্য জনোচিত পূজা করিয়া শোণবর্ণ অধরকান্তি-সম্বলিত দন্তকান্তি বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন। ৩৫।

আমি শুনিয়াছি যে, আপনি সতত সুভাষিত-সংগ্রহে প্রযত্ন করেন। অতএব জনগণের সৎপথোপদেশের জন্য কিছু উজ্জ্বল ও নূতন সুভাষিত রত্ন আমায় প্রদান করুন। ৩৬।

চন্দ্রাপেক্ষা অধিক লাবণ্যময় ও তিমিররাশির নাশক এবং লক্ষ্মীর বিলাস-হাস্যসদৃশ এই হারটি আমি মূল্যস্বরূপ আপনাকে দিতেছি। ৩৭।

পৃথিবীন্দ্র এই কথা বলিয়া দিগ্ব্যাপ্তকিরণ সেই হারটি তাহাকে দেখাইলেন। স্বপ্নেও দুষ্প্রাপ্য সেই হারটি দেখিয়া লুব্ধক তখন ভাবিতে লাগিল। ৩৮।

এই নির্ব্বোধ ব্যক্তি অদেয় এই হারটি এখন দিলেও পরে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিবে। ইহাকে পরলোকে না পাঠাইতে পারিলে এই হারটি কিরূপে আমার নিজস্ব হইবে? ৩৯।

ব্যাধ ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিল,—হে সাধো! আমি তোমাকে সুভাষিত দিব; কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যদি তুমি সুভাষিত লাভ করিয়া অবিলম্বে এই গিরিশৃঙ্গ হইতে নিজ দেহ ক্ষেপণ কর, তাহা হইলে দিতে পারি। ৪০।

রাজা ব্যাধের ক্রূরজনোচিত এইরূপ কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—অহো! ইহার কুসংস্কারবশতঃ নিষিদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠানে আগ্রহ হইতেছে। ৪১।

কুটিলাশয় জনগণ দূর হইতে গুণী বলিয়া বিখ্যাত হইলেও প্রত্যক্ষে দুষ্কৃতকারীই লক্ষিত হয়। ইহাদিগের বিষয়ে লোকপ্রবাদ এক প্রকার এবং চরিত্র প্রবাদ হইতে ভিন্ন প্রকার হয়। ৪২।

বনবাসীর এরূপ ক্ষুদ্রতা অতি বিচিত্র। প্রাণিহিংসাপরায়ণ ব্যাধের পক্ষে গুণবান্ হওয়া অসম্ভব। সুভাষিত-চর্চ্চাকারীর এরূপ নিষ্কৃপ ভাব অত্যন্ত আশ্চর্য্য। অহো! ইহার আচরণ কি মোহ-মুগ্ধ! ৪৩।

লুব্ধপ্রকৃতি ব্যাধের কথা আর কি বলিব? ইহারা বনবাসী বলিয়া শান্তস্বভাব বোধ হয় এবং সম্মুখে বেশ মধুরস্বরে গান করে, কিন্তু ইহাদের গুণসংগ্রহও অন্যের প্রাণনাশক হয়। ৪৪।

খল জন বিদ্যা উপার্জ্জনে যত্নবান্ হইলেও প্রখর স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না। সর্পগণ ফণামণির আলোক ধারণ করিলেও ক্রোধময় অন্ধকার ত্যাগ করিতে পারে না। ৪৫।

নীচগণ শাস্ত্রোপদেশে মার্জ্জিত হইলেও প্রসন্নতা লাভ করে না। লশুন কর্পূরমধ্যে স্থাপিত হইলেও নিজ দুর্গন্ধ ত্যাগ করে না। ৪৬।

সদ্গুণার্থী রাজা বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া নূতন উপদেশ-বাক্য শ্রবণ মানসে বলিলেন,—তুমি সুভাষিত প্রদান কর, আমি পর্ব্বত-শিখর হইতে নিজ দেহ বিক্ষেপ করিব। ৪৭।

অকার্য্যাসক্ত ব্যাধ সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজার এই কথা শুনিয়া সেই কান্তিময় হারটি গ্রহণ পূর্ব্বক "গ্রহণ কর", এই কথা বলিয়া সুভাষিত বলিতে আরম্ভ করিল। ৪৮।

নিজ সুখময় আশ্রমের তীব্র তাপজনক পাপকে স্পর্শ করিবে না। কুশলের আশ্রয় পুণ্যরূপ পদ্মে আশ্রয় করিবে। বিনশ্বর বিষয়াস্বাদে লুব্ধ মনকে বীতস্পৃহ ও অনন্ত সন্তোষে তৃপ্ত করিবে। ৪৯।

ভগবান্ সুগতের এই আজ্ঞাবাক্য শান্তিরাজ্যের সিংহাসনস্বরূপ, মনুষ্যগণের বিপদ্‌নাশক, সমস্ত কুশলের আশ্রয়, কামনা-নিরোধক, সংসার-বিকারের বিনাশক, মনোদর্পণের নৈর্ম্মল্যকারক এবং পুণ্য-সঞ্চয়ের উপায়স্বরূপ। ৫০।

তত্বজ্ঞ রাজা ব্যাধ হইতে এইরূপ সুভাষিত লাভ করিয়া এবং তাহার বিমল ও আত্মসংশোধক অর্থ হৃদয়ে ধারণ করিয়া উন্নত পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক নিজ দেহ নিক্ষেপ করিলেন। পুণ্যশীল জনের সত্যই অত্যন্ত প্রিয়, বিনশ্বর দেহ প্রিয় নহে। ৫১।

রাজা জগজ্জনের উদ্ধারের জন্য প্রণিধান করিয়া যখন শৈল-শিখর হইতে নিপতিত হইলেন, তখন ঐ গিরিবর্ত্তী বিজয় নামক যক্ষ তাঁহাকে ধারণ করায় তিনি অক্ষতদেহে ভূমিতলে পতিত হইলেন। ৫২।

তাঁহার প্রভাব-দর্শনে বিস্ময়বশতঃ লোকত্রয় চমৎকৃত হইল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ তাঁহার চরিত্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে রাজা ক্রমে নিজ রাজ-ধানীতে উপস্থিত হইলেন। ৫৩।

অতঃপর সকলের হিতকারী রাজা ঐ সুভাষিত দ্বারা অশেষ জনের মনকে ভবনিবারক ও ধর্ম্মময় সৎকর্ম্মে প্রণিহিত করিলেন। ৫৪।

ইত্যবসরে ঐ লুব্ধক হার বিক্রয়ের জন্য বিপণিমার্গে গিয়া রাজ-পুরুষ কর্ত্তৃক চৌর বলিয়া ধৃত হইয়া কম্পিতদেহে রাজসভায় আনীত হইল। ৫৫।

রাজা দূর হইতেই সেই উজ্জ্বল হারধারী ও নিজ প্রাণনাশের চেষ্টাকারী ব্যাধকে দেখিয়া "ইনি আমার আচার্য্য ও শান্তিগুণময় সুভাষিতের উপদেষ্টা, অতএব পূজার্হ", এই বিবেচনা করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক বহু সম্মান করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিলেন। ৫৬।

আমিই সেই সম্যক্ বোধিসম্পন্ন ও সত্যপরায়ণ সুভাষিত-গবেষী ছিলাম। ইন্দ্র ভগবৎকথিত তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হর্ষবশে সহস্র লোচন উল্লসিত করায় পদ্মাকরের শোভা ধারণ করিলেন। ৫৭।

সুভাষিত-গবেষী অবদান নামক ত্রিপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশত্তম পল্লব।

সন্তোষধাবদান।

শ্লাঘ্যঃ শশাঙ্করুচিরঃ পৃথুকীর্ত্তিভাজাং

শঙ্খঃ শিখামণিরখিন্নপরোপকারঃ।

যঃ সাধুশব্দবমতিগতজীবিতোঽপি

লোকস্য মঙ্গলনিধিঃ কুশলং করোতি ॥১॥

মঙ্গলনিধি সাধুশব্দবাচ্য জন গতজীবিত হইলেও লোকের মঙ্গল করিয়া থাকেন। এরূপ সাধু জন চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদজনক, শঙ্খের ন্যায় মঙ্গলময়, শিখামণির ন্যায় মস্তকে ধারণযোগ্য ও বিপুলকীর্ত্তি জন-গণের মধ্যে প্রশংসনীয়। ঈদৃশ ব্যক্তি পরোপকার করিতে খেদ বোধ করেন না। ১।

ভগবান্ পুষ্পিলানাম্নী নিশাচরীকে বিনয় শিক্ষা দিয়া যেখানে হরিণগণ সিংহসমীপে নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করে, সেই বনে বিচরণকালে হাস্য করায় তদীয় অনুগামী ইন্দ্র হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন। ২-৩।

পুরাকালে যখন লোকের দ্বিসপ্ততি সহস্র বৎসর পরমায়ু ছিল, তখন স্বর্গাপেক্ষা অধিক উৎসবপূর্ণ মহেন্দ্রবতী নামে এক নগরী ছিল। ৪।

ঐ নগরীতে মহেন্দ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। ইহাঁর কীর্ত্তি-রূপ কর্পূরবর্ত্তী দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আলোকিত হইয়াছিল। ৫।

ইনি সদ্বৈদ্যের ন্যায় রিপুগণের দর্পজ্বর হরণ করিতেন, দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের কষ্ট দূর করিতেন এবং সকলের ধনতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া সমস্ত প্রজাকে সুস্থ করিতেন। ৬।

সর্ব্বৌষধ নামে ইহাঁর এক পুত্র ছিল। ইনি সকল প্রাণীর হিত-সাধনে সতত উদ্যত ছিলেন। মহেন্দ্রসেনের পুণ্যরাশিই যেন পুত্রা-কারে উৎপন্ন হইয়াছিল, এইরূপ বোধ হইত। ৭।

এই সর্ব্বৌষধই ভদ্রকল্প নামক কল্পের বোধিসত্ত্ব ছিলেন। ইনি সত্ত্বগুণে ভূষিত ছিলেন এবং করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা ও মৈত্রীর পরম প্রিয় ছিলেন। ৮।

নানা নগর, গ্রাম ও বনান্ত হইতে এবং দিগন্ত ও দ্বীপান্তর হইতে রোগিগণ আসিয়া ইহাঁর স্পর্শমাত্রে নীরোগ হইত। ৯।

যাঁহার দেহ সতত প্রচুররূপে পরোপকার করে, এরূপ অনির্ব্বচনীয় সুজনই এই সংসাররূপ কাননমধ্যে চন্দনতরু বলিয়া গণ্য হন। ১০।

সাধুসমাগম যেরূপ দুর্জ্জন কর্ত্তৃক দুঃখপ্রাপ্ত জনের সুখ সম্পাদন করে, তদ্রূপ ইনি দুঃসাধ্য ব্যাধিপীড়িত জনের সহসা স্বাস্থ্য বিধান করিতেন। ১১।

ইহাঁর শরীরস্পর্শে রোগ দূর হওয়ায় এবং ধনদান দ্বারা লোকের মনের কষ্ট দূর হওয়ায় ইহাঁর রাজ্যমধ্যে কেহই পীড়িত বা যাচক ছিল না। ১২।

তৎপরে লোকের পুণ্যক্ষয় হওয়ায় সর্ব্বাশ্চর্য্যনাশক কাল কর্ত্তৃক ইনি নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ১৩।

চন্দ্রের সৌন্দর্য্য কয়েক দিন মাত্র জন-নয়ন আস্বাদন করিতে পায়। সুগন্ধি ও সুরূপ কুসুমগণের শোভাও ক্ষণকালস্থায়ী। কালের ইচ্ছা অকালে প্রিয় জনের বিচ্ছেদ করিতে অত্যন্ত নিপুণ; ইহা কাহার কিরূপ মনোদুঃখের বিধান না করে? ১৪।

লোকে বিপুল পুণ্যরূপ পণদ্বারা যাহা কিছু সুন্দর, সুখকর ও কষ্ট-নাশক বস্তু লাভ করে, তৎসমুদয়ই কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। মূঢ় জনগণ ইহা দেখিয়াও কখনই বিবেক-লেশ স্পর্শ করে না। ১৫।

অতঃপর সর্ব্বৌষধের যশ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে জনগণ তাঁহার বিরহ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া রোগভয়ে নিজ দুঃখ-কথাই ভাবিতে লাগিল। ১৬।

তৎপরে লক্ষণজ্ঞ মন্ত্রিগণ লোকহিতার্থে কুমারের দেহ সুরক্ষিত করিয়া বনপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন। ১৭।

ফুল্ল লতা-মণ্ডিত ও রমণীয় পুষ্করিণী-শোভিত সেই স্থানে কুমারের দেহ তদীয় পুণ্যের ন্যায় অপর্য্যুষিতই রহিল। ১৮।

রোগিগণ তথায়ও নানা দিগ্‌দিগন্ত হইতে আসিয়া ঐ দেহ স্পর্শ-মাত্রে সহসা নীরোগ হইত। ১৯।

ঐ দেহস্পৃষ্ট বায়ুদ্বারা চালিত পদ্মগণের মধু পুষ্করিণী-জলে পতিত হইয়া ভাসিয়া থাকিত। লোকে ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইত। ক্রমে মর্ত্ত্যগণ অমৃতপায়ীর ন্যায় অমর হইয়া উঠিল। ২০।

আমিই পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বৌষধ নামক রাজকুমার ছিলাম। সর্ব্বৌষধের নাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বব্যাধি দূর হয়। ২১।

যে ব্যক্তি সুধাসদৃশ আমার এই কথা স্মরণ করিবে, তাহার আধি ও ব্যাধিজনিত সকল দুঃখ প্রশান্ত হইবে। ২২।

কালক্রমে এই দেশে অশোক নামে এক রাজা উৎপন্ন হইবেন। তিনি লোকহিতার্থে একটি চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। ২৩।

দেবরাজ ইন্দ্র একমনে ভগবৎকথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষো-দয়বশতঃ বিকসিত বদনকান্তি দ্বারা শোভিত হইলেন। ২৪।

সর্ব্বৌষধাবদান নামক চতুঃপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পল্লব।

সর্ব্বন্দদাবদান।

চিন্তামণিঃ কিল বিচিন্তিতবস্তুদাতা
কল্পদ্রুমস্য পরিকল্পিতমেব সূতে।
তস্য স্তুতৌ সমুচিতানি পদানি কানি
দেহপ্রদানসময়ে স্বয়মুদ্যতো যঃ ॥১॥

চিন্তামণি চিন্তিত বস্তুই দান করেন এবং কল্পবৃক্ষ মনঃকল্পিত বস্তুই উৎপাদন করেন; কিন্তু যিনি নিজ দেহদানসময়ে স্বয়ং উদ্যত হন, তাঁহার প্রশংসা করিবার যোগ্য কয়টি কথা আছে? ১।

ভগবান্ ঘাট ও উপঘাটক নামক যক্ষদ্বয়কে বিনয় শিক্ষা দিয়া কেশিনী-কানন হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্য বনে গমন করিলেন। ২।

তথায় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় ভগবান্ হাস্য করিলেন; তদ্দর্শনে ইন্দ্র হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিতে লাগিলেন। ৩।

পুরাকালে গগনস্পর্শী মণিময় প্রাসাদশোভিত ও সর্ব্বসম্পদের আশ্রয় সর্ব্বাবতী নামে এক নগরী ছিল। ৪।

তথায় চন্দ্রসদৃশ নির্ম্মলকান্তি সর্ব্বন্দদ নামে এক রাজা ছিলেন। ইহাঁর কীর্ত্তি-জ্যোৎস্না দিবারাত্রি সমভাবে ত্রিভুবন আলোকিত করিত।৫।

ইনি নিজ বিপুল পুণ্যবলে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও বিনীত ছিলেন এবং অত্যন্ত সৌম্যাকৃতি ছিলেন। ইহাঁর দানজনিত প্রশংসা-বাদ কুঞ্জররাজের বিজয়-ঘোষণার ডিণ্ডিমের ন্যায় সতত ঘোষিত হইত। ৬।

পৃথিবীন্দ্র সর্ব্বন্দদ একদা প্রজাকার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য বহির্ব্বাটীর অঙ্গনে আসন পরিগ্রহ করিলেন। ৭।

তথায় তিনি বহু সামন্তগণের মুকুট-মণিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়া প্রজাকার্য্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন।৮।

ইহাঁর সম্মুখবর্ত্তী প্রণত অর্থিগণ চন্দ্রকান্তমণিময় পাদপীঠে প্রতিবিম্বিত হইয়া চিন্তাজনিত সন্তাপ পরিত্যাগ করিল। ৯।

ইত্যবসরে দগ্ধপক্ষের ন্যায় গতিহীন একটি পারাবত কোথা হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া রাজার উরুমূলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ১০।

রাজা সহসা ভীত, উদ্‌ভ্রান্তনয়ন ও সঙ্কুচিতাঙ্গ পারাবতটিকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন। ১১।

তিনি কোথা হইতে ইহার ভয় উপস্থিত হইল, ইহা দেখিবার জন্য লক্ষ্মীর ক্রীড়াপদ্মের ন্যায় মনোরম নয়নদ্বারা চতুর্দ্দিক্‌ বিলোকন করিতে লাগিলেন। ১২।

এই সময়ে ইন্দ্র ইহাঁর সত্ত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য মায়া দ্বারা ব্যাধবেশ ধারণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন। ১৩।

হে রাজন্‌! বহু অন্বেষণের পর আমার ভক্ষণীয় এই পারাবতটি পাইয়াছি, আপনি ইহাকে ত্যাগ করুন। ইহাই আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। এ বৃত্তি কেহই নিবারণ করিতে পারে না এবং ইহা আমাদের অযাচিত বৃত্তি। ১৪।

হে পৃথিবীশ্বর! আমি এই স্বভাবসিদ্ধ ভোজন ত্যাগ করিলে বাঁচিব না। ভোজন না করিলে কাহারই প্রাণ থাকে না। ১৫।

এখন ভোজনাভাবে আমি জীবন ত্যাগ করিলে সপুত্রা মদীয় গৃহিণীও আশাভঙ্গ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিবে। ১৬।

এক জনকে রক্ষা করিবার জন্য যে ব্যক্তি বহু জনের প্রাণনাশ করে এবং যেখানে ইহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয়, সেখানে অধর্ম্ম কিরূপ, জানি না। ১৭।

পারাবতের প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার প্রতি বিদ্বেষ করা আপনার উচিত নহে। আপনার ন্যায় ব্যক্তি এরূপ পক্ষপাতে প্রবৃত্ত হন না। ১৮।

এও যেরূপ, আমিও তদ্রূপ; আমাদের উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। সজ্জনগণ সর্ব্বপ্রাণীতে সমদর্শী হন। একজনে কৃপা করেন না। ১৯।

ব্যাধ এই কথা বলিলে রাজা লুক্কায়িত পারাবতটিকে হস্তদ্বারা প্রচ্ছাদিত করিয়া কঙ্কণ-ঝনৎকার শব্দে যেন বলিলেন যে, তোমার ভয় নাই। ২০।

তৎপরে সর্ব্বপ্রাণীর দুঃখনাশে বদ্ধপরিকর রাজা মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ব্যাধকে বলিলেন। ২১।

ক্ষণকালের তৃপ্তির জন্য কঠোর প্রাণিহিংসা করিও না। প্রাণিগণের সকলেরই প্রাণের প্রতি মমতা ও দুঃখানুভব সমান। ২২।

পরের প্রাণনাশের দ্বারা তোমাদের যে জীবিকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই মঙ্গল। হিংসাবৃত্তি পাপ ও সন্তাপের কারণ হয়। ২৩।

এখনই আমার জন্য প্রস্তুত খাদ্য হইতে যাহা কিছু তোমার ইচ্ছানুরূপ হয়, তাহা গ্রহণ কর। ২৪।

ব্যাধ রাজার এই কথা শুনিয়া বিশুষ্কবদন হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক উত্তম খাদ্য-গ্রহণে অসম্মত হইয়া বলিল। ২৫।

আমরা বনবাসী, রাজভোগ আস্বাদনে অনভিজ্ঞ। মৃগগণ তৃণ খাইতেই অভ্যস্ত হয়, মোদকাগারে উহাদের তৃপ্তি হয় না। ২৬।

উষ্ট্র শস্যশ্যামল ক্ষেত্রে থাকিলে তথায় মরুভূমিজাত পত্রহীন কণ্টক-লতা না পাওয়ায় অত্যধিক মনঃকষ্টে কৃশ হইয়া যায়। কাক সুপক্ক আম্রফল বিষজ্ঞানে কখনও খায় না। স্বভাব-ভেদে সকলেরই অভ্যস্ত বস্তুই সুখদ হয়। ২৭।

অদ্য রাজভোগ খাইয়া কল্য আবার কি খাইব ? যে বস্তু অন্য দিনেও দুর্ল্লভ হয় না, সেই বস্তু খাওয়াই সুখকর হয়। ২৮।

যাহারা উৎকৃষ্ট রসপ্রচুর দ্রব্য আহার করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহারা বিরস বস্তু আহার করে না। যে জন বহু পরিজনে বেষ্টিত থাকে, সে একাকী থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি রথে আরোহণ করিয়া গমন করে, তাহার হাঁটিয়া যাইতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। লব্ধ বস্তু বিনষ্ট হইলে বিষম ক্লেশকর হয়। ২৯।

হে রাজন্! আপনার কৃপাদৃষ্টিপ্রাপ্ত জনগণের পক্ষে রাজ-ভোগ দুর্ল্লভ হয় না, কিন্তু আমি জন্মাবধি ইহা কখনও ভালবাসি না। ৩০।

মৃগয়াহৃত মাংসই আমাদের জীবন রক্ষা করে। অতএব আপনি পারাবতের দ্বিগুণ পরিমাণ নিজ দেহ-মাংস কাটিয়া দিউন। ৩১।

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তায় বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আনন্দে উৎফুল্লনয়ন হইয়া ব্যাধকে বলিলেন। ৩২।

আমি পক্ষীটির ও তোমার উভয়েরই প্রাণরক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছিলাম। তুমি বুদ্ধিমান্, আমাকে উৎকৃষ্ট উপায় উপদেশ দিয়াছ। ৩৩।

আমি উভয়ের প্রাণরক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিলাম। তুমি মিত্রের ন্যায় আমার মন সুস্থির করিয়াছ। ৩৪।

তোমার দৃষ্টিপাশে বদ্ধ এই পক্ষীটিকে ত্যাগ কর। সংপ্রতি আমার মাংস দ্বারা জীবনধারণ কর। ৩৫।

সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা করুণাবশতঃ এই কথা বলিলে অমাত্যগণ বিষদিগ্ধ শরদ্বারা যেন আহত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ৩৬।

তিনি অমাত্যগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন যে, দান করিবার সময় কেহ কোন কথা কহিলে তিনি দেহত্যাগ করিবেন। ৩৭।

অতঃপর রাজা বলিলেন যে, যে ব্যক্তি আমার মাংস কর্ত্তন করিয়া ওজন করিয়া দিবে, তাহাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হউক। ৩৮।

তৎপরে হিরণ্যবর্ষী রাজা বহু লোককে আহ্বান করিলেন, কিন্তু সকলেই এই কুকর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক না হওয়ায় কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া চলিয়া গেল। ৩৯।

পরে কপিলপিঙ্গল নামক একজন ক্রূরবুদ্ধি লোক সুবর্ণ গ্রহণ করিয়া এই ক্রূরকার্য্যে বদ্ধপরিকর হইল। ৪০।

দুরাত্মগণ ক্রকচের ন্যায় সরল বৃক্ষসদৃশ সরলপ্রকৃতি জনের ছেদন করিতে নিপুণ হয় এবং স্বভাবতই বক্রস্বভাব হয়; ইহারা ক্রূরতানিবন্ধন সকল কার্য্যই করিতে পারে। ৪১।

যাহা অস্ত্রদ্বারা ছেদন করা যায় না, তাহা খল জন বিদলিত করিতে পারে। যে কথা উপহাসচ্ছলেও বলা যায় না, খল জন তাহা সহসা সম্পাদন করে। যাহা অসাধ্য কার্য্য, তাহাও খল জন মনে মনে কল্পনা করে। খল জন নিজ চরিত্রদ্বারা সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়া থাকে। ৪২।

পরে সেই ক্রূরবুদ্ধি কপিলপিঙ্গল পারাবতটি তুলাদণ্ডে আরোপিত করিয়া রাজার দক্ষিণ উরু হইতে তত্তুল্য মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাদণ্ডে নিহিত করিল।৪৩।

তখন পৃথিবী রাজার প্রথম রুধির-বিন্দুপাতে যেন বিহ্বলা হইয়া বহুক্ষণ বিঘূর্ণমানা হইলেন। ৪৪।

অতঃপর পারাবতটি গুরু হওয়ায় এবং মাংস লঘু হওয়ায় রাজা আরও মাংস কাটিয়া দিতে বলিলেন। ৪৫।

উরু ও ভুজদ্বয়ের সমস্ত মাংস কাটিয়া দিয়াও পারাবতের তুল্য না হওয়ায় রাজা স্বয়ং ত্রিভুবনের সংশয়-তুলাস্বরূপ সেই তুলায় আরোহণ করিলেন। ৪৬।

স্নায়ুমাত্রাবশিষ্ট রাজা স্বয়ং তুলাদণ্ডে আরোহণ করিলে তাঁহার দানজনিত আগ্রহে যেন উদ্বিগ্ন হইয়া তদীয় কীর্ত্তি দিগন্তরে গমন করিল। ৪৭।

সেই সময়ে রাজার অক্ষীণ ধৈর্য্য দেখিয়া দেবাঙ্গনাগণ বিস্ময়-সহকারে নিজ কেশ-মাল্য হইতে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তদীয় চরিতের পূজা করিবার জন্য আদরবর্তী হইলেন। ৪৮।

রাজা তুলারূঢ় হইয়াও নির্ব্বিকার অবস্থায় আছেন দেখিয়া ঐ ক্রূরকর্ম্মা পুরুষ সভয়ে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল। ৪৯।

এই দেহ-দানের জন্য আপনি কি অভিলাষ করিয়াছেন, জানি না। প্রাণিগণ দেহের জন্যই সকল প্রকার লাভের কার্য্য করে। ৫০।

দেহত্যাগ জন্য আপনার চিত্ত দুঃখিত হইয়াছে কি না, সত্য বলুন। সে এই কথা বলিলে রাজা হাস্যসহকারে তাহাকে বলিলেন। ৫১।

ইহলোকে আমার কিছুই লাভেচ্ছা নাই, তবে সর্ব্বপ্রাণীর হিতার্থে অনুত্তরা সম্যক্ সংবোধির নিকট আমি প্রার্থনা করিতেছি। ৫২।

যদি আমার চিত্তে কোনরূপ দুঃখ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সত্যবলে আমার দেহ অক্ষত ও প্রকৃতিস্থ হউক। ৫৩।

সত্যশীল রাজা এই কথা বলিবামাত্র তাঁহার দেহ ক্ষতহীন হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোজ্ঞ হইল। ৫৪।

তৎপরে পারাবত চলিয়া গেলে এবং লুব্ধকাকৃতি ইন্দ্রও অদর্শন হইলে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। রাজাও উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশবান্ হইলেন। ৫৫।

আমিই পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বন্দদ নামক রাজা ছিলাম এবং দেবদত্ত ঐ পিশঙ্গপুরুষ ছিল। সেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায় আমি হাস্য করিয়াছি। দেবরাজ ভগবানের এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। ৫৬।

সর্ব্বন্দদাবদান নামক পঞ্চপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পল্লব

গোপালনাগ-দমনাবদান।

सन्दर्शनेन येषां द्वेषविषोष्मा प्रशान्तिमुपयाति ।

अमृतरसशीतलास्ते कस्य न सुजनेन्दवो वन्द्याः ॥१॥

যাঁহাদের দর্শনমাত্রে বিদ্বেষ-বিষের উত্তাপ প্রশান্ত হয়, এরূপ অমৃতরসতুল্য শীতল চন্দ্রসদৃশ সুজনগণ কাহার বন্দনীয় নহেন? ১।

ভগবান্ বুদ্ধ ধারামুখ নামক যক্ষের নিবাসস্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে হিঙ্গুমর্দ্দন নামক নগরে গিয়াছেন। ২।

তথায় রাজা ব্রহ্মদত্তকর্ত্তৃক বিনয়সহকারে পূজিত হইয়া, তদীয় সভায় কিছুক্ষণ ধর্ম্মদেশনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে ধন্য করিলেন। ৩।

তখন পুরবাসী জনগণ তথায় আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর সকল আপদের নিবারক ভগবানের নিকট বিজ্ঞাপন করিল। ৪।

হে ভগবন্! এই নগরের প্রান্তে একটি পাষাণ-পর্ব্বত আছে, তথায় গোপালক নামে একটি দুঃসহ ক্রূর সর্প বাস করে। ৫।

ঐ সর্প পশুগণ, মনুষ্যগণ ও শস্যসকলের পক্ষে মহাবজ্রস্বরূপ। প্রস্তুত দ্রব্যের বিনাশ করিবার জন্য কে ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, জানি না। ৬।

আপনি অদান্ত জনের দমনকারী এবং অশান্ত জনের প্রশমবিধাতা। এই উপদ্রব নিবারণের জন্য আমরা আপনার দয়ার শরণাগত হইলাম। ৭।

পুরবাসিগণ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে করুণানিধি ভগবান্ সভামধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া পাষাণ-পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৮।

তিনি ঐ পর্ব্বতের উচ্চাবচ তটদেশে সেই ভীষণকায় সর্পের আবাস দেখিতে পাইলেন। উহার নিশ্বাস-বিষে সে স্থানের জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৯।

নিষ্কাশিত খড়্গের ন্যায় ভীষণ তরঙ্গাকুল সেই জলাশয়ের তীরে ভগবান্ বুদ্ধ পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ১০।

তিনি প্রসন্নদৃষ্টিরূপ সুধাবর্ষী স্নিগ্ধ চক্ষুদ্বারা তথাকার বিষময় জল তৎক্ষণাৎ নির্বিষবৎ করিলেন। ১১।

সুবর্ণসদৃশকান্তি ভগবান্ নীলবর্ণ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া মরকতবৎ এবং নীলাকাশে প্রবিষ্ট সূর্য্যের ন্যায় শোভিত হইলেন। ১২।

ভগবানের কান্তিদ্বারা তথাকার অন্ধকার অপসৃত হইল। তাহা তখন ভয়বিহ্বল ও পলায়মান সর্পগণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।১৩।

নাগরাজ ভগবান্‌কে দেখিয়া ক্রোধে রক্তনয়ন হইল এবং সহসা আকাশে প্রবেশপূর্ব্বক জগৎ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ১৪।

সর্পের ক্রোধাগ্নির ধূমরাশিসদৃশ মেঘমণ্ডলে সর্পের জিহ্বাসদৃশ বিদ্যুৎ দেখিয়া চতুর্দ্দিক্ ভয়ে বিহ্বল হইল। ১৫।

প্রলয়ারম্ভ-কালের সূচক ঐ সকল বৃহৎ মেঘের গর্জ্জনশব্দে পর্ব্বতের হৃদয়সদৃশ গুহা-গৃহসকল বিদীর্ণ হইয়া গেল। ১৬।

তৎপরে অত্যধিক শিলাবৃষ্টি হওয়ায় বৃক্ষসকল পিষ্টপ্রায় হইল এবং পর্ব্বতের শিলাখণ্ডসকল চূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে জনগণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। ১৭।

দুষ্ট সর্পকর্ত্তৃক সম্পাদিত সেই মহাবৃষ্টি ভগবানের দৃষ্টিপাত দ্বারা মন্দবায়ু-সঞ্চালিত কুসুম-বৃষ্টির ন্যায় হইয়া গেল। ১৮।

বনদেবতাগণ তথায় উপপ্লব-বর্জ্জিত বিশদ আভা এবং ভ্রমর-গুঞ্জন দ্বারা রমণীয় প্রস্ফুটিত কুসুম-সকল দেখিয়া হর্ষকান্তিদ্বারা হারকান্তির আচ্ছাদন করিয়া সেই ক্রূর সর্পকে বলিলেন। ১৯।

হে কালমেঘ! বিকৃতভাব পরিত্যাগ কর। এই সুমেরুপর্ব্বত নিশ্চলভাবেই আছেন। তোমাদের ন্যায় বহু সর্প প্রলয়কালীন বায়ুর আঘাতে তাড়িত হইয়া এই সুমেরুপর্ব্বতের নিতম্বদেশস্থ গুহামধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। ২০।

তৎপরে সর্প তখনই গর্ব্বহীন হইয়া বিকৃতিভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিল। ২১।

করুণানিধি ভগবান্ শরণাগত ঐ সর্পকে শিক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক ভবিষ্যতে কুশলের জন্য অনুগ্রহ করিলেন। ২২।

সর্প নিজ মস্তক ভগবানের চরণপ্রান্তে নত করিয়া প্রণয়সহকারে প্রার্থনা করায় ভগবান্ তদীয় ভবনে সতত সন্নিধান বিধান করিলেন। ২৩।

এই সময়ে ভগবান্ প্রসঙ্গক্রমে সমাগত বজ্রপাণি নামক যক্ষের শান্তিবিধানের জন্য অনুগ্রহ করিলেন। ২৪।

ভগবান্ জনগণের এইরূপ বিষম উপদ্রব নিবারণ করিলে দেবগণ সুললিত স্তবদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণের পাদপদ্মস্পর্শে পবিত্র বনদেশে বিহার করিতে লাগিলেন।২৫।

তথায় সস্মিত ভগবান্ দর্শনার্থে সমাগত দেবরাজ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া হাস্যের কারণ বলিলেন। ২৬।

পবিত্র ও নির্ম্মল নির্ঝর-জল-শোভিত ও পরস্পর বিদ্বেষহীন প্রাণিগণের বিচরণে মনোহর এবং ধার্ম্মিক মুনিগণের চিত্তশুদ্ধিকর এই সকল শান্তিনিকেতন তপোবনে পূর্ব্বে আমিই বহুবার বিহার করিয়াছি। ২৭।

হে ইন্দ্র! এই পবিত্র বনে হরিণ-শিশুগণ সিংহীর স্তনতলে ক্রীড়া করে। শ্রীমান্ ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি নামক সুগত, শান্তিপরায়ণ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপমুনি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রাণীর দুঃখনাশক মহাপুরুষগণ এই বনে অবস্থিতি করিতেন। ২৮।

ভগবান্ এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় পুণ্যপরিণামে তথায় সমাগত এবং ভগবানের শরণাগত এক লুব্ধকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান্ তাহার শিক্ষাপদযোগ্য শাস্তি বিধান করিলেন। ২৯।

কুশললুব্ধমনাঃ ভাগ্যবান্ লুব্ধক ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার আদেশক্রমে তদীয় নখ ও কেশ লইয়া তাহাদ্বারা মৃগাধিপ নামক একটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিল। ৩০।

গোপালনাগ-দমনাবদান নামক ষট্পঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশত্তম পল্লব।

স্তূপাবদান।

दिक्कान्ताश्रवणोत्तंसतुलारोपितसद्गुणाः ।
ते जयन्ति जगद्येषां यशः स्तूपैर्विराजते ॥१

যাঁহাদের যশঃ স্তূপ-নির্ম্মাণদ্বারা জগৎ শোভিত করিতেছে, তাঁহারাই জয়যুক্ত হন এবং তাঁহাদের সদ্গুণকথা দিগ্বধূগণ কর্ণভূষণের ন্যায় কর্ণে ধারণ করেন। ১।

ভগবান্ ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সেই স্থানে পূর্ব্ববুদ্ধকৃত স্তূপে নিজ স্তূপ সম্পাদন করাইলেন। ২।

দেবগণ শতসূর্য্যসদৃশ উজ্জ্বলকান্তি ঐ রত্নময় স্তূপটি নির্ম্মাণ করিলে জগজ্জনের মোহময় অন্ধকার দূরীভূত হইল। ৩।

ভগবান্ তথায় কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, নর, নাগ ও দেবগণের সমক্ষে ধর্ম্ম ও বিনয় উপদেশ দিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ৪।

দেবগণ পাষাণ-পর্ব্বতে চারিটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলে ভগবান্ পঞ্চম স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া পঞ্চস্তূপে সেই পর্ব্বত শোভিত করিলেন। ৫।

অতঃপর ভগবান্ বালোক্ষ নামক দেশে গমন করিয়া ও কুবের-তুল্য ধনবান্ সুপ্রবুদ্ধ নামক একজন বণিক্ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধর্ম্ম ও বিনয় উপদেশ দিলেন। তাহা দ্বারা অনুচরগণ সহ সুপ্রবুদ্ধের মোহ-নিদ্রা ক্ষয় হওয়ায় প্রবুদ্ধতা লাভ হইল। ৬-৭।

তিনি ভগবানের আজ্ঞায় নিজ পুণ্যের ন্যায় উন্নত ও রত্নসন্নিবেশে উজ্জ্বল বালোক্ষীয় নামক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। ৮।

অতঃপর ভগবান্ ক্রমে ডম্বরগ্রামে গিয়া ডম্বর নামক যক্ষকে শিক্ষাপদ প্রদানদ্বারা বিনয় শিক্ষা দিয়া চণ্ডালগ্রামে আগমন পূর্ব্বক

মল্লিকা নামে চণ্ডালীকে তদীয় সপ্ত পুত্রের সহিত বিনয়শিক্ষা প্রদান করিয়া বিনীত করিলেন। ৯-১০।

তাহারা কর্ম্মদোষে চণ্ডালকুলে উৎপন্ন হইয়া দূষিত ছিল। পরন্তু ভগবানের দর্শনে সূর্য্যালোকে পদ্মাকরের ন্যায় তাহারা বিমলতা প্রাপ্ত হইল। ১১।

কুবুদ্ধিহীন সাধু জন দীন জনের উদ্ধারের জন্য দূষিত, নিন্দিত এবং পাপ, তাপ ও বিপুল দুঃখে পীড়িত হীন জনের প্রতি অত্যধিক করুণা করিয়া থাকেন। ১২।

তৎপরে ভগবান্ অনুচরগণ সহ পাটলগ্রামে গমন করিয়া পোতল নামক গৃহস্থের জন্য ধর্ম্মযুক্ত সৎকথা বলিলেন। ১৩।

তিনি ভগবানের অনুগ্রহে শিক্ষাপদদ্বারা বিমলতা লাভ করিয়া তাঁহার কেশ ও নখদ্বারা একটি রত্নস্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। ১৪।

তথায় সন্দর্শনার্থে সমাগত ইন্দ্রকে ভগবান্ বলিলেন যে, এই দেশে মিলিন্দ্র নামক রাজা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিবেন। ১৫।

এইরূপে ভগবান্ স্থানে স্থানে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় সমস্ত লোক শোক, মোহ ও ভয়বর্জ্জিত হইল এবং নূতন নূতন নির্ম্মিত স্তূপোপরি শব্দায়মান মণিময় ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাগণের মনোহর শব্দে তৎকালে মেদিনী যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ১৬।

স্তূপাবদান নামক সপ্তপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

———o———

অষ্টপঞ্চাশত্তম পল্লব।

পুণ্যবলাবদান।

অনিন্দ্যা বন্দ্যাস্তে সকলকুশলোৎপত্তিবসুধা
সুধাং সিদ্ধামন্তর্দধতি কিল যে পূর্ণকরুণাঃ।
প্রসন্নৈরাপন্নব্যসনশমনালোকনরসৈঃ
কৃতারোগ্যাঃ পুংসাং ভবপরিভবক্ষোভভিষজঃ ॥ ১ ॥

যে সকল করুণাপূর্ণ জনগণ সর্ব্বপ্রকার কুশলের উৎপত্তিস্থানসদৃশ স্বতঃসিদ্ধ সুধা অন্তরে ধারণ করেন এবং প্রসন্ন দৃষ্টিপাতদ্বারা আপন্ন জনের দুঃখ নিবারণ পূর্ব্বক আরোগ্য বিধান করেন, এরূপ সংসার-পরাভবজনিত ক্ষোভরূপ রোগের প্রশমনকারী বৈদ্যগণই প্রশংসনীয় ও বন্দনীয় হন। ১।

পুষ্কলাবতী নামক নগরে ভগবান্ হাস্য করায় দেবরাজ ইন্দ্র হাস্য-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তদুত্তরে ভগবান বলিতে লাগিলেন। ২।

পুরাকালে পুণ্যবল নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার রাজ্যমধ্যে অশীতি সহস্র নগরী ছিল। ৩।

পুণ্যবতী নামে নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। এ নগরীতে বহুতর স্ফটিক-মণিময় গৃহ থাকায় সদাই চন্দ্রের জ্যোৎস্নাবৎ শোভিত হইত। ৪।

একদা রাজা নূতন উদ্যান দর্শন করিবার জন্য রথারোহণে যাইতে-ছেন, এমন সময় পথিমধ্যে পথ্যাভাবে ক্লিস্ট একটি আতুরকে দেখিতে পাইলেন। ৫।

চতুর্দ্দিক্পতি রাজা দীর্ঘ রোগে ক্লিস্ট ও অতিদরিদ্র সেই লোক-টিকে দেখিয়া করুণাবশতঃ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। ৬।

সূর্য্যকান্ত মণিতে যেরূপ সূর্য্যতাপ সত্তঃ প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ দর্পণবৎ স্বচ্ছ সজ্জনের হৃদয়ে পরদুঃখ সংক্রামিত হয়, এজন্য ইঁহারা সন্তপ্ত জনকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তাপ প্রাপ্ত হন। ৭।

এই রাজা সকল নগরে এবং রাজধানীর সমস্ত রাজপথে রোগি-গণের আহার, ঔষধ ও শয্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ভৈষজ্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ৮।

তৎপরে তিনি ঐ রোগীর শুশ্রূষার জন্য কয়েকটি সুনিপুণ পরিচারক নিযুক্ত করিলেন। সৎপরিচারকই ব্যাধি-চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। ৯।

করুণাবান্, সক্ষম, ধৈর্য্যবান্ ও চিকিৎসকের মতে কার্য্যকারী এবং রোগীর প্রতি স্নেহবশতঃ ঘৃণাবর্জ্জিত এরূপ পরিচারক অতি দুর্ল্লভ।১০।

তৎপরে রাজা নিযুক্ত পরিচারকগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা দিবারাত্রি রোগীর পরিচর্য্যা করিবে। ১১।

রাজপ্রাসাদসদৃশ গৃহমধ্যে রোগিগণের জন্য উৎকৃষ্ট শয্যা করা হইয়াছে এবং উহাদের জন্য রত্নসোপানযুক্ত ও পদ্ম-শোভিত জলাশয় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বৈদ্য ও ঔষধাদিরও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের স্বাস্থ্য লাভ করা তোমাদেরই আয়ত্ত বলিয়া আমি বিবেচনা করি। ১২-১৩।

পরিচারকগণ শিশিরোপচারদ্বারা রোগীর সন্তাপ দূর করে, সুখকর উষ্ণদ্বারা শীত নাশ করে, শীতল জল দিয়া তৃষ্ণা দূর করে এবং পুনঃ পুনঃ পরিমিত ও হিতকর আহার দানে ক্লান্তি দূর করে। রোগী অধৈর্য্য হইলে "তুমি সুস্থ হইয়াছ", এইরূপ প্রিয়বাক্য বলিয়া পরি-চারক তাহাকে শান্ত করে এবং ক্রীড়াদিদ্বারা রোগীর মনস্তুষ্টি করে। ইহজন্মে পরিচারকের কার্য্য করিলে পরজন্মে উৎকৃষ্ট বৈদ্য হওয়া যায়। ১৪।

অতএব তোমরা রোগপীড়িত ও সন্তপ্ত লোকদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রিয়বাক্য বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিবে। ১৫।

প্রসন্নহৃদয় ভগবান্ বুদ্ধই প্রশংসনীয় বৈদ্য এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেশই পরম ঔষধ। ইহা সংসাররূপ দীর্ঘ জ্বরে শোষিত জনগণের শান্তির জন্য পরম রসায়নস্বরূপ। ১৬।

ধনবর্ষী রাজার এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিচারকগণ রোগিগণের স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত যত্ন করিতে লাগিল। ১৭।

তৎপরে রাজার সেইরূপ মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া রোগিগণ রাজার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ হইল। প্রজাগণ ব্যাধিমুক্ত হইলে রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ১৮।

দেবরাজ ইন্দ্র দ্বিতীয় ইন্দ্রতুল্য রাজা পুণ্যবলের জন্য তাঁহার পুণ্যসদৃশ সমুজ্জ্বল একখানি রথ নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহাতে ষড়্দন্তশোভিত শুভ্র হস্তী যোজনা করিলেন। ১৯।

রাজার গমনপথে সুখস্পর্শ বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত, হেমময় ও রত্নময় পদ্মশোভিত এবং ভৃঙ্গাঙ্গনার গুন্‌গুন্ ধ্বনি-বিরাজিত দিব্য কমলিনী রচনা করিলেন। ঐ সকল রত্নময় পদ্মে অবস্থিত সুরনারীগণ নৃত্য-গীতাদিদ্বারা দূর হইতে সমাগত রাজার সেবা করিতে লাগিল। ২০-২১।

ইন্দ্র সত্ত্বসিন্ধু রাজা পুণ্যবলের সত্ত্বগুণ পরীক্ষা করিবার জন্য অন্ধরূপ ধারণ করিয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন। ২২।

হে রাজন্! আমি জন্মাবধি নয়নহীন, জগতের কিছুই আমি দেখি নাই। আপনি সর্ব্বপ্রাণীর পরিত্রাণে বদ্ধপরিকর, এই কথা শুনিয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি। ২৩।

এই সকল রোগিগণ আপনার প্রভাবে স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সুন্দরকান্তি হইয়া আপনার গুণানুবাদ করিয়া বিচরণ করিতেছে। ২৪।

হে দেব! আপনি দীন-দুঃখী ও অন্ধ জনের বান্ধব, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। যদি পারেন, তাহা হইলে আপনার দক্ষিণ চক্ষুটি আমায় প্রদান করুন। ২৫।

প্রসন্নবদন রাজা অন্ধকর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া জগজ্জনের উদ্ধারের জন্য নিজ সম্যক্ সম্বোধির সিদ্ধি উদ্দেশে প্রণিধান করিয়া ধৈর্য্যসহকারে অস্ত্রদ্বারা নিজ লোচন উৎপাটনপূর্ব্বক তাহাকে প্রদান করিলেন। দেবগণ তখন পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ২৬-২৭।

তাঁহার সেই অদ্ভুত দান-দর্শনে বিস্মিত হইয়া তরঙ্গ-বিলোল সমুদ্র-রূপ মেখলাধারিণী পৃথিবী পর্ব্বতগণ সহ বিচলিতা হইলেন। ২৮।

রাজা একটি নয়নদানে অন্ধকে প্রাপ্তনয়ন দেখিয়া অতিশয় দানাগ্রহবশতঃ দ্বিতীয় নয়নটিও দিতে উদ্যত হইলেন। ২৯।

তৎপরে ইন্দ্র নিজরূপ ধারণ করিয়া ও রাজার নয়নের স্বাস্থ্য বিধান করিয়া তদীয় অত্যধিক সত্ত্বগুণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩০।

দানকালে যাঁহার নিজ অঙ্গের প্রতিও কিছুমাত্র স্নেহ হয় না, এরূপ সত্ত্বসিন্ধু জনের ধননামক ধূলির প্রতি কেন আত্মবুদ্ধি হইবে? ৩১।

আমিই তৎকালে দানানুরাগদ্বারা বোধিপ্রাপ্ত রাজা পুণ্যবলরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলাম; সেই আশ্চর্য্য ঘটনা স্মরণ হওয়ায় আমি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া হাস্য করিয়াছি। ৩২।

পুণ্যবলাবদান নামক অষ্টপঞ্চাশত্তম পল্লব সমাপ্ত।

ঊনষষ্টিতম পল্লব।

কুণালাবদান।

एकः स एव सुकृतोचितचक्रवर्ती
सुव्यक्तकीर्त्तितिलका गुणरत्नभूषा ।
अम्लानदानकुसुमा कृतसत्यचर्चा
यस्यावभाति शुचिशीलदुकूलिनी श्रीः ॥१॥

যাঁহার রাজলক্ষ্মী তদীয় সুপ্রকাশ কীর্ত্তিরূপ তিলক ধারণ করিয়া এবং তদীয় গুণরত্নে ভূষিত হইয়া ও তদীয় বিশুদ্ধস্বভাবরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভিত হন এবং যাঁহার দানরূপ কুসুম কখনও ম্লান হয় না অথচ যিনি সত্যের আদর করেন, একমাত্র তিনিই পুণ্যবান্ রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখের যোগ্য। ১।

পৃথিবীর তিলকস্বরূপ পাটলিপুত্র নামক শ্রেষ্ঠ নগরে সূর্য্যবংশা-বতংস যশস্বী মহারাজ অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। ২।

অশোক প্রথমে অত্যন্ত কামাসক্ত ছিলেন, তৎপরে অত্যন্ত প্রচণ্ডস্বভাব হইয়াছিলেন এবং অবশেষে বয়ঃ-পরিণামে ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ৩।

পবিত্র উপবনে প্রস্ফুটিত কুসুমদ্বারা যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ মহারাজ অশোকদ্বারা পৃথিবীর শোভা হইয়াছিল। অশোকই পৃথিবীর আভরণস্বরূপ ছিলেন। অশোকের রাজত্বকালে নানাবিধ পুণ্য-কর্ম্ম সম্পাদিত হওয়ায় প্রজাগণও অশোকতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪।

কালে অন্তঃপুর-সুন্দরীগণের অগ্রগণ্যা দেবী পদ্মাবতী, দানানুগতা সম্পত্তি যেরূপ প্রশংসাবাদ উৎপাদন করে, তদ্রূপ সত্ত্বগুণপূর্ণ একটি পুত্র প্রসব করিলেন। রাজার বহু পুণ্যফলে এরূপ পুত্র লাভ হইয়াছিল। ৫।

লক্ষ্মীর হস্তস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় সুন্দরনয়ন ও সুবর্ণকান্তি রাজকুমারের হিমাদ্রিপর্ব্বতস্থিত কুণালনামক হংসের তুল্য নয়ন হওয়ায় তাঁহার নাম কুণাল রাখা হইল। ৬।

কুণাল, বিদ্যারূপ বধূগণের বিমল দর্পণস্বরূপ ছিলেন, সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যারূপ লতার চৈত্রোৎসবস্বরূপ ছিলেন এবং কীর্ত্তিরূপ কুমুদিনীর চন্দ্রোদয়স্বরূপ ছিলেন। তিনি সকলেরই প্রীতিপাত্র ছিলেন।৭।

চন্দ্রের ক্রোড়স্থিত মৃগের ন্যায় সুন্দর, ভ্রূদ্বয়রূপ ভ্রমর-মণ্ডিত ও বিলাসযুক্ত রাজকুমারের নয়ন-পদ্মদ্বয় বিলোকন করিয়া রাজা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ৮।

সকল দিকের ও সকল দ্বীপের রাজগণ আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়া কন্দর্পের গলদেশস্থ মুক্তালতাসদৃশ নিজ নিজ কন্যাকে নানাগুণালঙ্কৃত কুণালের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ৯।

আয়তনয়না, চন্দ্রমুখী কাঞ্চনমালিকানাম্নী কন্যাটিই জনপ্রিয় সুন্দরাকৃতি কুমারের অধিক প্রীতিপাত্র হইয়াছিল। বোধ হয়, স্বয়ং কন্দর্প কুণালরূপে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং রতি কাঞ্চনমালিকারূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। ১০।

অনন্তর একদিন একটি স্থবির ভিক্ষু পিতৃনিকটস্থ রাজকুমারকে দর্শন করিলেন এবং রাজার অনুমতি লইয়া কুমারকে সঙ্গে করিয়া সুযশ নামক বিহারে নির্জ্জন স্থানে লইয়া গেলেন। ১১।

ভবিষ্যদ্দর্শী মনীষী সেই বৃদ্ধ যোগী কালক্রমে কুণালের চক্ষুর্দ্বয়ের বিনাশ হইবে জানিতে পারিয়া করুণাবশতঃ তাঁহার আগামী দুঃখের উদ্ধারের জন্য কুমারকে বলিলেন। ১২।

তোমার এই বিভবাসক্ত চিত্ত, কন্দর্পের সহায়ভূত নবযৌবন এবং চন্দ্রের দর্পহারী সুন্দর দেহ, এইগুলি সবই তোমার পতনের নিমিত্ত হইয়াছে দেখিতেছি। ১৩।

চক্ষু স্বভাবতই চপল। জনগণ চক্ষুর্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিজ গন্তব্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং স্পৃহারূপ মহাগর্ত্তে পতিত হয়। এই চক্ষুতে আস্থা ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখী হওয়া যায়। ১৪।

নীলোৎপলপত্রসদৃশ মনুষ্যগণের এই বিশাল নয়নই অনুরাগরূপ সর্পের বাসস্থান বিশাল ছিদ্রস্বরূপ। এই ছিদ্র দিয়াই সকল ইন্দ্রিয় আশু পরিস্রুত হয়। ১৫।

যাঁহাদের সুশীলতা-প্রভাবে নয়নদ্বয় লাবণ্যামৃত পান করিয়া অত্যধিক তৃষ্ণায় বিঘূর্ণমান হয় না, তাঁহারাই ধন্য, সত্ত্বশালী ও ধীর বলিয়া গণ্য হন। ১৬।

রাজপুত্র কুণাল স্থবিরের এই সকল প্রশমযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং মনোমধ্যে তাহা ধারণা করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক নিজ স্থানে গমন করিলেন। ১৭।

অতঃপর ভৃঙ্গগণের গুন গুন ধ্বনিতে মনোরম, সিন্দুরপূরসদৃশ কিংশুক পুষ্পে শোভমান, পুন্নাগপুষ্প-সৌরভে আমোদিত এবং মানিনীগণের মানভঙ্গকারী বসন্ত কাল উপস্থিত হইল। ১৮।

উদ্যান-লতার সমস্ত পত্রই বিরহিণীগণের দীর্ঘনিশ্বাসের তাপে শুষ্ক হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। এখন সহসা বসন্ত-সমাগমে একযোগে বহুতর রাগরঞ্জিত নবপল্লবের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৯।

বায়ুদ্বারা কম্পিত চম্পকপুষ্পের পত্ররেখার সহিত কন্দর্প মিত্রতা প্রকাশ করায় উহা বসন্তের একটি প্রধান ধৈর্য্যনাশক মহাস্ত্রস্বরূপ চতুর্দ্দিকে প্রথিত হইল। ২০।

নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেও সহকার-মঞ্জরীতেই বহুল-ভাবে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ ধ্বনিদ্বারা বসন্তবন্ধু কন্দর্পের যশোগান করায় সহকারই বসন্তের অধিক উপকারক হইল। ২১।

এইরূপ বসন্তোৎসবকালেও রাজকুমার কুণাল বিজনে বসিয়া

স্থবিরের উপদেশ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তিষ্যরক্ষা নাম্নী রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। ২২।

যুবতী বিমাতা তিষ্যরক্ষা প্রেমরসে আর্দ্রচিত্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, আয়ত-লোচন, পীনস্কন্ধ ও আজানুলম্বিতবাহু কুমারের নিকটে আসিয়া বলিল। ২৩।

কুমার! সংসারের সারভূত তোমার নয়নকান্তি এখন প্রস্ফুটিত পুষ্পগণমধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কাহার না ধৈর্য্য হরণ করে? বিশেষতঃ তোমার এই সুন্দর বেশ অত্যন্ত ধৈর্য্যহারী হইতেছে। ২৪।

তিষ্যরক্ষা এই কথা বলিয়া লজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক সহসা ভুজদ্বয়দ্বারা কুমারকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। তখন কম্পবশতঃ মুখরিত আভরণের শব্দ হওয়ায় বোধ হইতেছিল যে, তাহার নিজ আভরণ-গুলিও তাহাকে এরূপ কার্য্য হইতে নিবারণ করিতেছিল। ২৫।

ইনি বিমাতা হইলেও নিজ মাতার ন্যায় সতত বাৎসল্য প্রকাশ করেন, এই ভাবিয়া কুণাল নিঃশঙ্কচিত্তে বিমাতার পদপ্রান্তে নতশির হইলেন। ২৬।

মদমত্ত ও কন্দর্প-বিকারে ক্ষুব্ধ অঙ্গনাগণের যখন মোহ উদয় হয়, তখন নদীর ন্যায় উহাদেরও গর্ত্তে পতনের কোনরূপে নিরোধ করা যায় না। ২৭।

মদনাভিভূতা তিষ্যরক্ষা মানসিক আবেগবশতঃ বিশৃঙ্খলবৎ হইয়া কুমারকে বলিল। তখন শুচিশীলতা যেন পাপকার্য্যে কলঙ্ক-ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। ২৮।

কুমার! তুমি আমার সমবয়স্ক ও প্রিয়পাত্র। আমি তোমার বিমাতা, মাতা নহি। তোমার আলিঙ্গনের যোগ্য আমার এই তনু অদ্য সৌভাগ্যরূপ ভোগ্য বস্তু লাভ করুক। ২৯।

নারীগণকেই সকলে প্রার্থনা করে, কিন্তু আমি স্বয়ং তোমাকে

প্রার্থনা করায় অত্যন্ত নির্লজ্জতা প্রকাশ হইযাছে। কি করি, বহু দিন হইতেই আমার হৃদয়ে তোমার সঙ্গমাশা উদিত হইয়াছে। তুমি এখন আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ৩০।

হার-শোভিত স্ত্রীগণের স্তনদ্বয় এবং রসনাযুক্ত নিতম্বস্থল নখোল্লেখ-রহিত হইলে উহার সৌন্দয্যাভিমান থাকে না। ৩১।

স্ত্রীগণের চিত্ত স্বভাবতঃ নূতন বস্তুর অভিলাষী এবং কুতূহলময় হয় এবং উহাদের নয়নও স্বভাবতঃ লাবণ্যলুব্ধ হইয়া থাকে। ৩২।

কম্পিতাঙ্গী তিষ্যরক্ষা এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগদ্বারা অধর-পল্লবের কান্তি ম্লান করিয়া এবং স্বেদজলবিন্দুদ্বারা তিলক ধৌত করিয়া স্পস্টভাবে কামভাব প্রকাশ করিল। ৩৩।

কুণাল, তপ্ত সূচীসদৃশ কর্ণ-বিদারণকারী বিমাতার এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে ভূমিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হইল যেন, নিজ চক্ষুঃসংলগ্ন পাপ তিনি ভূমিতে প্রক্ষেপ করিলেন।৩৪।

তিনি বিষাদ ও লজ্জায় বিশুষ্কবদন হইলেন এবং বিমাতার মুখ চন্দ্রসদৃশ হইলেও পাপমলে মলিন হওয়ায় তিনি উহা দেখিতে পারিলেন না। ৩৫।

মহাপাপের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণদ্বয় কম্পিত হইল। এজন্য কুণ্ডলদ্বয় আন্দোলিত হওয়ায় কুণ্ডলস্থ রত্নের কান্তিও বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। তাহাতে বোধ হইল যেন, তাঁহার কর্ণদ্বয় পাপশুদ্ধির জন্য রত্নকান্তিরূপ বহ্নিশিখামধ্যে প্রবেশ করিল। ৩৬।

কুণাল হস্তদ্বারা কর্ণযুগল আচ্ছাদিত করিয়া দন্তকান্তি দ্বারা ধবলিত বাক্য উচ্চারণ করিলেন। গঙ্গাপ্রবাহসদৃশ তদীয় দন্তকান্তি যেন তাঁহার অঙ্গলগ্ন বিমাতার আলিঙ্গনদোষ ক্ষালন করিয়া দিল।৩৭।

কুণাল বলিলেন,—মা! তোমার এ কথা বলা উচিত নহে। সৎপথে গমন কর, বাক্য সংযত কর। তুমি এইমাত্র শীল ত্যাগ

করিয়াছ, তাহাতে সে বিচলিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে, উহাকে আশ্বাসিত কর। ৩৮।

দর্প, প্রমাদ, পরধনেচ্ছা ও পাপযুক্ত বিষয়বাসনা, এইগুলি সকলই লোকের পতনকালে বিনাশের নিরর্গল দ্বারস্বরূপ হয়। ৩৯।

যাহারা দানপরাঙ্মুখ, তাহাদের ধনে প্রয়োজন কি? যাহারা বিদ্বেষ-পরায়ণ, তাহাদের শাস্ত্রাধ্যয়নে ফল কি? যাহারা সদ্‌গুণবর্জ্জিত, তাহাদের সৌন্দর্য্য বিফল; যাহারা শীলবর্জ্জিত, তাহাদের কুলমর্য্যাদা বৃথা। ৪০।

মা! তুমি চঞ্চলতা ত্যাগ কর। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহর যশ রক্ষা কর। সুশীলতা ত্যাগ করিও না। নিজ বংশমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পাপকার্য্যে মতি করিও না। পাপকারীদিগকে পরলোকে অত্যন্ত ক্লেশকর স্থানে থাকিতে হয়। সেখানে নারকীয় অগ্নির অত্যন্ত উত্তাপে বিকল পাপকারী প্রেতগণের উৎকট প্রলাপ সতত শুনিতে পাওয়া যায়। ৪১।

তিষ্যরক্ষা কুমারের এই কথা শুনিয়াও তীব্র অনুরাগ ও আগ্রহ ত্যাগ করিতে পারিল না। মোহান্ধ জনের অন্ধকূপসদৃশ অন্তঃকরণে ধর্ম্মোপদেশরূপ সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। ৪২।

সে দুর্দ্দান্ত কন্দর্পরাজ কর্তৃক বিশেষরূপ ব্যথিত হইয়া চোরার ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ সহ অসঙ্গত ভাবে প্রলাপ করিতে লাগিল। ৪৩।

সে বলিল,—তুমি সুস্থ জনকে যেরূপ উপদেশ করে, সেরূপ উপ-দেশ করিতেছ; কিন্তু আমি কামপীড়িত, উহা কিছুই শুনিতেছি না। বিশাল শিখাযুক্ত প্রবল কামাগ্নি বাক্যদ্বারা উপশান্ত হয় না। ৪৪।

নির্ঝরজলপ্রপাতে শীতল দেশেও উত্তপ্ত মরুভূমি হইয়া থাকে। যাহারা কামাতুর, তাহাদের পক্ষে সূর্য্যোদয়কালেও চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার-ময় হয়। ৪৫।

তুমি দয়ালু। সন্তাপপ্রাপ্ত অবলাকে রক্ষা করিয়া যদি তোমার ধর্ম্ম না হয়, তাহা হইলে সাধুগণ যে ধর্ম্মের গৌরব করেন, তাহার অভাবেও কেন অধর্ম্ম হইবে? ৪৬।

যাহারা সুস্থ ও শীতল, তাহাদের পক্ষে তোমার কথিত এইরূপ স্থির ধর্ম্ম সুখকর হয়। যাহারা সন্তাপিত ও বিপদাপন্ন, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ কার্য্যেও কোন বিচার নাই। ৪৭।

আমিই প্রথমে পাপ গ্রহণ করিয়াছি। আমায় রক্ষা করিলে তোমার ধর্ম্ম হইবে। চন্দ্রসদৃশ শীতল ত্বদীয় অঙ্গস্পর্শদ্বারা আমার সন্তাপক্লেশ নির্ব্বাপিত কর। ৪৮।

চন্দ্র লোকের সন্তাপ হরণ করেন, সূর্য্য ঘোর অন্ধকার নষ্ট করেন এবং অগ্নি দিবারাত্রি লোকের শীত-ক্লেশ শান্তি করেন। ইঁহারা সকলেই পরোপকারী। ইঁহাদের কি কোনরূপ পাপ হইতে পারে? তুমি সমস্ত শাস্ত্রার্থ অবগত আছ, তুমিই সত্য কথা বল। বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করা অপেক্ষা অন্য সৎকার্য্য ও ধর্ম্ম কি আছে? ৪৯।

এখানে রহস্য-প্রকাশের কোন সম্ভাবনা নাই। এ স্থান জন-বর্জ্জিত ও সুসংবৃত। স্বেচ্ছায় প্রণয়াকাঙ্ক্ষাবশতঃ স্বয়ং উপস্থিত প্রৌঢ়াঙ্গনাসঙ্গ ভাগ্যবানেরই ঘটিয়া থাকে। ৫০।

রতিদ্বারা তোষিত নিতম্বিনীগণের দশনক্ষতদ্বারা ক্লিষ্টাধর, স্তব্ধ অলক-শোভিত ও স্বেদবিন্দুদ্বারা আর্দ্র অঙ্গরাগযুক্ত মুখপদ্ম ধন্য জনই দেখিতে পায়। ৫১।

স্ত্রীলোকের জন্য কত লোক করবালরূপ লোলজিহ্বাযুক্ত যুদ্ধরূপ কালের মুখমধ্যে প্রবেশ করে এবং কত লোক স্ত্রীলোকের জন্য ভীষণ হিংস্রজন্তুপূর্ণ সমুদ্রমধ্যেও প্রবেশ করে। ৫২।

লোকসকল বহুদিন ধরিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থোপার্জ্জনের

জন্য প্রযত্ন করে। ধর্ম্মোপার্জ্জনের জন্যই অর্থের আবশ্যক। কামই ধর্ম্মের মুখ্য ফল বলিয়া কথিত হয়। ৫৩।

তিষ্যরক্ষা এইরূপ ব্যাকুলভাবে নানাপ্রকার বাক্য বলিতে লাগিল। পরে কুমার তাহাকে বলিলেন,—মাতঃ! ধর্ম্মই ত্রিবর্গের মূল ও প্রধান ফল। ধর্ম্মই কুশলের আশ্রয়। ৫৪।

নির্জ্জন বলিয়া পাপ কখনও গুপ্ত থাকে না। দেবগণ অন্তর্হিত হইয়া সাক্ষিস্বরূপ রহিয়াছেন। ছায়া জায়ার ন্যায় সর্ব্বদাই সঙ্গে আছে, সে লোকের সকল কথাই জানে। ৫৫।

নির্জ্জনে কৃত কর্ম্মেরও অবশ্যই ফললাভ হয়। কর্ম্মফল কখনও নষ্ট হয় না। নির্জ্জনে অন্ধকারমধ্যে বিষ পান করিলে তাহাদ্বারা কি প্রাণ নাশ হয় না? ৫৬।

স্ত্রীলোক স্বভাবতই পাপপ্রযোজক হয়। তাহার উপর পরদার-সঙ্গ অতি ভীষণ। নিজ পত্নীকেও যদি কলহকালে মোহবশতঃ মাতা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাহা হইলে জীবনান্তেও লোকে তাহাকে আর স্পর্শ করে না। ৫৭।

তিষ্যরক্ষা এইরূপে নিজের প্রার্থনাভঙ্গ হওয়ায় তিরস্কৃতা ও অত্যন্ত সন্তপ্তা হইল। পরে পাপিষ্ঠা বলিল যে, আমি অবশ্যই তোমার চক্ষুর দর্প হরণ করিব। এই বলিয়া সে নিজ স্থানে চলিয়া গেল। ৫৮।

তৎপরে রাজা অশোক রাজা কুঞ্জরকর্ণের তক্ষশিলানাম্নী রাজধানী জয় করিবার জন্য বহু সৈন্যসহ কুমারকে পাঠাইলেন। কুমারের যাত্রা-কালে সৈন্যোত্থাপিত ধূলিদ্বারা সূর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া গেল। ৫৯।

কুমার তক্ষশিলা নগরীতে গিয়া গজযূথরূপ অন্ধকার দ্বারা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারিত করিয়া নগরীকে বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। বায়ু-ক্ষুব্ধ সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় ঘোর সৈন্যগণ ও গজগণের নিনাদে ত্রিভুবন যেন বিদীর্ণ হইল। ৬০।

তৎপরে ধীমান্ তক্ষশিলাধিপতি রাজকুমারের পদপ্রান্তে মস্তক নত করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া এবং গজ, অশ্ব ও রত্নদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন। ৬১।

রাজকুমার তথায় রাজা কর্ত্তৃক আদরপূর্ব্বক নানা উপচারে পূজিত হইয়া মেঘোদয়বশতঃ মলিন বর্ষাকালের কয়েক দিন বাস করিলেন। ৬২।

ইত্যবসরে রাজা অশোক পুত্র-মুখ সন্দর্শন জন্য উৎকণ্ঠিতমানস হওয়ায় অত্যধিক চিন্তাবশতঃ তাঁহার উদরমধ্যে মূত্র বদ্ধ হইয়া কঠিন ব্যাধি হইল। ৬৩।

অন্তঃপুরমধ্যে নানাপ্রকার ঔষধের নির্ণয়কার্য্যে অবহিতচিত্ত বৈদ্যগণ রাজাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। অসাধ্য রোগ জানিতে পারিয়া বৈদ্যগণের মুখে খেদভাব প্রকাশ হইল। ৬৪।

বধূগণ চিত্রার্পিতবৎ নিস্পন্দনেত্রে রাজাকে বিলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কাঞ্চীকলাপ যেন উদ্বেগভয়ে নিঃশব্দ হইল।৬৫।

আসন্নবর্ত্তিনী কান্তার করপল্লবস্থিত, মন্দ মন্দ সঞ্চালিত, শুভ্রবর্ণ চামরদ্বারা রাজাকে বীজন করা হইতে লাগিল। চামরটিও যেন শোক-বশতঃ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। ৬৬।

রাজা শীতল জলের ভৃঙ্গারে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং কষায় ঔষধ-পানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিদ্রা না হওয়ায় তিনি সতত কুপিত হইতেন এবং পথ্যের কথায় বিষাদ প্রকাশ করিতেন। ৬৭।

তিনি নিন্দনীয় রোগের যন্ত্রণায় নিজ দেহেতেও বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া পত্নীর ক্রোড়ে নিজ মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক ক্ষীণস্বরে বলিলেন।৬৮।

এখন আর বৈদ্যগণের আবশ্যক কি? তাঁহাদের যত দূর বিদ্যা ছিল, তাহা ত চেষ্টা করা হইল। কষ্টকর মিথ্যা পথ্য দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা নিজ অশুভ কর্ম্মফলে পীড়িত হয়, তাহাদের জন্য

ধর্ম্মোপদেশই প্রধান চিকিৎসা এবং তাহাই আত্মীয় জনের প্রণয়ের লক্ষণ। ৬৯।

এই দেহ এখন বিনাশোন্মুখ হইয়াছে। ভোগ্য বস্তু-সকল এখন শল্যবৎ বোধ হইতেছে। অন্ধ জনের লাবণ্যবতী কান্তা যেরূপ ভোগ-বর্জ্জিত হয়, তদ্রূপ ভোগবর্জ্জিত এই রাজসম্পৎ আমার পক্ষে এখন প্রবল শাপবৎ বোধ হইতেছে। ৭০।

আমি অত্যন্ত মন্দাগ্নি হইয়াও প্রবৃদ্ধ শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। শরীরের জড়তা অত্যধিক রহিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণাও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করা অপেক্ষা মৃত্যুই সুখকর বোধ হইতেছে।৭১।

অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রচ্ছন্ন পাপ, কলহানুবন্ধী নীচ জনের অবমাননা এবং দীর্ঘকালস্থায়ী নিন্দিত ব্যাধি, এই তিনটিই প্রদীপ্ত অগ্নিতাপে উপশান্ত হয়। অন্য কোন প্রতীকার নাই। ৭২।

দরিদ্র লোকদিগের রোগ-কষ্ট না থাকিলেও দারিদ্র্য-কষ্ট সদাই আছে এবং ধনবান্‌দিগের দারিদ্র্য-ক্লেশ না থাকিলেও সর্ব্বদা রোগ-জন্য ক্লেশ থাকে। এই দুইটি ক্লেশই দুই জাতীয় লোকের কুকর্ম্মের বিচিত্ররূপ পরিণামের ফল। ইহা অত্যন্ত কষ্টকর। ৭৩।

মনুষ্যজন্মে যদি বিচার-বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সে জন্মই বৃথা। শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা যদি বুদ্ধিকে অলঙ্কৃত করা না হয়, তাহা হইলে সে বুদ্ধিকে ধিক্! যে ব্যক্তি বিস্তর শাস্ত্র পাঠ করিয়াও দৈন্যভাব ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার সে শাস্ত্রপাঠ বৃথা। যে ব্যক্তি নীরোগ হইয়া সম্পৎ ভোগ করিতে সমর্থ হয় না, তাহার সে সম্পদ্‌ও বৃথা। ৭৪।

প্রজাগণপ্রিয় রাজকুমার তক্ষশিলা-জয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তথায় গিয়াছে; তাহাকে সত্বর আনয়ন কর। আমি অদ্যই সেই নির্ম্মলস্বভাব ও সচ্চরিত্র রাজকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে চাই। ৭৫।

আমি স্বেচ্ছায় কুমারকে রাজচ্ছত্র ও মুকুট প্রদান করিলে পুর-

বাসী প্রজাগণ আমাকেই পুণ্যরসায়নদ্বারা তরুণ-ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিবে। ৭৬।

রাজপত্নী তিষ্যরক্ষা রাজার এই কথা শুনিয়া যুগপৎ ভয়, শোক, দীনতা, মাৎসর্য্য ও মোহে পরিপূর্ণ হইয়া বলিল। ৭৭।

মহারাজ! আমি আপনাকে নিরাময় করিতেছি। আমার বিশেষ ক্ষমতা আপনি দেখুন। এই সকল অশিক্ষিত ও লোকের ধন-প্রাণ-নাশক কুবৈদ্যগণের কোন আবশ্যক নাই। ইহারা চলিয়া যাউক। ৭৮।

বৈদ্যগণ নিজ নিজ শাস্ত্রজ্ঞান জন্য গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পরস্পর বিবাদ করে এবং মূর্খের ন্যায় পরস্পরের নিন্দা করে। ইহারা সতত রোগীকে বিনাশ করিতেই উদ্যত। ইহারা বৃথা সময় নষ্ট করিয়া রোগীকে মারে। ৭৯।

হে রাজন্! নিজ পুত্রকেও রাজ্য দান করা উচিত নহে। সকল বস্তুই পরাধীন হইলে স্পৃহাজনক হয়। লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলে অল্প দিনেই সহস্র বিপদ্রূপ বহ্নির তাপে অনুতপ্ত হইতে হইবে। ৮০।

পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট আরোপিত করিলে তখনই রাজার প্রভুতা ও গৌরব বিলুপ্ত হয়। যাহারা রাজাজ্ঞা নতশিরে গ্রহণ করিত, তাহারা তখন রাজাজ্ঞা তৃণজ্ঞান করে, আর আজ্ঞা পালন করে না। ৮১।

তিষ্যরক্ষা এইরূপে রাজার ধৈর্য্য বিধান করিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং অন্বেষণ করাইয়া রাজার তুল্য-রোগাক্রান্ত একটি আভীরকে একান্তে আনয়ন করাইল। ৮২।

ক্রূরাশয়া তিষ্যরক্ষা ক্রূরবুদ্ধি একটি দাসীদ্বারা আভীরকে হত্যা করিয়া তাহার নাভিকোষটি উৎপাটন করিল। তৎপরে তাহার অন্ত্রে সংলগ্ন ও কঠিনভাবে দংশনকারী একটি বিকৃত কৃমি দেখিতে পাইল। ৮৩।

তিষ্যরক্ষা দেখিল যে, কৃমিটা বেগে ঊর্দ্ধে ও অধোদেশে চলাচল করিতেছে এবং বিষ্ঠা ত্যাগ করিতেছে। তৎপরে পিপ্পলী, হিঙ্গু ও বিড়ঙ্গযুক্ত ঔষধ কৃমির উপর নিক্ষেপ করিল। ৮৪।

সেই সেই ক্ষার দ্রব্য ও বিষাক্ত কতকগুলি দ্রব্য দিয়াও কৃমিটা মরিল না। পরে পলাণ্ডু-রস স্পর্শমাত্রেই কৃমি মরিয়া গেল। ৮৫।

তিষ্যরক্ষা এই উপায়টি জানিতে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষসহকারে রাজার নিকট গেল এবং প্রচ্ছন্নভাবে পলাণ্ডু রস সেবনদ্বারা ক্ষণকাল-মধ্যেই রাজাকে সুস্থ করিল। ৮৬।

যেখানে বিষের কোন শক্তি নাই, যেখানে অস্ত্র-সকল কুণ্ঠিত হয় এবং যেখানে হুতাশন উৎসাহহীন হইয়া পরাঙ্মুখ হন, সেখানেও যুবতী স্ত্রীগণের ক্ষমতা অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ হয়। ৮৭।

তৎপরে কৃতজ্ঞ রাজা জীবন-লাভ-হর্ষে এবং তিষ্যরক্ষার প্রতি প্রেমবশতঃ তাহার প্রার্থনানুসারে সাত দিনের জন্য রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব-ভাররূপ বর তিষ্যরক্ষাকে প্রদান করিলেন। ৮৮।

তিষ্যরক্ষা রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীনভাবে সমস্ত রাজকার্য্য করিতে লাগিল। সে তক্ষশিলাধিপতির নিকট উত্তম রত্ন উপঢৌকন সহ একটি রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্র প্রেরণ করিল। ৮৯।

তৎপরে তক্ষশিলাধিপতি বিনয়-নম্র হইয়া রাজমুদ্রাঙ্কিত পত্রটি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং স্পষ্টাক্ষর ও স্পষ্টার্থ পত্রটি পাঠ করিলেন। ৯০।

"স্বস্তি, পাটলিপুত্র নগর হইতে, যাঁহার অনুপম সমর-সাহসদ্বারা চতুঃসাগরসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীতে বিশ্রুত বিমল যশোরূপ শুভ্র-বস্ত্রাবৃতা বসুধাবধূর সৌভাগ্য-গর্ব্বে প্রবল রিপুগণের প্রতাপ খর্ব্বীকৃত হইয়াছে, যিনি অরাতিবধূগণের বিলাসিতার শাপস্বরূপ, যাঁহার মণিময় নির্ম্মল পাদপীঠে শত শত প্রণত সামন্ত-রাজার মুখপদ্ম প্রতিবিম্বিত হয়, যিনি বন্ধুগণরূপ কমলের বিকাশ-বিষয়ে সূর্য্যসদৃশ এবং যিনি

পরাক্রমে বিখ্যাত মৌর্য্যবংশের সিংহস্বরূপ, সেই মহারাজ শ্রীমান্ অশোক-দেব তক্ষশিলাধিপতি শ্রীমান্ কুঞ্জরকর্ণকে সম্বোধন করিতেছেন; যথা,—নির্লজ্জ, কুচরিত্র-প্রিয়, চরিত্রভ্রষ্ট, পুত্ররূপী শত্রু, অপবিত্র ও শাস্ত্র-বিদ্বেষী কুণাল পিতৃকলত্র অভিলাষ করিয়াছে এবং উহার রূপ, যৌবন, উৎসাহ ও সাহস সবই পাপের অনুরূপ। এ জন্য আমি প্রণয়সহকারে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, কুণালের নয়ন-মণি উৎপাটিত করিয়া এবং উহাকে উলঙ্গ করিয়া নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর। ইহাই আমার সপ্রণয় প্রার্থনা।"

রাজা কুঞ্জরকর্ণ এইরূপ উগ্রতর পত্রার্থ অবগত হইয়া কৃপাবশতঃ এরূপ কার্য্য করিতে পারিলেন না। তিনি কুমারের প্রতি প্রীতিবশতঃ এবং রাজা অশোকের ভয়ে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া দোলায়মান হইতে লাগিলেন। ৯১।

কুণাল সেখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি রাজাকে অধোবদন ও সজল-নয়ন দেখিয়া হঠাৎ ভাবান্তর-দর্শনে সন্দেহবশতঃ পত্রখানি লইয়া স্বয়ং তাহা দেখিলেন। ৯২।

কুণাল বুঝিতে পারিলেন যে, পিতা মিথ্যা সন্দেহবশতঃ আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া এরূপ দুঃসহ আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। এরূপ অসহ্য বিপৎকালেও তিনি ধৈর্য্যগুণে চিত্ত স্থির করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন। ৯৩।

প্রথমতঃ পিতার এ ইচ্ছা পূরণ করিতে হইবে। ইহা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। রাজা কুঞ্জরকর্ণকেও পিতার কোপ-ভয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে। যদিও পিতা মিথ্যা অপরাধে কুপিত হইয়াছেন, তথাপি শুদ্ধ কথাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না। ৯৪।

আমি নিজ নেত্রদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া পিতার কোপানলজন্য

তাপের শান্তি করিব। ইহাতে রাজা কুঞ্জরকর্ণেরও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করার জন্য কোন বিপদ্ হইবে না। ৯৫।

এই বিনশ্বর ক্লেদময় দেহমধ্যে চক্ষুটি জলবিকারস্বরূপ। তৃণ-প্রদীপতুল্য ক্ষণিক-প্রকাশ এই চক্ষুতে কি গুণে আস্থা করিব? ৯৬।

লোকে যে রূপের দর্শন-লাভের জন্য প্রযত্নপূর্ব্বক চক্ষুকে রক্ষা করে, সেই রূপই ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রজাল ও স্বপ্নাবলাসদৃশ। ইহা আকাশস্থ চিত্রবৎ মিথ্যা। ৯৭।

রাজপুত্র কুণাল বহুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিলেন এবং রাজা কুঞ্জরকর্ণ এরূপ কঠোর কার্য্য করিতে অনিচ্ছাবশতঃ বিমুখ হইলেও এবং জনগণ সজলনয়নে নিবারণ করিলেও তিনি নিজ চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট করিলেন। ৯৮।

কুণাল প্রচুর সুবর্ণ দিবেন বলায় একজন ক্রূরস্বভাব লুব্ধ ব্যক্তি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিল। তখন দুর্দ্দান্ত হস্তীদ্বারা পদ্মাকরের পদ্মগুলি বিনষ্ট হইলে যেরূপ হয়, কুণালেরও সেইরূপ দশা হইল। ৯৯।

কুণাল যখন বিজয়-যাত্রা করেন, তখন তাঁহার অত্যন্ত প্রেমপাত্র কাঞ্চনমালিকাও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় আসিয়া কুণালকে তদবস্থ দেখিয়াই মোহবশতঃ ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১০০।

কুণালের চক্ষুর লাবণ্যমুগ্ধা কাঞ্চনমালিকা ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অত্যন্ত প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তখন ধীরস্বভাব কুণাল অনিত্যতা চিন্তাদ্বারা সত্য দর্শন করিয়া ও স্রোতঃপ্রাপ্তিফল লাভদ্বারা সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া কাঞ্চনমালিকাকে বলিলেন। ১০১।

মুগ্ধে! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। মোহ ও দৈন্যে বিহ্বল হইয়া কাতর হইও না। হে ভীরু! মনুষ্যের নিজ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়। ১০২।

এখন আমি অন্ধ হইয়াছি। আমি বিজনে গমন করি। তুমি ক্লেশ সহ্য করিতে পার না, তুমি বন্ধুজন-গৃহ আশ্রয় কর। শোক করিও না। সৌভাগ্য-ভোগের বিয়োগই সার। সংসারের ইহাই স্বভাব। ১০৩।

কুণাল এই কথা বলিলে বিয়োগভীতা জায়া কম্পিতাঙ্গী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। তখন তাঁহার কজ্জলযুক্ত চক্ষুর জল কুচদ্বয়ে নিপতিত হওয়ায় যেন তিনি নিজ চিত্ত দুঃখের নিকট বিক্রীত বলিয়া লিখিলেন। ১০৪।

হে আর্য্যপুত্র! আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। ইহা অঙ্গনা-গণের কুলোচিত নিয়ম নহে। পতি নারীর বিভূষণ। আপৎকালে পতি বিরূপ হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করা যায় না। ১০৫।

বেশ্যাগণও ধনবান্‌দিগের প্রীতির জন্য যত্নপূর্ব্বক সতীব্রত দেখাইয়া থাকে। বিপদাপন্ন প্রাণী যেরূপ মহাপুরুষের অধিক প্রিয় হয়, তদ্রূপ বিপন্ন পতিও সতীর অধিক প্রিয় হয়। ১০৬।

পুরুষ নয়নহীন হইলে জায়াই তাহার প্রকৃষ্ট যষ্টিস্বরূপ। বিপ-ত্তাপে ও পরিশ্রমে জায়া ছায়াস্বরূপ হয়। বিষম দশায় পদচ্যুত পুরুষ-গণের পক্ষে জায়ার তুল্য অন্য সহায় নাই। ১০৭।

কুণালপত্নী পাদপতিত হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করায় রাজকুমার কুণাল জীর্ণ বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া ধৈর্য্যসহ পত্নীর সহিত ধীরে ধীরে গমন করিলেন। ১০৮।

বীণাবাদনপটু ও সুগায়ক কুণাল পথে যাইতে যাইতেই জীবিকা-বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কলাবিদ্যার তুল্য মনুষ্যগণের অন্য বিদ্যা নাই। ইহা বিপৎকালে পণ্যস্বরূপ এবং বিভবাবস্থায় বিলাসস্বরূপ হয়। ১০৯।

মদমত্ত ভ্রমর-পংক্তির ধ্বনি সদৃশ শ্রবণসুখকর বীণাস্বন দ্বারা

লোককে মুগ্ধ করিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া জায়াসহ কুণাল গৃহস্থগণের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গান করিতেন। ১১০।

যাঁহাদের প্রভাব-সূর্য্য গুরুজনের কোপরূপ রাহু কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সুচরিতরূপ চন্দ্র মিথ্যাপবাদরূপ কৃষ্ণপক্ষদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের সদ্‌গুণরূপ রত্নের প্রভা গুণিগণের দোষমধ্যে পতিত হইয়া নিষ্প্রভ হইয়াছে, যাঁহাদের নয়ন-প্রদীপ বহুতর দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলরূপ ঝটিকাঘাতে নির্ব্বাণ হইয়াছে এবং যাঁহারা সংসাররূপ বিপুল মেঘের বিদ্যুতের ন্যায় তরল সম্পদের জ্যোতিবিহীন হইয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যবলে পুনর্ব্বার ধর্ম্মস্মরণরূপ নূতন আলোক উদিত হয়। ১১১—১১৩।

কলাবিদ্যা-নিপুণ, বিবেকচক্ষু কুণাল গান করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, যষ্টিস্বরূপ প্রিয়াকে অবলম্বন করিয়া পিতার রাজধানী পাটলিপুত্র নগরেই গেলেন। ১১৪।

অত্যন্ত ক্লেশে ও পথশ্রমে ক্ষীণদেহ, শীতে ও রৌদ্রে বিবর্ণ-বদন কান্তাসহ কুণালকে দেখিয়া লোকে শাপভ্রষ্ট মন্মথ বলিয়া বুঝিল।১১৫।

ক্রমে তিনি বিশ্রামার্থী হইয়া রাজার উপবনসমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন উদ্যানপালগণ অমঙ্গল-দর্শন জন্য কটুবাক্যে তাঁহাকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিল। ১১৬।

আশ্রয়হীন কুণাল আশ্রয়ার্থী হইয়া রাজার হস্তিশালায় প্রবেশ করিলেন। হস্তিপালক বীণাবাদনে আদর ও কৌতুকবশতঃ তাঁহাকে স্থান দান করিল। ১১৭।

তত্রস্থ গজরাজ অন্ধ কুণালকে চিনিতে পারিয়া মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে বিলোকনপূর্ব্বক যেন তাঁহাকে স্বাগত-বাক্য বলিবার জন্য উচ্চস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং ক্রীড়া-ময়ূরগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ১১৮।

হস্তিপালগণ গজেন্দ্র-গর্জ্জনে নিশ্চল ও নির্ভয় কুণালকে দেখিয়া বলিল,—ইনি কোনও সত্ত্বসাগর নির্ভয় সুক্ষত্রিয় হইবেন। ১১৯।

কাঞ্চনমালিকা পতির চরণ-সেবা করিতেছিলেন। তিনি হস্তীটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সজলনয়নে বিভব ও অভিমানের কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন। ১২০।

তোমার সম্মুখে যে সকল ময়ূরগণ গজেন্দ্র-গর্জ্জনে মেঘভ্রমে নৃত্য করিতেছে, ইহারা কার্ত্তিকবাহন ময়ূরের বংশ-সম্ভূত। গজানন গণেশের গর্জ্জনকালেও ইহাদের কোনরূপ বিকার হয় না। ১২১।

তৎপরে সরাগা (অর্থাৎ সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিতা), চপলা (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়িনী), দোষোন্মুখী (অর্থাৎ রাত্রির আহ্বানকারিণী) সন্ধ্যা অনুরাগবতী চঞ্চলস্বভাবা ও দুষ্কর্ম্মাভিলাষিণী বিদ্বেষবতী নারীর ন্যায় সহসা উপস্থিত হইয়া লোচনের জীবনস্বরূপ সূর্য্যকে হরণ করিয়া জনগণের অন্ধতা বিধান করিল। ১২২।

ভ্রমরাবলী লক্ষ্মীর বিরহে ম্লান ও সঙ্কুচিতমুখপদ্ম পদ্মাকরকে দেখিয়া শোকে যেন ভবিতব্যতার স্বভাব গান করিতে লাগিল। ১২৩।

বিশ্বপ্রকাশের একমাত্র মণিপ্রদীপস্বরূপ সূর্য্য অস্তমিত হইলে লক্ষ লক্ষ দীপালোকদ্বারা দিবালোকের লেশমাত্রও হইল না। মহাজনের তেজ সর্ব্বাতিশায়ী হইয়া থাকে। ১২৪।

মণিময় ও সুবর্ণময় প্রাসাদময়ী সেই রাজধানী অন্ধকারমধ্যে প্রভায় প্রকাশমানা হইয়া কষ্টকালে ভক্তিপূর্ব্বক পতির উপকারকারিণী শীলবতী সতীর ন্যায় শোভিত হইল। ১২৫।

তিমিররাশি উদ্‌গত হইয়া সর্ব্বস্থানে অধিকারপূর্ব্বক ত্রিভুবন আলোকহীন করিল এবং ক্রমে যেন চন্দ্রোদয়-ভয়ে অভিভূত হইয়া কোথায় লুক্কায়িত হইল। ১২৬।

অতঃপর শ্যামল কলঙ্ক-রেখাস্বরূপ সন্দেশ-লিপিধারী, কুমুদ্বতীর হর্ষকর ও পদ্মাকরের শোভাহারী চন্দ্র উদিত হইল। ১২৭।

সুন্দর মৃণাল-লতার নবাঙ্কুরসদৃশ ময়ূখ-লেখাবান্ শুভ্রবর্ণ চন্দ্র দুগ্ধবৎ শুভ্র কান্তিরূপ শুভ্র বস্ত্রদ্বারা যেন যশঃ দ্বারা বিশ্ব পূর্ণ করিল। ১২৮।

তৎপরে রাত্রির যৌবনকাল অতীত হইলে এবং চন্দ্র আকাশে লম্বমান হইলে হস্তিপালগণ জাগরিত হইয়া নিদ্রিত কুণালকে জাগরিত করিয়া বলিল। ১২৯।

হে গায়ক! উঠ। কলধ্বনিকারিণী ও নখঘাতাভিলাষিণী কান্তা-সদৃশী বীণাটি ক্রোড়ে করিয়া একটি গান কর। ১৩০।

পথশ্রান্তিবশতঃ নিদ্রাভিভূত কুণাল হস্তিপালগণের এইরূপ উদ্ধত বাক্যদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলেন ও নীচজন-বাক্যে দুঃখিত হইয়া নির্ম্মল বীণাটি ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিলেন। ১৩১।

অহো! রক্তপায়ী, নির্দ্দয় ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও লোক জীবিত থাকে, কিন্তু অভদ্র, কটুভাষী, পেটমোটা রাজভৃত্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে লোকের জীবন থাকে না। ১৩২।

নীচসেবাসদৃশ অসহ্য নির্ব্বেদজনক শোক আর নাই। ইহা মানের হানি করে, লজ্জা উৎপাদন করে, সুখের উচ্ছেদ করে ও তাপ-জনক হয়। ১৩৩।

কুণাল হৃদয়লীন অবমানজনিত দুঃখাগ্নি-সন্তপ্ত হইয়া এইরূপ নীচ বাক্যের বিষয় পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক কাল অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধীরে ধীরে বীণাবাদন পূর্ব্বক গান করিলেন। ১৩৪।

হায়! এই সংসার খল জনের দ্বারা কতপ্রকার ক্রীড়া করিতেছে। কাহারও মানহানি করিতেছে, কাহারও বিভবভ্রংশ হেতু তাহাকে

অবহেলা ও উপহাস করিতেছে, কাহারও বা মর্ম্মস্পর্শী শল্যসদৃশ অপবাদযুক্ত বিপৎক্লেশ দ্বারা মর্য্যাদা নাশ করিয়া চরিত উৎপাটিত করিতেছে। ১৩৫।

প্রবহমান বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত লতার পত্রাগ্রের ন্যায় চঞ্চল সংসার-বিভ্রম জনগণের স্থায়ী মহামোহ উৎপাদন করে। তাহাতে আবার জনগণরূপ সজল মেঘে সমুদিত বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় দৃশ্যমান এই সকল সম্পদ্ আরও অধিক চঞ্চল। ১৩৬।

যদি পুরুষগণের সমস্ত বিপদে রক্ষারত্নস্বরূপ বিমল স্বভাব কিছু-মাত্র খণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে সে বিভব-নাশজন্য ক্লিষ্ট হইলে এবং নয়নহীন, পঙ্গু ও মূক হইয়া দুঃখ-গর্ত্তে পতিত হইলেও শোভিত হয়। ১৩৭।

আমি যষ্টিদ্বারা জল ও স্থল বুঝিতে পারি। স্পর্শ ও গন্ধদ্বারা খাদ্য দ্রব্য জানিতে পারি এবং বুদ্ধিদ্বারা সবই বুঝিতে পারি। দুর্গম পথ শুনিলে অন্য দিকে যাই। অন্ধ জন প্রতি নিশ্বাসক্ষেপে ঘোর নরক-ক্লেশ দেখিতে পায় না। মোহান্ধ মুগ্ধ জন বহুতর বিষয়ে বিড়ম্বিত হয়। নয়নহীন তত হয় না। ১৩৮।

কুণাল এইরূপে নিজ বৃত্তান্তানুরূপ গান উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে লাগিলেন। তখন রাত্রিশেষে রাজাও সহসা জাগরিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৩৯।

আমি সর্ব্বদাই দুঃস্বপ্ন দেখি এবং নানা শঙ্কায় আকুল হই। তক্ষশিলাবাসী কুমার কুণাল আজও কোন পত্র পাঠাইল না কেন? ১৪০।

আমি সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করি। সে কি আসন্ন সুখে বিভোর হইয়া আমাদের ভুলিয়া গিয়াছে? বহু দিন প্রবাসে থাকিলে লোকের স্নেহ-মমতা নিশ্চয়ই শিথিল হয়। ১৪১।

বীণা মূচ্ছর্নার মধুর স্বরযুক্ত এই যে গীতধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, ইহা অতি শ্রুতিমধুর, যেন গন্ধর্ব্বলোক হইতে গীতধ্বনি আসিতেছে। ইহা ঠিক কুণালের গীতধ্বনিসদৃশ। ১৪২।

ইহা নিশ্চয়ই তাহারই মৃদু গীতধ্বনি। কি জন্য সে গূঢ়-ভাবে রহিয়াছে, জানি না। রাজা ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রধান অমাত্যকে পাঠাইয়া তদ্দ্বারা পুত্রকে ডাকিয়া আনাইলেন। ১৪৩।

রাজা দূর হইতে উৎপাটিতনেত্র শ্রীহীন কুমারকে আসিতে দেখিয়া এবং বধূসহ পুত্রকে চিনিতে পারিয়া মোহবশতঃ ভূমিতে নিপতিত হইলেন। ১৪৪।

পরে হিমশীকরযুক্ত জলসেক দ্বারা সংজ্ঞা লাভ করিয়া সমীপাগত কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বহুক্ষণ শোক-প্রকাশ করিলেন। ১৪৫।

হা জীবলোকের নয়নানন্দদায়ক পুত্র! কি জন্য তুমি এরূপ দুঃখ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছ? সুরসুন্দরীগণের লোভজনক তোমার নয়ন-পদ্ম দুইটি কোথায় গেল? ১৪৬।

হে গাম্ভীর্য্যাধার! হে গুণ-রত্নের নিধি! হে সরস্বতী-বল্লভ! হে সত্ত্বরাশি! হিমাহত পদ্মবন হইতে যেমন শোভা অপগত হয়, তদ্রূপ তোমার সেই সৌন্দর্য্য কোথায় গেল? ১৪৭।

তোমার সেই সৌন্দর্য্য কোথায়, আর এই অসহ্য অন্ধদশা কোথায়; সেই অতুল বৈভব কোথায়, আর এরূপ দুর্দ্দশা বা কোথায়! অর্থাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন অসম্ভব বোধ হইতেছে। কি জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, তাহা জানি না। কে ইহাকে বজ্রবৎ কঠিন করিল? ১৪৮।

বিভবকালে যাহারা তোমার অনুসরণ করিত, তাহারা কোথায় গেল? তোমার পরিবারমধ্যে একমাত্র এই পত্নীই তোমার কুলের অনুরূপ।

কষ্টাবস্থায় সাধু জনের ধৈর্য্যবৃত্তি যেরূপ নিশ্চলভাবে থাকে, তদ্রূপ ইনিই তোমার এ অবস্থায় নিশ্চলা আছেন। ১৪৯।

কুমার বিলাপকারী রাজার এইরূপ অশ্রুবেগে অস্পষ্টোচ্চারিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর তদীয় ক্রোড় হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন। ১৫০।

হে পৃথিবীন্দ্র! শোক পরিত্যাগ কর। ধীরগণ কখন শোকাভিভূত হন না। ভবিতব্যতার স্বভাবই এইরূপ। উন্নতেরই পতন হইয়া থাকে। ১৫১।

নরগণের আশ্চর্য্য সুখযুক্ত ঐশ্বর্য্য ও লাবণ্য-শোভাযুক্ত বপু ক্ষণ-মধ্যে কৃতান্তের ক্রীড়ার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়। ১৫২।

শূন্যময় এই সংসারে যদি পদার্থ-সকল সত্য হইত, তাহা হইলে এই সকল মুনিগণ ভোগ ত্যাগ করিয়া কেন বিজনে বাস করিবেন? ১৫৩।

কুমার এই কথা বলিলে রাজা তাঁহার বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি পত্র প্রেরণের কথা ও নেত্র-নাশের বৃত্তান্ত বলিলেন। ১৫৪।

রাজা সেই কঠোর ও নৃশংস বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কুঠারদ্বারা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন। ১৫৫।

রাজা সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিষ্যরক্ষার সেই কুটিল আচরণের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহার নিগ্রহের জন্য স্ত্রীবধ-পাতক গ্রহণ করিতেও উদ্যত হইলেন। ১৫৬।

রাজা সেই ক্রূরতর মহাপকারের প্রতীকারে উদ্যত হইলে কুমার নিজ কর্ম্মফলে এরূপ দুঃসহ দুঃখ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া রাজাকে নিবারণ করিলেন। ১৫৭।

ব্যথিত রাজা শোক ও কোপে দহ্যমান হইয়া কুণালকে

বলিলেন,—কি জন্য তুমি মোহবশতঃ শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ক্রূরস্বভাবা অনার্য্যাকে রক্ষা করিতেছ ? ১৫৮।

যাহার মন বিদ্বেষী ও স্নেহবান্ ব্যক্তির প্রতি তুল্যভাব থাকে, সে নগণ্য মনুষ্য। যাহার অপকারীর প্রতি ক্রোধলেশও হয় না, তাহার উপকারেও প্রসন্নতা হইবে কেন ? ১৫৯।

দুঃখিত রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক এই কথা বলিলে পর কুমার পিতাকে বলিলেন,—হে রাজন্! এই তীব্র অপকারেও আমার কোনরূপ দুঃখ বা ক্রোধলেশও হয় নাই। ১৬০।

যদি আমার জননীর প্রতি এবং যে ব্যক্তি নিজ হস্তে আমার নেত্র উৎপাটিত করিয়াছে, তাহার প্রতি আমার মন প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যবলে এখনই আমার নেত্রদ্বয় পূর্ব্ববৎ হউক। ১৬১।

এই কথা বলিবামাত্র রাজপুত্রের নয়ন-পদ্মদ্বয় প্রাদুর্ভূত হইল। তদ্দর্শনে লোক-সকল সত্যব্রতের প্রতি বিশ্বাসবান্ হইল এবং রাজ-লক্ষ্মী নয়নদ্বয়ে লুব্ধ হইলেন। ১৬২।

রাজা অশোক প্রজাগণের সুখ ও উৎসাহজনক, নেত্রদ্বয়ে শোভ-মান কুণালকে যৌবরাজ্য-গ্রহণে বিমুখ জানিতে পারিয়া তত্তুল্য গুণবান্ তদীয় পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১৬৩।

অতঃপর রাজা পত্নী তিষ্যরক্ষার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিয়া, কুণালের এরূপ দুর্দ্দশা উপেক্ষা করার জন্য তক্ষশিলাধিপতির প্রতিও দুঃসহ ক্রোধানল প্রকাশ করিলেন। ১৬৪।

ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সঙ্ঘস্থবির বলিলেন,—এই রাজপুত্র পূর্ব্বজন্মে কাশীপুরে এক লুব্ধক ছিলেন।১৬৫।

সেই লুব্ধক হিমালয়ের তটপ্রান্তে গুহায় প্রবিষ্ট পঞ্চ শত মৃগকে চক্ষু উৎপাটন দ্বারা অন্ধ করিয়া আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে বধ করিয়াছিল। ১৬৬।

অন্য জন্মেও ইনি মুগ্ধনামে একটি শ্রেষ্ঠিপুত্র ছিলেন। সেই বালক শ্রেষ্ঠিতনয় মোহবশতঃ চৈত্যস্থ জিনপ্রতিমার মুখ-পদ্মটি শস্ত্রদ্বারা লোচনহীন করিয়াছিল। ১৬৭।

বালক পরে জ্ঞানোদয় হইলে ইন্দ্রনীলমণিদ্বারা সেই প্রতিমার নয়নদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। তৎপরে অন্য জন্মেও সে একটি জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার ও পূজা করিয়াছিল। ১৬৮।

বনে মৃগগণের নেত্র উৎপাটন করার জন্য এবং বাল্যকালে চৈত্য-প্রতিমার চক্ষু নাশ করার জন্য রাজপুত্র এই জন্মে নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৬৯।

প্রতিমার বিনষ্ট নেত্র পুনরায় রত্নদ্বারা নির্ম্মাণ করার জন্য ইনি বিনষ্ট দৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জীর্ণ চৈত্যের সংস্কার করার জন্য প্রসাদগুণযুক্ত ও কান্তিমান্ হইয়াছেন। ১৭০।

ইনি স্রোতঃপ্রাপ্তিফললাভ দ্বারা বিমল আলোক প্রাপ্ত হইয়া বৈরাগ্য দ্বারা সত্য-দর্শনে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কালক্রমে পুণ্যবলে ইনি সংবুদ্ধতা প্রাপ্ত হইবেন। স্থবিরের এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ সকলেই বিস্মিত হইলেন। ১৭১।

কুণালাবদান নামক উনষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

0—

ষষ্টিতম পল্লব।

নাগকুমারাবদান।

দুঃখ ক্ষপতি শরীরং ক্লেশরাশির্নরাণাং
দহতি চ পরলোকে নারকঃ ক্রূরবহ্নিঃ।
শরণগমনপুণ্যপ্রাপ্তশিক্ষাপদানাং
প্রভবতি ননু দেহে দুঃখদাহঃ কদাচিৎ ॥১॥

সংসারে নানাপ্রকার ক্লেশ-নিচয় মনুষ্যগণের দেহ শীর্ণ করিতেছে। পরলোকেও ক্রূরতর নরকাগ্নি মনুষ্যকে দগ্ধ করে। পরন্তু যাঁহারা ভগবানের শরণাগত হইয়া পুণ্যফলে শিক্ষাপদ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের দেহে দুঃখ-তাপ অধিকার করিতে পারে না। ১।

সমুদ্রতটে বহুপরিবার-সমন্বিত ধন নামে এক নাগ ছিলেন। উহাঁর ফণারত্নের উজ্জ্বল আলোকে সদাই অপূর্ব্ব দিবালোক বোধ হইত। ২।

তাঁহার বাসভবনে দিবারাত্রি তপ্ত বালুকা নিপতিত হইত, তাহাতে ভুজঙ্গগণের দেহে অত্যন্ত তাপক্লেশ হইত। ৩।

একদা স্বভাবতঃ কোমলপ্রকৃতি তাঁহার প্রিয় পুত্র সুধন তপ্ত-বালুকা-পীড়িত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪।

পিতঃ! কি জন্য এই তপ্ত বালুকা আমাদিগকে কষ্ট দিতেছে? কি মন্ত্রৌষধি-প্রয়োগে ইহা নিবৃত্ত হইতে পারে? ৫।

এই সমুদ্রমধ্যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট অনেক নাগ আছে, কিন্তু কেবল আমরাই দুঃখার্ত্ত হইয়া আছি। ৬।

মহামতি ধন পুত্রকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—হে পুত্র! অন্য নাগগণ যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞ, আমরা সেরূপ নহি। ৭।

যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা সত্যবাদী, তাঁহাদের শরীরে বা মনে কোনরূপ তাপ হয় না। ৮।

যাঁহারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই পবিত্র রত্নত্রয়ের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কোনরূপ সন্তাপ স্পর্শ করিতে পারে না। ৯।

যাঁহারা ক্লেশনাশক শিক্ষাপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা অমৃত দ্বারা সিক্ত, তাঁহাদের কিরূপে পাপ-তাপের ভয় হইবে? ১০।

ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীতে জেতবন আশ্রয় করিয়া আছেন। সেই শাক্য মুনিই লোকের সকল ক্লেশের শান্তি বিধান করেন। ১১।

করুণারূপ কৌমুদীর উৎপত্তিস্থান সেই শাক্যমুনি সত্ত্বগুণে শুভ্র উপদেশদ্বারা জগৎত্রয়ে অমৃত বর্ষণ করেন। ১২।

যে সকল দুর্ব্বিনীত জনগণ শিক্ষাপদ লাভ করিয়া উহা রক্ষা করে না, তাহাদিগেরই নরকে চিরবাস ও তীব্র সন্তাপ হইয়া থাকে। ১৩।

নাগপুত্র পিতা ও মাতার এই কথা শুনিয়া দিব্য পুষ্প গ্রহণপূর্ব্বক পবিত্র জেতবনে গমন করিলেন। ১৪।

তিনি সুগতাশ্রমে আসিয়া তথায় ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য সমাগত ও সন্তোষসুখে উন্মুখ বিপুল জনসমাজ দেখিতে পাইলেন। ১৫।

তথায় তিনি সুন্দরবদন ও দীর্ঘলোচন জিনকে দেখিলেন। তাঁহার বদন ও নয়ন যেন পূর্ণচন্দ্র ও পদ্মবনকে মৈত্রীসুখ প্রদান করিতেছে। উপদেশকালে প্রকাশমান অধরকান্তিদ্বারা যেন তিনি সংসারানুরাগী জনগণের উদ্ভূত রক্ততার তর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণপাশে কোনও আভরণ নাই, তথাপি লাবণ্যময়। যেন তিনি নিরাবরণভাব ও শূন্যভাব লোককে দেখাইতেছেন। তাঁহার করদ্বয় দানমুদ্রায় শোভিত এবং যেন ধর্ম্মদ্বীপ বলিয়া বোধ হয়। তদীয় বাহুদ্বয়

যেন সুবর্ণময় প্রভাব-গৃহের স্তম্ভদ্বয়স্বরূপ। তিনি চরণচ্ছায়ারূপ চীবর দ্বারা পৃথিবীকে আবৃত করিতেছেন। যেন উৎফুল্ল পদ্মগণের জীবন দ্বারা তাঁহার চরণছায়া রচিত হইয়াছে বোধ হয়। নয়নামৃত তদীয় দেহকান্তি দ্বারা যেন তিনি সজ্জনগণের সংসাররূপ মরুভূমির সন্তাপ বারণ করিতেছেন। ১৬—২১।

নাগনন্দন তাঁহাকে দেখিয়াই সন্তাপহীন হইলেন। মহাত্মগণের দর্শনে দৈহিক ও মানসিক সকল পীড়াই উপশান্ত হয়। ২২।

নাগকুমার পুষ্পাঞ্জলি বিকীর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে তৎক্ষণাৎ শীতল হইলেন। ২৩।

তৎপরে কৃতী নাগকুমার ভগবান্ হইতে শিক্ষাপদ লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে যাবজ্জীবন ভগবানের ভোগাধিবাসনা প্রার্থনা করিলেন। ২৪।

ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন যে, সকলেই আমার অনুগ্রহ-পাত্র; অতএব কেবল এক জনের যাবজ্জীবন অধিবাসনা করা উচিত নহে। ২৫।

প্রণয়ী জনের প্রীতিসম্পাদনে সতত উদ্যত ভগবান্ এই কথা বলিয়া নাগকুমারের কামনা পূরণের জন্য প্রস্থিত হইলেন। ২৬।

ভিক্ষুসঙ্ঘের অগ্রযায়ী হইয়া ভগবান্ যখন আসিতেছিলেন, তখন নাগকুমার প্রভাববলে স্থানে স্থানে স্বর্গশোভা বিধান করিলেন। ২৭।

তিনি স্থানে স্থানে সুবর্ণ ও রত্ন-কিরণে চিত্রিত, দিব্য উদ্যানে মনোহর, ভোগ্য বস্তু-সংগ্রহে ব্যস্ত দাস ও দাসীজন-পরিবৃত এবং কর্পূর ও চন্দন-নির্ম্মিত মালাদ্বারা ভূষিত সুন্দর বিহার ভগবানের জন্য নির্ম্মিত করিলেন। ২৮-২৯।

তৎপরে নাগকুমার করন্দকনিবাস নামক বেণুবনে উপস্থিত হইয়া সকল প্রকার ভোগসম্ভার দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিলেন। ৩০।

তথায় তিন মাস কাল ভগবান্ নাগকুমার কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইলেন। তদ্দর্শনে আনন্দ বিস্মিত হওয়ায় ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন। ৩১।

এই নাগকুমার শত কল্প কাল অখণ্ডিত সকল প্রকার ভোগসুখে সুখী হইবে এবং অপব জন্মে সম্যক্ প্রণিধানবলে বোধি প্রাপ্তও হইবে। ৩২।

নাগকুমারাবদান নামক ষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

একষষ্টিতম পল্লব।

কর্ষকাবদান।

मूढ़स्य हस्तपतितोऽपि निधिः प्रयाति
लक्ष्मीः स्वयं भवनमेति विशुद्धबुद्धेः।
दारिद्र्यतीव्रतिमिरापहरः प्रकामं
पुंसां विभूषणमणिर्मनसः प्रसादः ॥१॥

নিধি মোহান্ধ জনের হস্তগত হইয়াও অপগত হয়। বিশুদ্ধবুদ্ধির গৃহে লক্ষ্মী স্বয়ং আগমন করেন। মনের প্রসন্নতাই পুরুষের ভূষণমণি-স্বরূপ। ঐ মণির আলোকে দারিদ্র্যরূপ ঘোর অন্ধকার বিনষ্ট হয়।১।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে স্বস্তিক নামে একটি নির্দ্ধন ব্রাহ্মণ ছিল। সে নিরুপায় হইয়া অল্পফল কৃষিজীবিকা আশ্রয় করিল। ২।

সে ক্ষেত্রকার্য্যেই নিরত থাকিত; শীত, বায়ু ও রৌদ্রে কষ্ট পাইত এবং হাল কোদাল প্রভৃতি ভার বহন করিয়া গতায়াত করিত। ৩।

একদিন জায়াসহ ব্রাহ্মণ আসিতেছিল, এমন সময় পথে দেখিল যে, শ্রাবকগণের সহিত ভগবান্ যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা উহাদের চিত্তে প্রসন্নতার উদয় হইল। ৪।

ব্রাহ্মণ পত্নীকে প্রসন্নবদনা দেখিয়া বলিল যে, দান-পুণ্যের পরিক্ষয়ের জন্যই বিষম দারিদ্র্য-দুঃখ উপস্থিত হয়। ৫।

আমরা এই ভগবান্‌কে এক দিনও পিণ্ডপাত দ্বারা পূজা করি নাই। পুণ্যপণলভ্য ধনসম্পদ্ আমাদের কিসে হইবে? ৬।

যে ব্যক্তি সম্মানিত, সেই লোকসমাজে জীবিত থাকে এবং নষ্ট-কীর্ত্তি ব্যক্তি মৃত বলিয়া গণ্য হয়। নির্ধন লোক জীবিত বা মৃত কিছুই নহে। ৭।

ধনই জাতি, ধনই বিদ্যা, ধনই ধর্ম্ম এবং ধনই যশঃ। ধনহীন জনের জীবন যাজ্ঞায় মৃতপ্রায়। উহাদের আবার কি গুণ থাকিতে পারে? ৮।

ভারবাহীর পক্ষে যেমন মণিকাঞ্চনময় ভূষণের ভার কেবল ক্লেশকর হয়, তদ্রূপ দরিদ্র জনেরও পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণও কেবল ক্লেশজনক হয়। ৯।

দরিদ্র জন দান না করায় পুনঃ পুনঃ দারিদ্র্য প্রাপ্ত হয়। দরিদ্র জন ধনলোভে পাপাচারী হয়। দরিদ্র জীবিত হইলেও মৃত, এ বিষয়ে কাহারও অসম্মতি নাই। দরিদ্রেরই এই দশ দিক্ নিজজনবিহীন বোধ হয়। ১০।

অতএব আমরা কৃপণবৎসল সুগতকে পূজা করিব। যে সকল মোহান্ধ জন বুদ্ধের আরাধনা করে না, তাহাদের কুশল কিসে হইবে? ১১।

বিপন্নের বন্ধু পদ্মপলাশ-লোচন ভগবান্ যেখানে যেখানে দৃষ্টিপাত করেন, সেই সেই স্থানেই লক্ষ্মীর সমাগম হয়; ইহা আমি জানি।১২।

ব্রাহ্মণী স্বামীর এই কথা শুনিয়া সাদরে ও শুদ্ধভাবে নিজ গৃহে ভগবানের জন্য ভোজ্য প্রস্তুত করিল। ১৩।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবানও তাহাদের মনোভাব জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণের সপ্রণয় প্রার্থনায় পূজা গ্রহণ করিলেন। ১৪।

ব্রাহ্মণ ভগবানের পূজান্তে প্রণিধান করিল যে, “আমি দারিদ্র্যদুঃখে কষ্ট পাইতেছি। আমার বিভব হউক।” ১৫।

অতঃপর ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে গিয়া দেখিল যে, শস্য ও যবাঙ্কুর সকলই সুবর্ণময়। এইরূপে সহসা সে দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইয়া গেল। ১৬।

রাজা প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মণের পুণ্যবলে সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে বুঝিয়া বিস্ময়বশতঃ প্রীতিসহকারে রাজপ্রাপ্য ভাগ ত্যাগ করিলেন। ১৭।

ব্রাহ্মণ সেই বিপুল সুবর্ণদ্বারা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সসঙ্ঘ বুদ্ধকে সর্ব্বপ্রকার ভোগদ্বারা পূজা করিলেন। ১৮।

ভগবানের ধর্ম্মোপদেশে স্রোতঃপ্রাপ্তিফললাভ দ্বারা সত্য দর্শন করিয়া কালক্রমে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। ১৯।

ব্রাহ্মণ সমস্ত ক্লেশমুক্ত হইয়া অর্হত্বপদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষুগণ তাঁহার কর্ম্মফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিলেন। ২০।

পূর্ব্বজন্মে এই ব্রাহ্মণ ভগবান্ কাশ্যপের আজ্ঞায় ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিল। তিনিই এই জন্মে আমা হইতে ইহার এইরূপ দেবগণ-পূজিত সিদ্ধি লাভ হইবে, বলিয়াছিলেন। ২১-২২।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং তদীয় গুণ সংক্রমিত হওয়ায় মনে মনে তাঁহার সুচরিতের প্রশংসা করিলেন। ২৩।

কর্ষকাবদান নামক একষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

দ্বিষষ্টিতম পল্লব।

যশোদাবদান।

ऊर्णायुपूर्णजनकाननसन्निवेशे
जातस्त्वमत्कृतिमयः पुरुषः स एकः।
यस्यार्थयौवनसुखोचितचारुवेशे
वैराग्यमादिशति शान्तिसितं विवेकः॥१॥

বিবেকজ্ঞান যাঁহার সম্পদ্, যৌবন ও সুখের উপযুক্ত সুন্দর বেশভূষায় শান্তিযুক্ত বৈরাগ্য সম্পাদন করে, একমাত্র সেই পুরুষই মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ লোক-সমাজরূপ কাননে আশ্চর্য্যময় হইয়া জন্মিয়াছেন। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান্ জিন ন্যগ্রোধারামে বিহার করিতেন, সেই সময় বারাণসীতে সুপ্রবুদ্ধ নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। ২।

তাঁহার সম্পদ্ দান ও উপভোগে শোভিত ছিল। তিনি কুবেরের ধনাগার নিজের বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ৩।

তাঁহার সুখ-সম্পদ্ সবই ছিল, কেবল পুত্র না থাকায় সেই চিন্তা-বশতঃ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেন। কাহারই সম্পদ্ শল্যহীন হয় না। ৪।

বান্ধবগণ বন্ধুবৎসল সুপ্রবুদ্ধকে শোকাগ্নিতপ্ত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন। ৫।

হে গৃহপতে! আপনি ক্লীব জনোচিত চিন্তা করিবেন না। এ সংসারে ধীর ও সত্ত্বশালীর পক্ষে কিছুই দুর্ল্লভ নাই। ৬।

এই যে ন্যগ্রোধ বৃক্ষটি রহিয়াছে, পুরবাসীরা সকলেই ইহার পূজা করিয়া থাকে। ইহার পূজাদ্বারা সকল বস্তুই লাভ করা যায়। ৭।

এই বৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়া কত অপুত্রক লোক পুত্রবান্ হইয়াছেন, কত নির্দ্ধন ধনী হইয়াছেন এবং কত রোগী নিরোগ হইয়াছেন। ৮।

সত্যযাচন চৈত্য নামক সেই ন্যগ্রোধবৃক্ষই উপযুক্তরূপে যাচিত হইলে আপনাকে নিশ্চয়ই পুত্রফল প্রদান করিবেন। ৯।

সুপ্রবুদ্ধ বান্ধবগণের এইরূপ কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন,—অহো! মোহ বা স্নেহবশতঃ তোমরা মূর্খতা প্রাপ্ত হইয়াছ। ১০।

লোক নিজ কর্ম্মাধীন। নিয়তি নিশ্চলভাবে লোককে ধরিয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় কে কাহার স্থিতি, পোষণ বা বিনাশ করিতে পারে? ১১।

মোহান্ধ ব্যক্তি নিজ কর্ম্মফলে প্রাপ্ত বস্তু লাভ করিয়া অন্যের প্রদত্ত বিবেচনায় সন্তুষ্ট হয়। কুক্কুর যেরূপ নিজ লালারস আস্বাদন করিয়া উহাকে শুষ্ক চর্ম্মেরই রস বলিয়া বোধ করে, উহারাও তদ্রূপ বোধ করে। ১২।

বৃক্ষ পুত্র প্রদান করে, ইহা একটা মূর্খবাক্য মাত্র। অধিক কি, বৃক্ষ সময় না হইলে একটি পত্রও নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না। ১৩।

যদি বল, বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবতা পূজার লোভে এইরূপ করেন, তাহা হইলে তিনি নিজে পূর্ণ উপহারে নিজের পূজার সৃষ্টি করেন না কেন? ১৪।

লোকে ঘুণাক্ষরন্যায়ে বা কাকতালীয় ন্যায়ে নিজের প্রাপ্তব্য বস্তুই পাইয়া দেবতা দিয়াছেন বলিয়া মনে করে। ১৫।

নিজ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্তব্য বস্তুই লোক পাইয়া থাকে। নানা যত্ন বা প্রার্থনায় অলভ্য বস্তু পাওয়া যায় না। যাহা আপনি আসে, তাহাই

লোক ভোগ করিতে পারে। ইনি ইহা করিয়াছেন, এ কথা মোহান্ধ ব্যক্তিই মনে করিয়া থাকে। ১৬।

সুপ্রবুদ্ধ এই কথা বলিলে বান্ধবগণ স্নেহবশতঃ বহু অনুরোধ করায় তিনি একাকী গূঢ়ভাবে সেই বৃক্ষ-সন্নিধানে গমন করিলেন। ১৭।

তিনি একখানি কুঠার হস্তে করিয়া ন্যগ্রোধ বৃক্ষকে বলিলেন,—আমি তোমার পূজা করিতে বা মূলোচ্ছেদ করিতে উদ্যুক্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। ১৮।

তুমি যদি আমায় পুত্র প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমার এরূপ পূজা দিব, যাহা কখন কেহ করে নাই। নহিলে তোমায় কাটিয়া, পিষিয়া ও দগ্ধ করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিব। ১৯।

বৃক্ষবাসিনী দেবতা তাঁহার এই কথা শুনিয়া সহসা ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া চিন্তা করিলেন। ২০।

আমি স্বেচ্ছায় কাহাকেও পুত্র বা বিত্ত দান করি নাই। জনগণ নিজ কর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত বস্তু আমার প্রদত্ত বলিয়া মনে করে। ২১।

ইহা একটি অপূর্ব্ব ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি কর্ম্মফলে পুত্রলাভ না হওয়ায় বলপূর্ব্বক দেবতা উচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ২২।

লোকে ফলার্থী হইয়া পূজ্যকে পূজা করিয়া থাকে। ইহা একটা লোকাচার মাত্র। কর্ম্মানুসারে যদি ফললাভ না হয়, তাহা হইলে দেবতা কিরূপে দিবেন, কে বা তাহা করিতে পারে? ২৩।

যদি কর্ম্মফলে ব্যাধির চিকিৎসা অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে গণক, বৈদ্য বা মন্ত্রণাদাতাকে কেহই আক্রমণ করে না। ২৪।

এ ব্যক্তি অকার্য্য করিতে উদ্যত। ইহার বৃক্ষচ্ছেদে কোন শঙ্কা নাই। যাহারা অন্যায়াচরণে অভিনিবিষ্ট, তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই। ২৫।

বৃক্ষটি ছেদন করিলে অন্যত্র গিয়া আমি সুখে থাকিতে পারিব না। সঙ্গ ও অভ্যাসজন্য প্রীতি মুনিগণও ত্যাগ করিতে পারেন না। ২৬।

দেবতা এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর ইন্দ্রের মন্দিরে গমন করিলেন এবং ইন্দ্রকে এই কথা জানাইয়া সভয়ে বলিলেন,—আমি সেই বৃক্ষে থাকিয়া জনগণ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইলেও নানা জন উপবাসাদি করিয়া নানা বিষয় প্রার্থনা করায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছি। ২৭-২৮।

কেহ বা পুণ্যবলে ফললাভ করে, কেহ বা অধোবদনে চলিয়া যায়। কতকগুলি হঠ মূর্খ খলব্রতদ্বারা সেইখানেই লয় প্রাপ্ত হয়। ২৯।

গতানুগতিকন্যায়ে লোক প্রসিদ্ধ স্থানেই শরণাগত হয়। তাহারা মূর্খতাবশতঃ সর্ব্বদুঃখ নাশের জন্য আমার নিকটে আসে। ৩০।

নির্ব্বোধ জনগণ কর্ত্তৃক এইরূপে উদ্বেজিত হইয়াও আমি বৃক্ষটির গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারি না। ৩১।

গন্ধলুব্ধ ভ্রমর বন্ধনক্লেশ গণ্য না করিয়া পঙ্কজে প্রবেশ করে। হংস মৃণাল আস্বাদন করিবার জন্য পঙ্কমধ্যে যাইতে ভয় করে না। শীতার্ত্ত ব্যক্তি ধূমভয়ের জন্য অগ্নিকে ত্যাগ করে না। যাহার যাহাতে আবশ্যক থাকে, সে তাহার দোষও সহ্য করিয়া থাকে। ৩২।

অতএব প্রভো! আমি বৃক্ষ-বিয়োগভয়ে দুঃখিত হইতেছি; আমায় রক্ষা করুন। স্থানত্যাগে দেহীর দেহত্যাগের ন্যায় কষ্ট বোধ হয়। ৩৩।

শচীপতি দেবতাকর্ত্তৃক এইরূপ সপ্রণয়ে প্রার্থিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন যে, গৃহপতির পুত্রলাভ তাহারই কর্ম্মায়ত্ত। ৩৪।

ইত্যবসরে দেবরাজ দেখিলেন যে, দেবপুত্র সুমতির স্বর্গ হইতে চ্যুত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ৩৫।

খল জনের নিকট নত হইলে যেরূপ কীর্ত্তি ম্লান হয়, তদ্রূপ তাহার মালা ম্লান হইয়াছে। দৈন্যাগমে যেরূপ যাচ্ঞাবৃত্তি প্রাদুর্ভূত হয়,

তদ্রূপ তাহার দেহের অন্ধকারময়ী ছায়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। পুণ্য ক্ষয় হইলে যেরূপ নূতন বিপদ্ আসে, তদ্রূপ তাহার দেহে স্বেদোদয় হইয়াছে। বিদ্বেষ-দোষযুক্ত বুদ্ধি যেরূপ সতত অসন্তোষ বিধান করে, তদ্রূপ তাহার অসন্তোষ ভাবও হইয়াছে। এই সকল লক্ষণে তাহার স্বর্গচ্যুতির সূচনা প্রকাশিত হইল। ৩৬।

দেবরাজ তখন সুমতিকে বলিলেন যে, পৃথিবীতে বিখ্যাত ধনী গুণবান্ সুপ্রবুদ্ধের পুত্ররূপে তুমি জন্মগ্রহণ কর। ৩৭।

সুমতি বলিলেন যে, যদি আপনি অনুত্তর ও উদার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম শাস্তা শাক্যমুনির নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার জন্য আমার বোধোদয় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি সুপ্রবুদ্ধের পুত্রতা গ্রহণ করিতে পারি। ৩৮-৩৯।

দেবপুত্র সুমতি এই কথা বলিলে ইন্দ্র তাহাই স্বীকার করিলেন। তৎপরে সুমতি ইন্দ্রাজ্ঞায় স্বর্গচ্যুত হইয়া সুপ্রবুদ্ধের পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। ৪০।

দেবতা নিজ স্থানে গিয়া সুপ্রবুদ্ধকে বলিলেন যে, তোমার পুত্র হইবে এবং সে প্রব্রজ্যানিরত হইবে। ৪১।

গৃহপতি এই কথা শুনিয়া সহর্ষে গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, পুত্রের প্রব্রজ্যা নিবারণ করিবেন। ৪২।

তৎপরে যথাকালে সুপ্রবুদ্ধপত্নী ললিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুলক্ষণ-যুক্ত ও কনককান্তি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ৪৩।

সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার সমস্তই যেন রত্নময় হইল এবং সুন্দর শ্রীযুক্ত সেই বালকের শিরোভূষণটি যেন আশ্চর্য্য মূর্ত্তিমান্ ছত্রের ন্যায় বোধ হইল। ৪৪।

পিতার যশোবৃদ্ধি হেতু বালকের নাম যশোদ রাখা হইল। যশোদ বিদ্যা, কলাবিদ্যা ও প্রভাবের বাসভবনস্বরূপ হইলেন। ৪৫।

পিতা দেবতার বাক্য স্মরণ হওয়ায় পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণে শঙ্কা-প্রযুক্ত তাহার গৃহ, দ্বার ও নগরদ্বারে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ৪৬।

অতঃপর ইন্দ্র পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তথায় আসিয়া প্রব্রজ্যার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তখন যশোদ শান্তিসিক্ত হইয়া প্রব্রজ্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৪৭।

একদা রথারোহণ করিয়া যশোদ উদ্যানে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, ভগবান্ জিন যদৃচ্ছাক্রমে সেই পথে আসিতেছেন। ৪৮।

হৃদয়ে সুখস্পর্শ প্রশমামৃতবর্ষী ভগবান্‌কে দেখিয়াই যশোদ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাঁহাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া তদীয় পদবন্দনা করিলেন। ভগবান্‌ও প্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিলেন। ৪৯-৫০।

তৎপরে ভগবান্‌কে প্রণাম করিয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া যশোদ নিজ উদ্যানে চলিয়া গেলেন; কিন্তু তিনি ভগবানের বিষয়ই সর্ব্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫১।

ভগবান্ হাস্যপূর্ব্বক ভিক্ষু অশ্বজিৎকে বলিলেন,—এই কুমার অদ্য রাত্রিকালে আমার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে। ৫২।

ভগবান্ এই কথা বলিয়া ভিক্ষুগণ সহ নিজ স্থানে চলিয়া গেলে কুমার ইন্দ্র-নির্ম্মিত একটি পূয়, ক্লেদ ও কৃমিকুলব্যাপ্ত স্ত্রীদেহ দেখিতে পাইলেন। উদ্যানমধ্যে শবদেহ-দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া যশোদ ভাবিতে লাগিলেন। ৫৩-৫৪।

যৌবন, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য বা কান্তি, সবই বিকার ছাড়া কিছুই নহে। মনুষ্যের চর্ম্ম ও মাংসসমূহের ইহাই প্রকৃত অবস্থা। ৫৫।

চঞ্চল নয়নদ্বয়যুক্ত, উন্নত কুচদ্বয়শোভিত, জ্যোৎস্নার ন্যায় শুভ্র কান্তি ও নবযৌবনোদয়ে লাবণ্যময় এই দেহ এখন দুর্গন্ধ বসাময়, কৃমিব্যাপ্ত ও ক্লেদযুক্ত প্লীহা, যকৃৎ ও অন্ত্রে দুর্দ্দর্শ্য হইয়াছে। ৫৬।

হতবুদ্ধি জনগণ অনুরাগে মোহিত হইয়া এই দেহের সঙ্গমকালে এই স্তনমণ্ডলে লীন হইয়া পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিত। এখন শৃগাল ইহার ক্লেদ দেখিয়া খাইতে চায় না; সেও মুখ বক্র করিয়া দূরে যাইতেছে। ৫৭।

এইরূপ চিন্তা করিয়া গাঢ় বৈরাগ্য-বাসনা উদিত হওয়ায় যশোদ উদ্যানে না গিয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ৫৮।

ইত্যবসরে দিবাকর দিবসের ম্লানতা-দর্শনে খিন্ন হইয়া যেন নীরস লোক-বৃত্তান্ত দেখিয়াই প্রশমোন্মুখ হইলেন। ৫৯।

রবি সকল আশা (অর্থাৎ দিক্ এবং আকাঙ্ক্ষা) পরিত্যাগের উপযুক্ত প্রশম প্রাপ্ত হইয়া সন্ধ্যারূপ রক্তবস্ত্র পরিধান করিলে যেন তাঁহার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা বোধ হইল। ৬০।

ত্রিভুবনের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্য লোকান্তরে গেলে বাসরও পৃথিবীলোক ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগামী হইলেন। ৬১।

তৎপরে জগদ্বাসী নূতন তিমিরোদ্গমে উদ্বিগ্ন হইলে প্রদীপ-মণ্ডলের আলোক যেন কৃপাপূর্ব্বক সে উদ্বেগ নিবারণ করিল। ৬২।

এমন সময়ে শাস্তা স্বয়ং যশোদের প্রতি দয়াবশতঃ তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য পুরনদীর পরপারে আসিলেন। ৬৩।

যশোদও পুনঃ পুনঃ দিবাবসান-তুলনায় সংসারের অসারতা ভাবিয়াই শয্যাগৃহে গেলেন এবং তথায় নিজ ললনাগণকে বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদি বিনোদনে মত্ত হওয়ায় শ্রমবশতঃ নিদ্রিত দেখিলেন।৬৪-৬৫।

কেহ বা বীণার উপর বদন বিন্যস্ত করিয়া, কেহ বা মৃদঙ্গোপরি হস্ত অর্পিত করিয়া যেন সুখ অনিত্য বলিয়া দুঃখ-চিন্তায় নিরত হইয়াছে। যশোদ ঐ সকল স্রস্তবসন ও মৃতাবৎ নিশ্চল ললনাগণকে দেখিয়া অধিকতর বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ৬৬-৬৭।

অহো! পরিণামে বিরস এবংপ্রকার বধূনামক বিষয়ে মুগ্ধ জনগণ

অত্যধিক আদর করিয়া থাকে। ইহাদিগের হাস্য ও বিলাস অনিত্য সুখরূপ ঘনোদয়ে বিদ্যুদ্বিলাসতুল্য। নিদ্রিত বা মৃত হইলে ইহাদের সে হাস্য বা বিলাস কোথায় থাকে? ৬৮-৬৯।

কেহ বা অধোমুখে বক্র হইয়া শুইয়া আছে। কেহ বা উহার পৃষ্ঠে পতিতা হইয়াছে। আর এক জন হাঁ করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অপর একজন স্কন্ধে বেণী লম্বিত করিয়া নিদ্রিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, কতকগুলা কাক উহার উপর বসিয়াছে। এই মুদিতনয়ন স্ত্রীগণ-ব্যাপ্ত আমার বাস-ভবনটি যেন আশ্চর্য্যময় একটি শ্মশানের ন্যায় হইয়াছে। ৭০।

আমি অদ্যই প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মোহ নিবৃত্তির নিমিত্ত ভগবান্‌কে দেখিতে যাইব। ৭১।

যশোদ এইরূপ চিন্তা করিয়া মহামূল্য রত্ন-পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রভাবে পুররক্ষকগণের অজ্ঞাতসারে চলিয়া গেলেন। ৭২।

নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারা নাম্নী নদীর নিকটে গিয়া যেন তিনি সংসাররূপ মরুভূমিতে বাস করার জন্য সংক্রামিত সন্তাপ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ৭৩।

ভূতভাবন ভগবান্ যশোদ আসিতেছেন দেখিয়াই প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সন্তরণবিষয়ে যেন উৎকণ্ঠিত হইলেন। ৭৪।

ভগবান্ সুবর্ণকান্তি নিজ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া ও দেহপ্রভা-দ্বারা চতুর্দ্দিকৃস্থিত অন্ধকার দূর করিয়া দূর হইতে মেঘগম্ভীর শব্দে বলিলেন,—এস এস, নিরপায় ও অনাময় পদ লাভ কর। ৭৫-৭৬।

যশোদ ভগবানের কথা শুনিয়া যেন অমৃতপূরিত হইয়া সন্তাপ ত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণেই শীতল হইলেন। ৭৭।

তিনি নদীতীরে মহামূল্য রত্ন-পাদুকা ত্যাগ করিয়া এক ডুবে নদী পার হইয়া পরপারে চলিয়া গেলেন। ৭৮।

তিনি তাপনাশক চন্দন-পাদপসদৃশ ভগবানের নিকটে গিয়া তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিলেন। ৭৯।

তৎপরে শাস্তা যশোদের জন্য অনুপম উৎকর্ষশালী ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহাদ্বারা যশোদ বৈরাগ্য লাভ করিলেন। ৮০।

ধর্ম্মবিনয় উপদেশ করার পর ভগবান্ যশোদকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতে নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে তিনি পূর্ণকাম হইলেন। ৮১।

অতঃপর সুপ্রবুদ্ধ জাগরিত হইয়া শুনিলেন যে, পুত্র নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। তখন তিনি পুত্র-বিরহে কাতর হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে নির্গত হইলেন। ৮২।

তিনি শোক, স্নেহ ও মোহে পীড়িত হইয়া যাইতে যাইতে বারা নদীর তটে পুত্রের রত্ন-পাদুকাদ্বয় দেখিতে পাইলেন এবং নদী পার হইয়া ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু ভগবানের প্রভাবে প্রতিচ্ছন্ন সম্মুখবর্ত্তী পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। ৮৩-৮৪।

তৎপরে ভগবান্ ধর্ম্মযুক্ত কথাদ্বারা সূর্য্যকিরণদ্বারা যেরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রণত সুপ্রবুদ্ধেরও মোহ নাশ করিলেন। ৮৫।

তৎপরে সুপ্রবুদ্ধ মোহমুক্ত হইয়া বিমলকান্তিসম্পন্ন পুত্রকে দেখিতে পাইলেন এবং ভগবানের অনুমতি লইয়া প্রণয়পূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ৮৬।

ভগবান্ সুপ্রবুদ্ধের গৃহে পূজা গ্রহণ করিয়া সপত্নীক সুপ্রবুদ্ধকে বিশুদ্ধ শিক্ষাপদ উপদেশদ্বারা উজ্জ্বল করিলেন। ৮৭।

তৎপরে বিমল, সবাহু, পূর্ণক ও গবাংপতি নামে মহাধনশালী চারি জন যশোদের মন্ত্রী ভগবৎসকাশে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাসক্ত ও যশদ্বারা বিখ্যাত যশোদের কথা শুনিয়া সেই স্থানে আসিলেন। ৮৮-৮৯।

পুণ্যপরিপাকে তথায় সমুপস্থিত এই চারি জনের জন্য শুদ্ধশাসন ভগবান্ পুনশ্চ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন। তখন যশোদ এবং ঐ

চারি জন ও অন্য পাঁচ জন ভিক্ষু ভগবানের নিকট অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৯০-৯১।

যশোদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অন্য পঞ্চাশ জন যশোদের সহচর শাস্তার নিকটে গিয়া সেইরূপ হইলেন। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আবার অন্য পাঁচ শত লোক ভগবানের নিকট তত্তুল্য ধর্ম্মবিনয় লাভ করিলেন। ৯২-৯৩।

তৎপরে এক দিন ভিক্ষুগণ কৌতুকবশতঃ ভগবান্‌কে যশোদের পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্ব্বজ্ঞ তাঁহাদিগকে বলিলেন। ৯৪।

পুরাকালে শিখী নামক প্রত্যেকবুদ্ধ নগরে পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বারা নদীতটে ক্ষণকাল বসিয়া ছিলেন। সেই পথে রাজা ব্রহ্মদত্তও যাইতে-ছিলেন। তদীয় অনুচর সুপ্রভ বিশ্রান্ত প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিতে পাইলেন এবং সূর্য্যের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ঘর্ম্মাসিক্ত প্রত্যেকবুদ্ধের উপরে ছত্র ধরিয়া ছায়া বিধান করিলেন। ৯৫—৯৭।

সুপ্রভ সেই প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট শিক্ষাপদ সহ ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়া চিত্ত-বৈমল্য হেতু কুশলবিষয়ে প্রণিধান করিলেন। তখন প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন যে, ভবিষ্যৎকালে শাক্য মুনির নিকট তুমি বোধি প্রাপ্ত হইবে। ৯৮-৯৯।

কালক্রমে সুপ্রভ দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুমতি নামক দেবপুত্র হইয়া বহুকাল ছিলেন। সেই পুণ্যবান্ সুপ্রভই অদ্য মঙ্গলময় যশোদ হইয়াছেন। ইহাঁর কীর্ত্তিদ্বারা বন্ধুগণও কুশল প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১০০-১০১।

পুরাকালে উদারবুদ্ধি মহারাজ কৃকি শাস্তা কাশ্যপের নির্ব্বাণ হইলে রত্নস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তদীয় তৃতীয় পুত্র যশস্বী পিতৃকৃত স্তূপে রত্ন-ছত্র দিয়াছিলেন। এই পুণ্যফলে যশোদ ইহজন্মে রত্ন-দীপ্ত ছত্রদ্বারা ভূষিত হইয়াছেন। ১০২—১০৪।

এইরূপ জন্মান্তরীয় পুণ্যদ্বারা বদ্ধমূল ও শুভ্র যশোরূপ পুষ্প-শোভিত যশোদের ধর্ম্মরূপ মহাবৃক্ষ অদ্য ফলিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া ভিক্ষুগণ বিস্মিত হইলেন। ১০৫।

যশোদাবদান নামক দ্বিষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

ত্রিষষ্টিতম পল্লব।

মহাকাশ্যপাবদান।

শক্রবায়ুবরুণাদয়: সুরা
বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যৎকৃতে।
যান্তি তৎ স্মরসুখং তৃণায়তে
যস্য কস্য ন স বিস্ময়াস্পদম্ ॥১॥

ইন্দ্র, বায়ু ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণ ও মুনিবরগণ যাহার জন্য বিকার প্রাপ্ত হন, সেই কামসুখ যাহার নিকট তৃণবৎ বিবেচিত হয়, সে জন কাহার না বিস্ময়কর হয়? ১।

মাগধ গ্রামে বিখ্যাত ধনবান্ মহাশালকুল-সম্ভূত ন্যগ্রোধকল্প নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তদীয় ভার্য্যা সুরূপা একদিন গৃহোদ্যানে বিহার করিতে করিতে পিপ্পল তরুতলে সূর্য্যসদৃশ কান্তি-সম্পন্ন একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ২-৩।

তপ্তকনককান্তি সেই বালকের জন্ম হইলে সেই পিপ্পলতরু হইতে যশঃশুভ্র একখানি দিব্য বস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইল। ৪।

পিপ্পলায়ন নামক কমললোচন সেই বালক বিদ্যা ও কলাবিদ্যায় মার্জ্জিতবুদ্ধি হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তদীয় সৌন্দর্য্যও তৎ-সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৫।

বিমলাশয় পিপ্পলায়ন বিষয়-সুখে বিদ্বেষবশতঃ পিতার প্রার্থনা সত্ত্বেও বিবাহে অনিচ্ছুক হইলেন। পিতা বংশলোপভয়ে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় তিনি পিতাকে বলিলেন যে, বিবাহ-বন্ধনে আমার ইচ্ছা নাই। ৬-৭।

পিতঃ! আমি কামকামী নহি। ব্রহ্মচর্য্য করিতেই আমার ইচ্ছা।

শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিয়া ভব-বন্ধনে বদ্ধ হইতে কে ইচ্ছা করে ? ৮।

বিবাহকালে হোমধূমদ্বারা যে চক্ষুর জল পড়িয়া থাকে, তাহা হইতেই চক্ষুজল পড়া আরম্ভ হয়। উভয়ে পরস্পর হস্তার্পণদ্বারা যে সত্যগ্রন্থি বন্ধন করা হয়, তাহাই বিপদ্‌পথে অগ্রসর হইবার সত্যপাঠ-স্বরূপ হয়। সংসারের নিয়মিত আজ্ঞানুসারে চলিবার জন্য মাল্যরূপ রজ্জুদ্বারা বন্ধন করা হয়। এরূপ বিবাহ মোহমুগ্ধ জনেরই হর্ষজনক হয়। ৯।

যাহারা বিবাহসময়ে উৎসাহিত হইয়া বালিকাদিগের নৃত্য ও বিলাসানুগত বীণা-বেণুধ্বনি শ্রবণ করে নাই, তাহাদিগের "হা পুত্র" বলিয়া বাষ্পগদগদস্বরে বধূর প্রলাপবাক্য শুনিতে হয় না। ১০।

পিপ্পলায়ন এই কথা বলিয়া অত্যন্ত আগ্রহবান্ পিতা ও মাতাকে নিপুণ শিল্পিগণ দ্বারা নির্ম্মিত একটি সুবর্ণময়ী কন্যার প্রতিকৃতি দেখাইয়া বলিলেন যে, এই প্রতিমার তুল্যবর্ণা কন্যা যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আপনার কথায় আমি বিবাহ করিব। ১১--১৩।

ন্যগ্রোধকল্প পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া স্বর্ণপ্রতিমা তুল্য ব্রাহ্মণকন্যা দুর্ল্লভ বিবেচনায় নিরাশ হইয়া অধোমুখ হইলেন। ১৪।

তিনি নিরানন্দ ও নিস্পন্দ হইলে তদীয় সুহৃৎ চতুরক নামক একটি ব্রাহ্মণ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকক্লান্ত ন্যগ্রোধকল্পের নিকট আসিয়া বলিলেন। ১৫।

যাহা প্রযত্নদ্বারা হইতে পারে, সে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে। এই আমি কনকপ্রভা কন্যা অন্বেষণ করিতে চলিলাম। ১৬।

ব্রাহ্মণ এইরূপে বন্ধুর ধৈর্য্য বিধান করিয়া সুবর্ণপ্রতিমাটি গ্রহণ পূর্ব্বক দেশভ্রমণে গেলেন। তিনি প্রতিমাটি মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া এবং দেবতা-চিহ্ন একটি ছত্র দিয়া "এই প্রতিমাটি

কন্যাগণের পূজনীয়”, এই কথা প্রচার করিতে করিতে চতুর্দ্দিক্ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৭-১৮।

তিনি নগরে, গ্রামে ও পথে প্রতিমা পূজার জন্য উপস্থিত বহু কন্যা দেখিলেন, কিন্তু তত্তুল্য একটিও দেখিতে পাইলেন না। ১৯।

তৎপরে একদিন বৈশালী নগরীতে কপিল নামক ব্রাহ্মণের ভদ্রা-নাম্নী কন্যাটি হেমপ্রতিমা অপেক্ষাও অধিক কান্তিমতী দেখিতে পাইলেন। ২০।

বৈরাগ্য ও বিবেকবতী ঐ কন্যা বিবাহবিমুখী ছিল। ব্রাহ্মণ কপিলের নিকট বংশ-বিবরণ বর্ণনা করিয়া ঐ কন্যাটি প্রার্থনা করিলেন। ২১।

কন্যার পিতা তাঁহাকে বলিলেন,—কাশ্যপ-গোত্রসম্ভূত ন্যগ্রোধ-কল্পের বংশ বিখ্যাত সদ্বংশ; কিন্তু ধনবান্ দেখিয়া প্রযত্ন পূর্ব্বক কন্যা দান করা উচিত। দরিদ্রের ঘরে দিলে কন্যা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগদ্বারা পিতার মন দগ্ধ করে। ২২-২৩।

কলহাসক্তা পত্নী, নির্দ্ধন জনে প্রদত্তা কন্যা এবং ব্যসনাসক্ত পুত্র, এই তিনটিই তপ্ত সূচীর ন্যায় অসহ্য বলিয়া মনে হয়। ২৪।

জলনিধি পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে নিজ কন্যা লক্ষ্মী প্রদান করিয়া তৎপরে বলি রাজার নিকট প্রার্থনা করায় বামন (অর্থাৎ ক্ষুদ্র) বলিয়া জানিতে পারিয়া হৃদয়াসক্ত বড়বানলরূপ শোকে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই তীব্র সন্তাপ তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ২৫।

অতএব ধনবান্ অন্বেষণ করিয়া এবং তাহার বিভবের উন্নতি দেখিয়া সৎকুলে কন্যা দান করিব। সদ্গুণাদি সকলই ধনের অধীন। ২৬।

ব্রাহ্মণ কন্যার পিতা ও তদীয় কন্যাগণের এইরূপ কথা শুনিয়া তাহাই হইবে বলিয়া কুমারের পিতার নিকট গেলেন। ২৭।

ন্যগ্রোধকল্প সুবর্ণবর্ণা কন্যা পাওয়া গিয়াছে, এই কথা বন্ধুর মুখে শুনিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। ২৮।

পিপ্পলায়ন কন্যাটি ব্রহ্মচর্য্যাভিলাষিণী শুনিয়া নিজেই যাচক-বেশে কপিলের গৃহে গেলেন। ২৯।

তিনি তথায় অতিথিসৎকার লাভ পূর্ব্বক কন্যাটিকে দেখিয়া এবং তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যার্থিনী জানিতে পারিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া বলিলেন।৩০।

হে কল্যাণি! আমি ব্রহ্মচর্য্যাভিলাষী পিপ্পলায়ন নামক ব্রাহ্মণ। আমারই জন্য সেই ব্রাহ্মণ যত্নসহকারে তোমায় প্রার্থনা করিয়াছেন।৩১।

আমি বিবাহে অনিচ্ছুক, কিন্তু পিতার অত্যন্ত প্রার্থনায় এ কার্য্য করিতেছি। হে ভদ্রে! তুমিও আমারই ন্যায় বিবাহ-বিমুখী। ভাগ্য-ক্রমে তুল্যসমাগমই হইয়াছে। ৩২।

ভদ্রা পিপ্পলায়নের এই কথা শুনিয়া হর্ষসহকারে তাঁহাকে বলি-লেন,—আমাদের এ বিবাহ কোনরূপ বিরুদ্ধ নহে। ইহাতে শম ও সংযমের কোন হানি হইবে না। ৩৩।

তৎপরে পিপ্পলায়ন সমুচিত পত্নীলাভে হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া নিজ ভবনে গমন পূর্ব্বক পিতার কথায় সম্মত হইলেন। ৩৪।

কপিলও অনন্ত ধনশালী অন্বেষণ করিয়া পিপ্পলায়নকেই রত্নালঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করিলেন। ৩৫।

মহাসমারোহে তাঁহাদের বিবাহোৎসব সমাধা হইলে সেই সমাগমে ব্রহ্মচর্য্য লোপ হইল না এবং কোন প্রকার মনের বিকারও হইল না। ৩৬।

সংযমশীল বর-বধূর সৌন্দর্য্য ও যৌবন সত্ত্বেও কন্দর্পের আজ্ঞা ভঙ্গ হওয়ায় তাহার প্রভাবের হানি হইল। ৩৭।

তাঁহারা পর্য্যায়ক্রমে একজন নিদ্রিত হইলে একজন জাগরিত থাকিতেন। এইরূপে তাঁহারা শয়নকালে স্পর্শ রক্ষা করিতেন। ৩৮।

এক দিন ভদ্রা নিদ্রায় মুদিতনয়ন হইলে পিপ্পলায়ন শয্যাপ্রান্তে একটি কাল-সর্প দেখিতে পাইলেন। ৩৯।

তৎপরে তিনি দয়াবশতঃ পার্শ্বে লম্বমান ভদ্রার বাহুলতা চামর-প্রান্ত দ্বারা উৎক্ষিপ্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা রক্ষিত করিলেন। ৪০।

সকম্প কুচদ্বয়োপরি দোলায়মানহারা হরিণনয়না ভদ্রা সহসা বাহুচালনে ত্রস্ত হইয়া পতিকে বলিলেন। ৪১।

আর্য্যপুত্র! আপনি সত্যবাদী। কেন আপনি প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইলেন? কি জন্য আপনার চিত্তবিভ্রম হইল? লজ্জাবহা এরূপ বিকার-দশা কেন আপনার উপস্থিত হইল? ভূধরও ধৈর্য্য-মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু সাধু জন কখনও মর্য্যাদা ত্যাগ করেন না। ৪২-৪৩।

পিপ্পলায়ন ভদ্রার এই কথা শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—ভদ্রে! স্বপ্নকালেও আমার মনের বিকার হয় না। কিন্তু এই ভীষণ কৃষ্ণ-সর্প এখানে রহিয়াছে; তোমার হস্তটি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, এজন্য ভয়ে আমি রক্ষা করিয়াছি। ৪৪-৪৫।

ভদ্রা পতির এই কথা শুনিয়া শঙ্কা ত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন,—আপনি সত্যনিষ্ঠ। আপনার বুদ্ধি কামদ্বারা মলিন হয় নাই, ইহা বড় সৌভাগ্য। ৪৬।

সর্প বরং ভাল, ইহা হইতে তত ভয় নাই। অনুরাগরূপ সর্প হইতেই বেশী ভয় হয়। সর্প একটি দেহ নাশ করে, কিন্তু কাম শত দেহের বিনাশকারী হয়। ৪৭।

কামবিকারই রক্ষা করা উচিত। ভদ্রা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পিপ্পলায়ন তাঁহার সংযমের বহু প্রশংসা করিলেন। ৪৮।

কালক্রমে ন্যগ্রোধকল্প স্বর্গগত হইলে পিপ্পলায়ন প্রভূত সম্পদ্ থাকা হেতু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ৪৯।

একদিন তিনি বৃষদিগের তৈলপানের জন্য তিলপীড়ন-কার্য্যে ভদ্রাকে আদেশ করায় ভদ্রা পরিচারিকাগণকে নিযুক্ত করিলেন। ৫০।

পরিচারিকাগণ তিলপীড়নকালে তৈলকুম্ভে পতিত ও অবসাদ-প্রাপ্ত কতকগুলি ক্ষুদ্র কীট দেখিয়া দয়াবশতঃ পরস্পর বলিতে লাগিল,—হায়! এই বহু প্রাণি-বধের জন্য আমাদের মহাপাপ হইল। অথবা এ পাপ সমস্তই ভদ্রার হইবে, তাঁহার কথায় আমরা এ পাপকার্য্য করিয়াছি। ৫১-৫২।

গৃহমধ্যস্থিতা ভদ্রা এই কথা শুনিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়েই তদীয় পতি তথায় আসিয়া একান্তে ভদ্রাকে বলিলেন। ৫৩।

ভদ্রে! আমি গৃহভার বহন করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, আর সহিতে পারি না। কৃষিক্লেশে বৃষগণ পীড়িত হইতেছে, ইহাদের প্রাণহিংসা করিয়া কৃষিকার্য্য করা আমার অভিপ্রেত নহে। ৫৪।

এই সকল অসার সুখসম্পদ্ পরিণামে বড়ই কষ্টদায়ক। ইহা আস্বাদন করিলে নল-তৃণের শাখা আস্বাদনের ন্যায় ব্যথাজনক হয়।৫৫।

ক্লেশরূপ শৈবাল-জালযুক্ত এবং পাপরূপ পঙ্কময় গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহিগণ জরদ্গব যেরূপ পঙ্কে অবসন্ন হয়, তদ্রূপ অবসাদ প্রাপ্ত হয়। ৫৬।

অতএব গৃহসম্পদ্ আমাদের ত্যাগের যোগ্য হইতেছে। পিপ্পলায়ন এই কথা বলিয়া পত্নীর অনুমোদনক্রমে শান্তির জন্য স্থিরনিশ্চয় হইলেন। ৫৭।

তিনি গৃহ, পরিচ্ছদ ও সমস্ত ধন প্রার্থিগণকে দান করিয়া সমস্ত আশারূপ পাশ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।৫৮।

তিনি কাশ্যপগোত্র-সম্ভূত বলিয়া মহাকাশ্যপ নাম প্রাপ্ত হইলেন। তৎকালে কাশ্যপ নামক সম্যক্ সংবুদ্ধের নিকট তিনি উপস্থিত হইলেন। ৫৯।

তিনি বহুপুত্র নামক চৈত্যমূলে অবস্থিত কাশ্যপের নিকট গিয়া তাঁহা হইতে ধর্ম্মবিনয় শিক্ষা করিয়া বোধি প্রাপ্ত হইলেন। ৬০।

ভদ্রাও বৈরাগ্য-পথে ধর্ম্মবিনয় লাভ করিয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে উজ্জ্বল কুশল প্রাপ্ত হইলেন। ৬১।

ভিক্ষুগণ মহাকাশ্যপকে দেবগণের বন্দনীয় দেখিয়া ভগবানের নিকট তাঁহার পুণ্যের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন। ৬২।

যখন কোনও খাদ্য শস্যাদি পাওয়া যাইত না এবং ভিক্ষাও মিলিত না, সেই বিষমতর সময়ে কাশীপুরীতে এক দরিদ্র পুরুষ নিজের ভোজনদ্রব্য দান করিয়া তগরশিখীকে পূজা করিয়াছিলেন।৬৩।

তদীয় পুত্র কৃকি রাজার নির্ম্মিত রত্নখচিত চৈত্যে মণিমণ্ডিত বিচিত্র একটি কনকচ্ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল। ইহাই মহা কুশলের মূল। ৬৪।

জন্মদ্বয়ে সঞ্চিত মহাপুণ্যফলে ইনি মহাকাশ্যপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত হইয়া সেই কুশলমূলের ফলস্বরূপ অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ৬৫।

মহাকাশ্যপাবদান নামক ত্রিষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

চতুঃষষ্টিতম পল্লব।

সুধন-কিন্নর্য্যবদান।

অভিনবকিসলয়কোমলমনসামপি কুলিশকঠিনধৈর্য্যাণাম্।
মহতাং মণিবিমলানামপি ভবতি ন রাগসংক্রান্তিঃ ॥১॥

মহাজনের চিত্ত নব-কিশলয়ের ন্যায় কোমল হইলেও তাঁহাদের ধৈর্য্যবৃত্তি বজ্রের ন্যায় কঠিন। তাঁহাদের মন স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল হইলেও তাহাতে অনুরাগাদি সংক্রামিত হয় না। ১।

সর্ব্বভূতে দয়াবান্ শাস্তা যে যে সময়ে পিতা কর্ত্তৃক শাক্যভবনে দর্শন দিবার জন্য প্রার্থিত হইয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিতেন, সেই সময়েই প্রাসাদবর্ত্তিনী, মৃগনয়না যশোধরা কান্তিদ্বারা সকলের বিস্ময়কর নিজ দয়িতকে দেখিয়া তদীয় সঙ্গম ও আলিঙ্গনে নৈরাশ্য-বশতঃ বিষমূর্চ্ছিতার ন্যায় দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেন। ধৈর্য্যবৃত্তি সখীর ন্যায় তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তিনি সৌধ হইতে নিজ দেহ পাতিত করিতেন। ২—৪।

পল্লববৎ কোমলাঙ্গী সাধ্বী যশোধরা যখনই এইরূপে নিজ দেহ পাতিত করিতেন, তখনই দয়ার্দ্রনয়ন ভগবান্ কামমোহিতা যশোধরাকে রক্ষা করিতেন। ৫।

তৎপরে এক দিন বনান্তবর্ত্তী ভগবান্ কৌতুকবশতঃ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দন্তকান্তিরূপ জ্যোৎস্না দ্বারা অধরস্থিত রাগ যেন নিবারিত করিয়া বলিলেন। ৬।

যশোধরা যে আমার বিরহে কাতর হইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য করে, ইহা কামবিকারের স্বভাব। ইহাতে ধৈর্য্য থাকে না এবং মোহ উদয় হয়। ৭।

আমিও পূর্ব্বজন্মে কামমোহিত হইয়া তাহার বিরহে সন্তাপ ও প্রভৃত দুঃখসহ খেদ অনুভব করিয়াছি। ৮।

পুরাকালে অমরপুরী অপেক্ষাও অধিক শোভান্বিত হস্তিনাপুরে সর্ব্বগুণের আধার ধন নামে এক রাজা ছিলেন। ৯।

ইনি ভুজদ্বারা পৃথিবী আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সরস্বতীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্মীকে ভূষিত করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র কীর্ত্তিকেই দূরে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ১০।

কালে তদীয় জায়া রামার গর্ভে সুধন নামে এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ইহাঁর জন্মের সঙ্গেই শত শত নিধান উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্যই ইনি বিখ্যাত হইলেন। ১১।

সুধন সর্ব্ববিদ্যারূপ কুমুদিনীর বিকাশক, নির্ম্মলকান্তি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সদা শোভিত হইতেন। ১২।

বিখ্যাত পরাক্রমশালী ও মানী রাজা মহেন্দ্রসেন রাজা ধনের সন্নিধানেই থাকিতেন। ইনি প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন এবং দুঃসহ দণ্ডদ্বারা প্রজাগণকে পীড়িত করিতেন। ১৩-১৪।

অধর্ম্মপ্রবৃত্ত মহেন্দ্রসেনের রাজধানীতে কোনরূপ পুণ্যোৎসব হইত না এবং লোকে নানা সন্তাপে সন্তপ্ত হইত। অধিক কি, তথায় এক বিন্দু বৃষ্টিপাতও হইত না। ১৫।

একে রাজা প্রতিকূল, তদুপরি দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিপৎ কালেই নানাপ্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৬।

তৎপরে নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট পুরবাসিগণ রাজার পীড়নে উদ্বিগ্ন হইয়া সকলে একত্র মিলিত হইয়া চিন্তা করিল। ১৭।

দোষের আকর ও নির্ব্বোধ রাজা নূতন কর স্থাপন দ্বারা নিশাকর যেরূপ নলিনীকে পীড়িত করে, তদ্রূপ প্রজাগণকে পীড়িত করিতেছে। ১৮।

ব্যসনাসক্ত ও অসৎ মন্ত্রিগণের মতানুবর্ত্তী এই রাজা আমাদিগকে পীড়ন করিয়া বিট, চেট ও গায়নগণকে পোষণ করিতেছে। ১৯।

তাহার উপর রাজার পাপে অনাবৃষ্টি হওয়ায় লোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ২০।

উগ্রপ্রকৃতি রাজা, কটুভাষী ও মূর্খ রাজভৃত্যগণ, কপটাচারী ও কদর্য্যস্বভাব অমাত্যগণ, বিষম কটুভাষী ও কোপনস্বভাব পদস্থ কায়স্থগণ, ইহারা সকলেই দারুণ এবং দীন প্রজাগণের পীড়ক। ইহা কিরূপে সহ্য করা যায়? ২১।

শ্রীমান্ রাজা ধন প্রজাপালক বলিয়া শুনা যায়। আমরা ধন রাজার নগরে যাইব। তিনি প্রজাবৎসল, আমাদিগকেও তিনি পালন করিবেন। ২২।

যে রাজা প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় দেখেন, তাঁহার রাজ্যে বাস করা পিতৃগৃহে বাসের তুল্য এবং জীবিকাও তথায় ভালরূপ নির্ব্বাহ হয়। ২৩।

প্রজাগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া হস্তিনাপুরে গেল। দেহও অপায়যুক্ত হইলে তাহা ত্যাগ করিতে হয়। দেশ বা গৃহ এরূপ অবস্থায় যে ত্যাগ করিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। ২৪।

তখন রাজা মহেন্দ্রসেন নিজ রাজধানী জনশূন্য দেখিয়া অনুতাপ-বশতঃ ক্রোধ সহকারে অমাত্যগণকে বলিলেন। ২৫।

আমার পুরবাসিগণ ধনশালী রাজা ধনের রাজধানীতে গিয়াছে। এ কথা আমি গুপ্তচরগণের মুখে শুনিয়াছি। ২৬।

যদি তাহারা দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হইয়া আমার শত্রুর রাজ্যে গিয়া থাকে, তাহা তাহাদের ভুল। কারণ, দৈব বিপ্লব পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। ২৭।

অথবা রাজার দোষে সুখেচ্ছাপ্রযুক্ত যদি তাহারা গিয়া থাকে,

তাহাও ভুল। কারণ, কোন রাজার রাজ্যেই প্রজাগণ রাজার বেগার খাটা, রাজদণ্ড এবং রাজকর হইতে নিষ্কৃতি পায় না। ২৮।

লোক প্রায়ই পরিচিতের প্রতি বিদ্বেষী ও নূতন নূতন বস্তুব অভিলাষী হয়। দূরস্থ সকলেই সকলের প্রিয় হয়। ২৯।

আমাদিগের অপেক্ষা অধিক কি গুণ ধন রাজার আছে, যাহাতে সে পরের জায়াসদৃশ পরের প্রজাগণকে হরণ করে? ৩০।

অতএব তাহার দর্পনাশের জন্য একটা উপায় চিন্তা কর। যাহাতে তাহার সমৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সমৃদ্ধি কারণের ব্যাঘাত কর। ৩১।

রাজার এই কথা শুনিয়া অমাত্যগণ বলিল,—মহারাজ! যে কারণে ধন রাজা ধন-জনে বৰ্দ্ধিত হইয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩২।

ধন রাজার রাজ্যে চিত্র নামে একটি মহাসর্প আছে। ঐ সর্পটি বহু জল বর্ষণ করে। সেইটিই রাজার মূর্ত্তিমান্ পুণ্যের অভ্যুদয়-স্বরূপ। ৩৩।

সেই সর্পের প্রভাবে অকালে শস্যনিষ্পত্তি হয়। রাজাদিগের সকল সম্পদ্ই কৃষিসম্পদ্মূলক হইয়া থাকে। ৩৪।

অতএব কোনরূপ বিদ্যাবলে যদি সেই সর্পটিকে সংহার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল প্রজাই আপনার আশ্রয়ে আসিবে। ৩৫।

প্রদীপ্তমন্ত্রবলশালী কোন একটি সাধক পুরুষকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদ্বারা নাগরাজ-হরণে শীঘ্র উদ্যোগ করুন। ৩৬।

রাজা অমাত্যগণের এই কথা শুনিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। খলগণ নিজে গুণাৰ্জ্জন করিতে পারে না, কিন্তু পরদোষ-সম্পাদনে খুব উদ্যমশীল হয়। ৩৭।

তৎপরে মন্ত্রিগণ প্রভূত সুবর্ণদান ঘোষণা করিয়া নাগবন্ধনে উপযুক্ত একজন মন্ত্রজ্ঞ লোককে পাইলেন। ৩৮।

বিদ্যাধর নামক সেই মন্ত্রজ্ঞ পুরুষকে বহু সুবর্ণ দান করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক রাজা সেই চিত্র নামক নাগরাজকে আনিবার জন্য প্রার্থনা করায় তিনি তজ্জন্য হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। ৩৯।

তথায় স্নিগ্ধ শ্যামল পাদপ-শোভিত কাননপ্রান্তে তিনি আকাশ-প্রভ নাগরাজের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। ৪০।

সে স্থানটি বকুল-মালা ও তিলকবৃক্ষ-শোভিত বনলক্ষ্মীর সম্মুখস্থ মণ্ডনকার্য্যোপযুক্ত মণিদর্পণের ন্যায় বিবেচিত হইত। ৪১।

সুবর্ণলাভাশায় মলিনমানস সেই সাধক নির্ম্মলজলযুক্ত সেই স্থানটি দেখিয়া মন্ত্রধ্যানে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং সিদ্ধির জন্য দিগ্বন্ধন করিলেন। ৪২।

অত্যুগ্রতেজা সাধক দিগ্বন্ধন করিলে পর নাগরাজের মস্তকে অতিশয় ব্যথা হইল এবং তাঁহার ফণামণি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ৪৩।

তৎপরে জলমধ্যে অদৃশ্য নাগরাজ জল হইতে উত্থিত হইয়া এবং সেই মন্ত্রসাধককে দেখিয়া বন্ধনভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া চিন্তা করিলেন। ৪৪।

পিঙ্গলবর্ণ ভ্রূযুগল ও শ্মশ্রুমণ্ডিত এবং বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল-লোচন অকাল কালসদৃশ এই সাধক নাগকুল ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়াছে। ৪৫।

এই দুরাত্মা ইতিমধ্যেই বনমধ্যে দিগ্বন্ধন করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত আমাকে বন্ধন করিতে না পারে, তাহার মধ্যেই একটা উপায় করা উচিত। ৪৬।

এই জলাশয়ের প্রান্তে মহর্ষি বল্কলায়ন বাস করেন। তিনি সাধু পুরুষ; বোধ করি, তিনি আমায় রক্ষা করিতে পারিবেন না। ৪৭।

তাঁহার আশ্রমে পদ্মক নামক যে ব্যাধটি তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া থাকে, সেই আমাকে রক্ষা করিবার যোগ্য। ৪৮।

নাগরাজ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া লুব্ধকের নিকটে গেলেন এবং নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বন্ধন হইতে রক্ষা প্রার্থনা করিলেন। ৪৯।

নাগরাজ সাধককে বধ করিবার জন্যই প্রার্থনা করিলেন। ধনুর্দ্ধারী লুব্ধক সেই স্থানে আসিয়া সাধককে মন্ত্রধ্যানে নিশ্চল দেখিতে পাইলেন। ৫০।

ইত্যবসরে সাধক অগ্নিতে আহুতি দিয়া নাগরাজের বন্ধনে উৎসুক হইয়া নাগরাজকে আকর্ষণ করিল। ৫১।

ফণিপতি মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইলে তদীয় বাসস্থান জলাশয় হইতে সশব্দ বুদ্বুদ উত্থিত হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, জলাশয় বিষাদ হেতু রোদন করিতেছে। ৫২।

ভয়বিহ্বল নাগ-বধূগণের দীর্ঘনিশ্বাস-বেগে সমুদিত ফেণমালাযুক্ত জলাশয়ের জল যেন তরঙ্গরূপ হস্তে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া কম্পিতকলেবরে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিল। ৫৩।

সাধক বিদ্যাবলে গারুড় মন্ত্রপ্রভাবে নাগরাজকে বন্ধন করিলে এবং গর্ত্তের বিস্তার সঙ্কোচিত করিয়া জলাশয়ের উপর টানিয়া আনিলে পর লুব্ধক ধনু আকর্ষণ করিয়া বিষদিগ্ধ বাণদ্বারা সেই সুবর্ণলুব্ধ সাধককে বিদ্ধ করিল। বাণ-বিদ্ধ হইবামাত্র সাধক নাগরাজকে ছাড়িয়া দিল এবং লুব্ধক আসিয়া করবালদ্বারা তাহার প্রাণনাশ করিল। ৫৪—৫৬।

সাধকের সেই সিদ্ধ বিদ্যা লোভবশতঃ অন্যের অনিষ্ট করিতে গিয়া তাহার নিজেরই বিনাশের কারণ হইল। ৫৭।

বিদ্যা, বিভব ও শক্তি পরের অনিষ্টের জন্য প্রযুক্ত হইলে তাহা সেই মোহান্ধ প্রযোজকের প্রাণ নাশ করিয়া নিজেও নষ্ট হয়। ৫৮।

তৎপরে কৃতজ্ঞ নাগরাজ হর্ষান্বিত হইয়া লুব্ধকের স্নেহে লোভ-বশতঃ তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া রত্নলতা-শোভিত উদ্যানে মণিময়

গৃহে রাখিয়া বহু সমাদর করিলেন এবং কিছুদিন তাহাকে তথায় রাখিলেন। ৫৯-৬০।

এক দিন নাগরাজ কর্ত্তৃক পূজ্যমান লুব্ধক বিদ্যুদ্দামসদৃশ অমোঘ-নামক পাশ অস্ত্র দেখিয়া বিস্মিত হইল এবং নাগ-কথিত পাশ অস্ত্রের প্রভাবের কথা শুনিয়া লোভবশতঃ সেইটি প্রার্থনা করিল। ৬১-৬২।

নাগরাজ সমরক্ষেত্রে অজেয় এবং দেবগণেরও বন্ধনে সমর্থ সেই প্রাণাপেক্ষাও অধিক পাশটি লুব্ধককে প্রীতিসহকারে দান করিলেন।৬৩।

লুব্ধক পাশটি পাইয়া নাগরাজকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে নিজ স্থানে গেল এবং নাগপ্রভাবে প্রাপ্ত সম্পদ্ বহুকাল ভোগ করিয়া অবশেষে উৎপলক নামক পুত্রকে পাশটি দিয়া পরলোকগত হইল।৬৪-৬৫।

তদীয় পুত্র উৎপলকও পিতার নিয়ম পালন করিত এবং বংশের নিয়ম অনুসারে মুনি বল্কলায়নের পরিচর্য্যা করিত। ৬৬।

তৎপরে একদিন বিশ্রান্ত মুনির সম্মুখস্থ উৎপলক শ্রুতিসুখকর, মধুর, অস্পষ্ট গীতধ্বনি শুনিতে পাইল। ৬৭।

গীতশ্রবণে বনের হরিণগণ নিস্পন্দভাবে চিত্রপুত্তলির ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়া উৎপলক বিস্ময় সহকারে মুনিকে জিজ্ঞাসা করিল। ৬৮।

কমলবন্ধনে সংরুদ্ধ ভ্রমরধ্বনির ন্যায় এবং কোকিলের কুহুরবের ন্যায় এই মধুর গীতধ্বনি কোথা হইতে শুনা যাইতেছে? ৬৯।

ব্যাধপুত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করায় মুনি তাহাকে বলিলেন যে, মধুরস্বর কিন্নর-কন্যাগণ গান করিতেছে। ৭০।

কিন্নররাজ দ্রুমের কন্যা মনোহরা পঞ্চশত অন্যান্য কন্যাগণ সহ মিলিত হইয়া নাগভবনে ক্রীড়া করিতেছে। ৭১।

ব্যাধপুত্র এই কথা শুনিয়া কৌতুকবশতঃ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে, মনুষ্যমধ্যে কেহ কি কিন্নর-কন্যা লাভ করিতে পারে না? ৭২।

মুনি তাহাকে বলিলেন যে, অমোঘ নামক পাশ যাহার হস্তগত আছে, সে কিন্নর-কামিনীকে হরণ করিতে পারে। ৭৩।

ব্যাধপুত্র উৎপলক এই কথা শুনিয়া মুনিকে প্রণাম পূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে পাশটি গ্রহণ করিয়া নাগরাজ-ভবন-সন্নিধানে গমন করিল।৭৪।

তথায় সে ক্রীড়াবিলাসে আসক্ত, বায়ুচালিত হেমলতার ন্যায় সুন্দর কিন্নরীগণকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তিনী স্নানোত্থিতা মনোহরাকেও দেখিল। মনোহরাকে দেখিয়া বোধ হয় যেন, মহাদেবের নয়নাগ্নিদ্বারা দগ্ধ কন্দর্পের নির্ব্বাণের জন্য জলদেবতা আসিয়াছেন। ৭৫-৭৬।

কন্দর্প-বিলাসরূপ তরঙ্গযুক্ত যৌবন-সাগরে শৈশব মগ্ন হইতেছে। এই হেতু তাহার অবলম্বনের জন্য যেন মনোহরা বক্ষঃস্থলে দুইটি কুম্ভ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার পরিধেয় দিব্যবস্ত্রোপরি মেখলাদাম সংলগ্ন থাকায় বোধ হয় যেন, জল-কেলিকালে জলের ফেণা তাঁহার বস্ত্রে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহা এখনও রহিযাছে। লাবণ্যপ্রবাহ সদৃশ উজ্জ্বল হারের কান্তিদ্বারা জ্যোৎস্নাময় রজনীর ন্যায় তাঁহাকে সুন্দর দেখাইতেছে। কর্ণাভরণস্থ রত্নের কিরণদ্বারা ও কর্ণোৎপলদ্বারা শোভিত তদীয় কপোলদ্বয়ে জলক্রীড়াবশতঃ প্রোঞ্ছিত পত্রলতা পুনর্ব্বার চিত্রিত করা হইতেছে। সখী কস্তূরী-রেখাদ্বারা কপালে টিপ্ পরাইয়া দিতেছে। তাহাতে চন্দ্রে কলঙ্ক থাকার জন্য মনোহরার মুখাপেক্ষা হীনতাজ্ঞানে চন্দ্রের যে মনঃক্লেশ ছিল, তাহা দূর করা হইতেছে। ৭৭—৮১।

লুব্ধক মনোহরাকে দেখিয়া বিস্ময়াবেশে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ঝটিতি অমোঘ নামক পাশবন্ধনটি সজ্জিত করিল। ৮২।

তৎপরে হরিণনয়না কিন্নরীগণ পাশহস্ত লুব্ধককে দেখিয়া ভয়বশাৎ চকিতভাবে সহসা আকাশে উৎপতিত হইল। ৮৩।

লুব্ধক লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত ঝটিতি পাশবন্ধন নিক্ষিপ্ত করিয়া সেই চকিতলোচনা মনোহরাকে হরিণীর ন্যায় গ্রহণ করিল। ৮৪।

মনোহরা পাশবদ্ধ হইয়া লুব্ধক কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় কষ্টদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছাবশতঃ মুদিতনয়ন হইয়া কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ৮৫।

তিনি যূথভ্রষ্টা করিণীর ন্যায় স্বজন-দর্শন-মানসে সভয়ে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণপূর্ব্বক লুব্ধককে বলিলেন। ৮৬।

ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও, অতি দৃঢ়রূপে আমাকে বন্ধন করিয়াছ, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমায় রক্ষা কর। ক্রূর জনেরাও শোকার্ত্তের প্রতি দয়ালু হয়। ৮৭।

লোভবশতঃ দিব্য কন্যাকে যদি অন্যায় কার্য্যে প্রযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে সে প্রদীপ্ত বিদ্যার ন্যায় তখনই সাধককে দগ্ধ করে। ৮৮।

হে ধীমন্! বিচারপূর্ব্বক আমাকে যোগ্য জনের হস্তে প্রদান করিলে তোমার অবশ্যই মহাধর্ম্ম ও ধনাগম হইবে। ৮৯।

এই পাশবন্ধন-ক্লেশ আমি সহিতে পারিতেছি না, বন্ধন মোচন কর। আমি স্বয়ং তোমার অভিমত গন্তব্য স্থানে যাইতেছি। ৯০।

বন্ধন মোচন করিলে আমি আকাশে উড়িয়া যাইব না। যাহার বলে আমি আকাশে যাইতে পারি, সেই চূড়ারত্নটি দিতেছি, গ্রহণ কর। ৯১।

কিন্নরী সজলনয়নে এই কথা বলিলে লুব্ধক দয়ার্দ্র হইয়া চূড়ামণি গ্রহণ পূর্ব্বক পাশবন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে বলিল। ৯২।

হে কল্যাণি! আশ্বস্ত হও, শোক করিও না। আমি নিজেচ্ছায় অযোগ্য জনের হস্তে তোমাকে প্রদান করিব না। ৯৩।

গুণরূপ রত্নের আকর, মহোদধিস্বরূপ, শ্রীমান্ সুধন নামে এক রাজপুত্র আছেন। তাঁহার কীর্ত্তিরূপ অমৃত-তরঙ্গদ্বারা সকল দিক্

পূরিত হইয়াছে। তিনি বিদ্যার আদর্শস্বরূপ, কলাবিদ্যায় নিপুণ, সচ্চরিত্র ও নিজ বংশের তিলকস্বরূপ। হে সুভ্রু! দান ও উপভোগ-যুক্ত সুখোৎসব যেরূপ সম্পদের সমুচিত, তদ্রূপ পৃথিবীর আভরণ-স্বরূপ রাজপুত্র সুধনই তোমার সমুচিত যোগ্য পাত্র। পৃথিবীর চন্দ্র-স্বরূপ সেই রাজপুত্র সুধন দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরদিগের সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন। ৯৪---৯৭।

বন্ধুবর্গ-বিয়োগে কাতরা মনোহরা লুব্ধক কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া হরিণীর ন্যায় করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৯৮।

ইত্যবসরে রাজপুত্র সুধন মৃগয়া-কৌতুকবশতঃ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া বিন্ধ্যগিরি-তটে প্রস্থান করিলেন। পরে ক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৯৯।

তাঁহার রথনির্ঘোষে ময়ূরগণ নৃত্য করায় তখন উহা যেন বন-লক্ষ্মীর নীল দুকূলের ন্যায় বোধ হইল। ১০০।

সুধনের কপোলস্থিত শ্রমজনিত স্বেদবিন্দুগুলি কুণ্ডলপ্রান্তস্থ কমনীয় মুক্তাফলের প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ১০১।

সুধন দন্তকান্তিদ্বারা সম্মুখস্থ অশ্বখুরোত্থাপিত রজঃপুঞ্জ যেন পরিহৃত করিয়া সারথিকে বলিলেন। ১০২।

অহো! বায়ুসদৃশ বেগশালী ও মনোরথসদৃশ দ্রুতগামী রথদ্বারা আমরা কতটা ভূমি লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছি? আমাদের সৈন্যগণ কতদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে? ১০৩।

মন্দ বায়ুর হিন্দোলনে চালিত পিপ্পল-পল্লবশোভিত ও হরিণগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত এবং দূর্ব্বাচ্ছাদিত এই ভূমিটি অতি মনোহর। ১০৪।

নবপল্লবরূপ ওষ্ঠদ্বারা শোভিত ও পুষ্পগুচ্ছরূপ স্তনমণ্ডিত এবং মন্দ বায়ুদ্বারা চালিত এই মঞ্জরীগুলি যেন সোৎকণ্ঠা নারীর ন্যায় জৃম্ভা করিতেছে। ১০৫।

মরকত মণির ন্যায় শ্যামবর্ণ, শষ্পরূপ কঞ্চুকাচ্ছাদিত এবং কুসুম-রজঃদ্বারা রঞ্জিত এই বনভূমির অতিশয় শোভা হইয়াছে। ১০৬।

এই হরিণীগণ ভয়ে গ্রীবা বক্র করিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। ইহাদের চঞ্চল নয়নগুলি যেন নীলোৎপল-বনের ন্যায় দেখাইতেছে। ১০৭।

জ্যোৎস্নাঙ্কুরের ন্যায় কমনীয় দন্তযুক্ত ও পল্লীবাসী রমণীগণের স্তনসদৃশ কুম্ভ-শোভিত এবং রথচক্রের ধ্বনি শুনিয়া নিশ্চলকর্ণ এই হস্তি-শাবকগণ আমার রথটি সাগ্রহে বিলোকন করিতেছে। ১০৮।

নির্ম্মল নর্ম্মদাতীর-জাত লতাস্থিত পুষ্পের মধু পান করিয়া মত্তের ন্যায় আঘূর্ণিত এই বিন্ধ্যপর্ব্বতীয় বায়ু শবরীগণের নিতম্ব-লম্বিত ময়ূরপুচ্ছ আন্দোলিত করিয়া যেন বনক্রীড়ায় উদ্যত হইয়াছে। ১০৯।

রাজপুত্র বন-শোভা দেখিয়া এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে নির্জ্জন স্থান হইতে সমাগত কিন্নরীর করুণ স্বর শুনিতে পাইলেন। ১১০।

কৃপানিধি ও সদ্‌গুণের আদর্শ রাজপুত্র সেই ধ্বনি শুনিয়াই কৌতুকবশতঃ তথায় গিয়া সেই মৃগনয়না মনোহরাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি সজলনয়নে লুব্ধকের কাছে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্যাধ-ভয়ে উদ্বিগ্না বনদেবতা বলিয়া বোধ হয়। লুব্ধক কর্ত্তৃক আনীত চন্দ্রের ক্রোড়স্থিত মৃগকে অন্বেষণ করিবার জন্য আগতা ও বনভ্রমণে খিন্না মূর্ত্তিমতী চন্দ্রের কান্তি বলিয়াও তাঁহাকে সম্ভাবনা করা যায়। ১১১—১১৩।

রাজপুত্র কিন্নরীকে দেখিয়া আশ্চর্য্য রূপাতিশয়-দর্শনে বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে নিজ অভিলাষরূপ পটে যেন তিনি চিত্রিতবৎ হইয়া নিশ্চল ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ১১৪।

তিনি ভাবিলেন,—অহো! বিধাতা রমণীয় বস্তু নির্ম্মাণ করিতে

অভ্যাস করিতেছিলেন; বোধ হয়, এই মুখখানি চিত্র করিতে তাঁহার সমস্ত বিদ্যার শেষ পরিচয় দিয়াছেন। ১১৫।

এরূপ নারী দেবলোকেও দুর্ল্লভ। মর্ত্ত্য লোকের কথা আর কি বলিব? বোধ করি, স্বর্গেতেও এরূপ লাবণ্য নূতন সৃষ্টি হইয়াছে।১১৬।

যৌবনোদয় হওয়ায় শৈশব-ভাব আচ্ছাদিত হইয়াছে এবং কামভাবের উদয় হইয়াছে। তন্বঙ্গীর সর্ব্বাঙ্গেরই ভঙ্গী নূতন প্রকার বোধ হইতেছে। কামদেব ত্রিভুবনের সাম্রাজ্য লাভের জন্য ত্রিভুবন জয় করিতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে বিপুল আয়োজন করিতে হইবে না; একমাত্র এই মহাস্ত্র দ্বারাই তিনি ত্রিভুবন জয় করিতে পারিবেন। ১১৭।

রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া সাভিলাষনয়নে কিন্নরীকে দেখিতেছেন, এমন সময়ে লুব্ধক আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল। ১১৮।

হে দেব! কিন্নরকুলে কল্পদ্রুমস্বরূপ কিন্নররাজ দ্রুমের প্রিয় কন্যাকে আমি অমোঘ পাশ দ্বারা ধরিয়া আনিয়াছি। আপনার জন্যই আমি এই দিব্য কন্যাকে আনিয়াছি; আপনি গ্রহণ করুন। হে গুণময়! আপনি যেরূপ পৃথিবীর যোগ্য ভর্ত্তা, তদ্রূপ ইহাঁরও সমুচিত ভর্ত্তা।১১৯-১২০।

ইহাঁর এই চূড়ামণিটি আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই মণি-প্রভাবে স্বেচ্ছানুসারে আকাশমার্গে গতায়াত করা যায়। এই মণিটি না থাকায় ইনি আকাশে যাইতে পারিতেছেন না। এই মণিটি রক্ষা করিবেন। এটি দিলে আর ইহাঁর সহিত সঙ্গম হইবে না। লুব্ধক এই কথা বলিয়া রাজপুত্রকে সেই রত্নটি এবং কন্যারত্ন প্রদান করিল। ১২১-১২২।

পৃথিবীর চন্দ্রস্বরূপ রাজপুত্রকর্ত্তৃক পরিগৃহীতা হওয়ায় মনোহরা যেন সুধা দ্বারা সিক্ত হইয়া স্বদেশ-বিয়োগ জন্য পরিতাপ ত্যাগ করিল। ১২৩।

সোৎকণ্ঠ ও চঞ্চলনয়না বালহরিণীসদৃশী মনোহরাকে লুব্ধক ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু কন্দর্প অনুরাগরূপ জালদ্বারা তাঁহাকে আবার বন্ধন করিলেন ।১২৪ ।

রাজপুত্র কিন্নরীকে রথে লইয়া এবং লুব্ধককে বহু রত্ন প্রদান করিয়া হর্ষসহকারে নিজ রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। ১২৫।

তিনি হস্তিনাপুরে গিয়া পিতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা হৃষ্ট ও বিস্মিত হইয়া বিবাহোৎসব বিধান করিলেন। ১২৬।

মূর্ত্তিমতী চন্দ্রের কান্তির ন্যায় কিন্নর-কন্যা পুণ্যবশতঃ রাজপুত্রের ভোগ্য হইল। তিনি তাহাকে অন্তঃপুরমধ্যে রাখিয়া দিলেন। ১২৭।

রাজপুত্র মধুপের ন্যায় কিন্নরীর অধর-মধু পান করিতে স্পৃহা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি নলিনীর ন্যায় মুখপদ্ম নত করিয়া কম্পিত হইতেন। তিনি মৌনাবলম্বন করিলেও উৎকণ্ঠাভাব প্রকাশ হইত। পুনঃ পুনঃ কম্পিতা হইলেও স্থিরতা লক্ষিত হইত। লজ্জা প্রকাশ করিলেও অপূর্ব্ব শোভা হইত। এইরূপে কিন্নরী রাজ-পুত্রের প্রীতি সম্পাদন করিতেন। ১২৮-১২৯।

ক্রমে রাজপুত্র অধরাস্বাদে নিযুক্ত হইলে কিন্নরী দন্তক্ষত-ভয়ে চক্ষু মুদিত করিয়া মৌন ভাব ত্যাগ করিলেন। ৩০।

রাজপুত্র নীবীবন্ধন মোচন করিতে গেলে কিন্নরী নিষেধ করিত। এইরূপে দম্পতির পাণিপদ্মদ্বয়ের যেন বিবাদ হইত এবং উভয়ের কঙ্কণ-শব্দ যেন কলহধ্বনিস্বরূপ হইত। ১৩১।

অনুরাগরূপ পল্লবযুক্ত ও হাস্যরূপ প্রস্ফুটিত পুষ্প-শোভিত এবং স্তনরূপ ফল-চিহ্নিত কিন্নরীর সম্ভোগরূপ পাদপ এইরূপে রাজপুত্রের ভোগ্য হইল। ১৩২।

এই সময়ে কপিল ও পুষ্কর নামে দুইটি দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বৃত্তি-কামনায় ধন রাজার সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা বিদ্যাতিশয়ে

প্রশংসাভাজন হইয়া পৌরোহিত্য-পদ প্রাপ্ত হইলেন। কপিল রাজার পুরোহিত হইলেন এবং পুষ্কর রাজপুত্রের পুরোহিত হইলেন। ১৩৩-১৩৪।

ব্রাহ্মণদ্বয় স্পর্দ্ধা করিয়া সর্ব্বদা বিবাদ করিতেন এবং এক বস্তু উভয়ে অভিলাষ করায় পরস্পর বিদ্বেষভাব উৎপন্ন হইল। ১৩৫।

দ্বেষবশতঃ তাঁহারা মাতঙ্গের ন্যায় পরস্পর মারামারি করায় হস্তিগণ্ডে যেরূপ মলিন মদ-রেখা হয়, তদ্রূপ বিদ্যা তাঁহাদের মুখে মলিনতা বিধান করিল। ১৩৬।

বহুগুণ-সাধিকা ও লোকের আলোকবিধায়িনী বিদ্যারূপ দীপশিখা যে সকল বস্তুবিচারসম্পন্ন লোকের বিদ্বেষরূপ অন্ধকার উৎপাদন করে, তাহারা নিতান্তই মোহোপহত, বিচারহীন এবং সৌজন্য-বর্জ্জিত। তাহারা অসম্ভাবিত চন্দন, চন্দ্রকান্তমণি ও কমল হইতে সমুদ্গত বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়। ১৩৭।

শ্রুতি ও স্মৃতির বিবাদবিষয়ে পদে পদে পুষ্কর কর্ত্তৃক নিগৃহ্যমাণ কপিল কোপবশতঃ চিন্তা করিল যে, অভ্যাসী, প্রখরবুদ্ধি এবং মদোদ্ধত পুষ্কর সর্ব্বদাই সভাস্থলে আমাকে লজ্জিত করে। নীচমনা জনগণের প্রজ্ঞা প্রবঞ্চকতার কারণ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান দর্প-জ্বরের কারণ হয় এবং ধন-সম্পদ্ ধর্ম্মলোপের নিমিত্ত হয়। ১৩৮—১৪০।

গর্ব্বিত পুষ্কর রাজপুত্রের আশ্রয়ে থাকিয়া আমাকে পরিভূত করে, অতএব ইহার সম্পদের মূল আশ্রয়কেই আমি বিনষ্ট করিব। ১৪১।

কোনরূপ উপায়দ্বারা রাজপুত্রের নিধনে প্রযত্ন করা উচিত। কিরূপে এরূপ মানহানি সহিতে পারি? ১৪২।

কপিল পুষ্করের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ এইরূপ উগ্র পাপ সংকল্প করিয়া সে বিষয়ে উদ্যোগী হইল। বিদ্বেষী লোক যাহা করে না, এরূপ কোন পাপই নাই। ১৪৩।

যে ব্যক্তি নয়নদ্বয়ে ক্রোধরূপ তীব্র বিষদ্বারা অঞ্জন প্রদান করিয়াছে, এরূপ মদান্ধ ও ব্যথিতচিত্ত ব্যক্তি কিরূপে সদ্ধর্ম্ম দেখিতে পাইবে? ১৪৪।

অনুরাগ একটি মহাপাপ। দর্প-পাপ তদপেক্ষাও অধিক। ক্রোধ হইতে অধিক জগতে কোন পাপই নাই। লোভ-পাপও অতি দুঃসহ। ব্যসনাসক্ত জনে এই সকল পাপবর্গ যতই প্রবল বলিয়া গণ্য হউক, কিন্তু বিদ্বেষ-সম্ভূত পাপের একাংশেরও তুলনায় ইহা তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। ১৪৫।

তৎপরে এক দিন নরপতি মেঘ নামক কর্ব্বটবাসী তদীয় সামন্ত-রাজকে অপকারী ও সৈন্যহন্তা বলিয়া জানিতে পারায় ক্রোধবশতঃ যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া অমাত্যগণের পরামর্শানুসারে কুমারকে বলিলেন। ১৪৬-১৪৭।

কুমার! শত্রুকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সত্বর সসৈন্যে গমন কর। তোমার এই পৈতৃক সাম্রাজ্য নিঃশল্য হউক। ১৪৮।

প্রভাব-ভূষিত তোমার এই হস্ত যুদ্ধারম্ভকালে জগদ্বিজয়রূপ হস্তীর বন্ধন-স্তম্ভস্বরূপ হউক। ১৪৯।

মেঘ সামন্তগণকে আক্রমণ করিয়া গর্ব্বিত ও অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে বিনাশ করিলে চতুর্দ্দিকে তোমার প্রতাপ প্রসৃত হইবে। এই মেঘই পর্ব্বতারূঢ় প্রকাণ্ড মেঘের ন্যায় ত্বদীয় প্রতাপের আবরক হইয়াছে। ১৫০।

নিকটবর্ত্তী অন্যান্য দুর্ব্বল সামন্তগণকে বিনাশ করিয়া কোন ফল হইবে না। গর্ব্বিত মেঘকেই বিনাশ করিতে হইবে। তাহাতেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ১৫১।

সিংহ যদি দৈব কর্ত্তৃক নিহত নিজ ভক্ষণীয় হস্তিদলকে বধ করে, তাহাতে তাহার কৌতুক হয় না। যদি ভীষণ নখদন্তযুক্ত অন্য সিংহকে

পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পৌরুষের পরিচয় হয়। ১৫২।

যুদ্ধোৎসাহী কুমার পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কিন্নরী-বিরহভয়ে ক্ষণকাল দোলায়িতচিত্ত হইলেন। পরে শীঘ্র আসিবেন বলিয়া বল্লভাকে আশ্বাসিত করিয়া জননীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন। ১৫৩-১৫৪।

ইন্দ্রকল্প কিন্নররাজকন্যা মানিনী মনোহরা আমার বিরহ-চিন্তায় কাতর হইয়াছেন। আপনি আমার প্রতি বাৎসল্য স্মরণ করিয়া ইহাঁকে পালন করিবেন। ১৫৫।

ইহাঁর এই চূড়ামণিটি আপনি রক্ষা করিবেন। এই মণিপ্রভাবে স্বেচ্ছামত ইনি আকাশমার্গে গতিবিধি করিতে পারেন। প্রাণ-সংশয় ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে এই মণিটি উহাঁকে দিবেন না। ১৫৬।

কুমার এই কথা বলিয়া জননীর হস্তে সেই কমনীয় নিজ কান্তার চূড়ামণিটি প্রদান করিয়া সত্বর সৈন্যদ্বারা দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদন পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ১৫৭।

তাঁহার অশ্বসমূহ কর্ত্তৃক উদ্ধূত রজঃপুঞ্জরূপ মেঘোদয় বিপক্ষ রাজাদিগের সংত্রাস ও ক্লেশের হেতু হইল। ১৫৮।

দয়িত দূরগত হইলে তদ্বিরহে মনোহরা নলিনীর কোমল পত্র-রচিত শয্যা আশ্রয় করিলেন। ১৫৯।

উৎকণ্ঠিতা মনোহরা দিবস গণনা করিবার জন্য প্রতিদিন কম্পিত-হস্তে ভূমিতে সংখ্যা লিখিতেন। বিরহবশতঃ কৃশ হওয়ায় লিখনকালে তাঁহার হস্ত হইতে কঙ্কণ পড়িয়া যাইত এবং তখনই হস্তোপরি অশ্রু-ধারা নিপতিত হওয়ায় উহা মুক্তাবলয়বৎ বোধ হইত। ১৬০।

কামের প্রতি বিদ্বেষ, সুখে অনিচ্ছা, দেহে অনাস্থা, সর্ব্বদা পতির চিন্তা ও তদীয় নাম জপ এবং ভূমিশয্যা, এইরূপ কঠোর ব্রত পালন

করিয়াও মনোহরার তাপক্ষয় হইল না। যাহাদের মনে অনুরাগ নিশ্চল-ভাবে লীন রহিয়াছে, তাহাদের কঠোর ব্রতদ্বারাও মুক্তি লাভ হয় না। ১৬১।

স্ফটিকময় পর্য্যঙ্কে লীনা ও হরিচন্দন-বিলেপনে পাণ্ডুবর্ণা তন্বঙ্গী মনোহরা জ্যোৎস্নামধ্যগতা চন্দ্রলেখার ন্যায় শোভিত হইলেন। ১৬২।

অতঃপর একদিন রাজা স্বপ্নদর্শনে শঙ্কিত হইয়া পুরোহিত কপিলকে একান্তে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৬৩।

অদ্য স্বপ্নে আমি দেখিয়াছি যে, শত্রুগণ আমার রাজধানী নিরুদ্ধ করিয়াছে এবং আমার উদর পাটিত করিয়া অন্ত্র আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা নগর বেষ্টিত করিয়াছে। ১৬৪।

হে মহামতে! এই স্বপ্নের পরিণাম-ফল কিরূপ হইবে, তাহা বলুন এবং পরিণামে শুভপ্রদ প্রতীকারের চিন্তা করুন। ১৬৫।

পুরোহিত রাজা কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্ষণকাল মনে মনে ভাবিলেন যে, আমি বহু দিন যাহা ভাবিতেছি, অদ্য ভাগ্য-বশতঃ সেই উপায়টি পাইয়াছি। এই উপায়ে রাজপুত্রের বিনাশ করিয়া পুষ্করের আশ্রয় উচ্ছেদ করিব। ১৬৬-১৬৭।

কিন্নরী মনোহরা রাজপুত্রের জীবনাপেক্ষাও প্রিয়। তাহার বিরহে নিশ্চয়ই রাজপুত্র দুঃখিত হইয়া জীবন ধারণ করিবেন না। ১৬৮।

অহিতৈষী পুরোহিত এইরূপ চিন্তা করিয়া মিথ্যা খেদ ও বিষাদ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক রাজাকে বলিল। ১৬৯।

রাজন্! আপনার এই দুঃস্বপ্ন অতিশয় ভয়াবহ। ইহার ফল দুঃসহ। তাহা কিরূপে বলিব? কিন্তু প্রভুভক্তিপরায়ণ ও অবহিতচিত্ত হিতৈষী রাজভৃত্যগণের পক্ষে শ্রুতিকটু বাক্য বলিতে নিষেধ নাই, এজন্য বলিতেছি। ১৭০-১৭১।

এই স্বপ্নের ফলে হয় রাজ্যনাশ, না হয় শরীর-নাশ হইবে। এখন মঙ্গলের জন্য নিঃশঙ্কভাবে ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। ১৭২।

যজ্ঞক্ষেত্রে পশু-শোণিতদ্বারা পরিপূর্ণ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক মার্জ্জিত হইয়া আপনি বহু রত্ন ও সুবর্ণ দান-পূর্ব্বক কিন্নরীর মেদঃ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে কুশল প্রাপ্ত হইবেন। আপনার অন্তঃপুরে পুত্রবধূ আছে, কিন্নরী আপনার দুর্ল্লভ নহে। ১৭৩-১৭৪।

রাজা পুরোহিতের এই কথা শুনিয়া ক্রূরতা ও পাপাচরণে শঙ্কিত ও নৃশংস ব্যবহারে ভীত হইয়া পুরোহিতকে বলিলেন। ১৭৫।

নিজের জীবন রক্ষার জন্য কিরূপে স্ত্রী-বধ করিব? আমার পুত্রও নিশ্চয় কিন্নরীর বিরহে জীবিত থাকিবে না। ১৭৬।

রাজা এইরূপে পুরোহিতের কথা প্রত্যাখ্যান করিলে পুরোহিত পাপে অভিনিবেশবশতঃ পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিল। ১৭৭।

হে রাজন্! আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও লোকাচার জ্ঞাত নহেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। রাজ্য ও জীবন থাকিলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের সাধন হয়; অতএব রাজ্য বা জীবন ত্যাগ করা উচিত নহে। ১৭৮।

পুরুষ জীবিত থাকিলে তাহার অর্থ যেরূপ বিনষ্ট হইলেও পুনর্ব্বার হয়, তদ্রূপ তাহার স্বজন, মিত্র, কলত্র ও পুত্র বিনষ্ট হইয়াও পুনশ্চ হইতে পারে; কিন্তু মাত্র প্রাণ-বায়ুর অভাব হইলে সে সময় মৃত ব্যক্তির সকল বস্তুই সন্নিহিত হইলেও না থাকার মধ্যে গণ্য হয়। ১৭৯।

জীবনের জন্য নিজ দেশ ও প্রিয় পুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করা যায়। হে রাজন্! ইহলোকে জীবনাপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কিছুই নাই। ১৮০।

পুরোহিত এইরূপ নানা নিদর্শনদ্বারা জীবন-লোভ জন্য রাজাকে

প্রতারিত করায় অবশেষে রাজা তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করিলেন। ১৮১।

তৎপরে যজ্ঞকার্য্যের আয়োজন আরম্ভ হইলে এবং পুষ্করিণী কাটিয়া তাহা পশু-শোণিত দ্বারা পূর্ণ করা হইলে রাজা স্বয়ং একান্তে মহিষীর নিকট এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহিষী একে পুত্রের প্রবাস জন্য শোকাতুরা ছিলেন, তাহার উপর এই পাপ-কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ১৮২-১৮৩।

অহো! মূর্খ রাজা মোহান্ধ পুরোহিতের প্ররোচনায় স্নুষা-বধরূপ মহাপাপে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন। বিধাতৃবিহিত মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বহু প্রযত্ন দ্বারাও উহা নিবারণ করা যায় না। মূর্খেরাই পরের প্রাণনাশ দ্বারা নিজ জীবন ইচ্ছা করিয়া থাকে। ১৮৪-১৮৫।

রাজা যদি নিজ জীবন-লোভে মুগ্ধা মৃগ-বধূসদৃশী নিজ স্নুষাকে হত্যা করেন, তাহা হইলে আমি পুত্রকে কি বলিব? ১৮৬।

"মা! তুমি আমার প্রতি বাৎসল্যবশতঃ আমার মনোহরাকে পালন করিও", এই কথা বলিয়া বাছা সুধন আমার হস্তে বধূকে দিয়া গিয়াছে। ১৮৭।

অতএব মনোহরা আমার নিকট হইতে চূড়ামণিটি লইয়া আকাশ-মার্গে চলিয়া যাউক। সে জীবিত থাকিলে কোন সময়ে তাহার পতির সহিত পুনঃ সঙ্গম হইবে। ১৮৮।

মহিষী এইরূপ চিন্তা করিয়া সজলনয়নে স্নুষার নিকটে গিয়া এবং রাজার ব্যবহারের কথা তাঁহাকে বলিয়া সভয়ে পুনর্ব্বার বলিলেন।১৮৯।

বৎসে! তুমি চূড়ামণিটি লইয়া শীঘ্র আকাশমার্গে চলিয়া যাও। রাজা পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি সদাচার দেখিতে-ছেন না। ১৯০।

তুমি যজ্ঞভূমিতে গিয়া তারপর আকাশপথে যাইবে, নহিলে রাজা মনে করিতে পারেন যে, আমি তোমায় লুকাইয়া রাখিয়াছি। ১৯১।

ভর্ত্তার প্রবাসের জন্য দুঃখিতা মনোহরা শ্বশ্রূর এই কথা শুনিয়া কেবল পতি-সঙ্গমাশায় প্রিয় দেহ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্বশ্রূপ্রদত্ত চূড়ামণিটি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞক্ষেত্রে গিয়া আকাশে উৎপতিত হইলেন। ১৯২-১৯৩।

হে রাজন্! আপনি আপনার প্রিয় পুত্রের বধূকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহা কি আপনার সমুচিত কার্য্য হইতেছে? আপনার মঙ্গল হউক, আমি চলিলাম। আপনার পুত্র আমার বিরহে অধীর হইলে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। এই কথা বলিয়া মনোহরা বিদ্যুতের ন্যায় আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন। ১৯৪।

কিন্নরী চলিয়া গেলে রাজা যজ্ঞের বিঘ্ন হওয়ায় শঙ্কিত হইলেন। তখন পুরোহিত তাঁহাকে বলিল,—হে রাজন্! আপনি শঙ্কা করিবেন না। আমি মন্ত্রের দ্বারা ক্রূর নামক ব্রহ্মরাক্ষসকে আকর্ষণ করিয়াছি। আপনার যজ্ঞের কোন বিঘ্ন হয় নাই। সে কিন্নরীকে হত্যা করিয়াছে। ১৯৫-১৯৬।

রাজা পুরোহিতের এই মিথ্যা বাক্য সত্য বলিয়াই বোধ করিলেন। কুটিল জনগণ মূর্খদিগকে যন্ত্র-পুত্তলিকার ন্যায় নাচাইয়া থাকে। ১৯৭।

মনোহরা নিজ পতিকে হৃদয়ে বহন করিয়া পিতৃগৃহে আগমনপূর্ব্বক পিতার নিকট নিজ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ১৯৮।

মনোহরা পিতার আজ্ঞানুসারে মনুষ্য-সঙ্গ-জনিত গন্ধের শান্তির জন্য প্রতি দিন পঞ্চ শত সুবর্ণ-কুম্ভ দ্বারা স্নান করিতেন। ১৯৯।

স্নানদ্বারা ক্রমে মনোহরার মনুষ্য-সঙ্গ-গন্ধ কমিয়া গেল; কিন্তু সুধনের প্রতি স্নেহযুক্ত অনুরাগ কিছুমাত্র কমিল না। ২০০।

মনোহরা দিব্য উদ্যান উপভোগ করিয়াও সুখ বোধ করিতেন না। একত্র অনুরাগ আবদ্ধ হইলে তাহার অন্যত্র প্রীতি হয় না। ২০১।

কান্ত-বিরহকাতরা মনোহরা এক দিন আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে সেই নাগ-ভবনের উপান্তবর্ত্তী বনভূমিতে আগমন করিলেন। ২০২।

তথায় তিনি আশ্রমস্থিত মহর্ষি বল্কলায়নের নিকটে গিয়া প্রণাম-পূর্ব্বক নতমুখে তাঁহাকে বলিলেন। ২০৩।

ভগবন্! আপনি লুব্ধককে আমার বন্ধনের কথা উপদেশ দিয়া কি ভাল কার্য্য করিয়াছেন? তাহা আপনিই বলুন। ২০৪।

মুনি কিন্নরীর এই কথা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ নতমুখ হইয়া বলিলেন,— মুগ্ধে! এটি তোমার ভবিতব্যতা। ২০৫।

তাহার যে অমোঘ পাশ আছে, এ কথা না জানিয়া আমি বলিয়াছিলাম। ধূর্ত্ত লুব্ধক আমার কথা শুনিয়াই তোমাকে বন্ধন করিয়াছে। ২০৬।

দুষ্টাত্মা ও ক্রূরচিত্ত জনের কুটিলতা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা সত্য কথা বলিয়া থাকি এবং সদ্ভাব ও সরলতাই করি। ২০৭।

মুনি এই কথা বলিলে তন্বঙ্গী মনোহরা প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভগবন্! বালিকার এই বচন-চাপল্য ক্ষমা করিবেন।২০৮।

আপনার সম্মুখে আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা কেবল ললনা-জনসুলভ সদাচারের ব্যতিক্রম মাত্র।২০৯।

গুরু জনের নিকট চাপল্য প্রকাশ করিয়া যে কথা কহা হয়, তাহা বিরহানল-তাপের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারার জন্যই হয়। ২১০।

দয়ালু জনগণ সন্তপ্ত জনের দুঃখোদ্ধারে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদিগের প্রায়ই অনুচিত কার্য্যের অন্তরঙ্গ হইতে হয়। ২১১।

আমি অনেক প্রলাপ করিয়া লুব্ধকের পাশ-বন্ধন হইতে মুক্ত হই-য়াছি। কিন্তু মনোহর রাজপুত্র আমাকে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ২১২।

আমার বিরহানলে ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্র সুধন যদি এই পথে আপনার কাছে আসেন, তাহা হইলে আপনি দয়া করিয়া আমার কথা-মত তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি তাঁহার বিরহক্লেশে দুঃখিত হইয়া পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছি। তিনি উৎকণ্ঠা, অনুকম্পা, স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা অথবা সরলতা স্মরণ করিয়া শীঘ্র যেন তথায় গমন করেন। ২১৩—২১৫।

কিন্নরপুরে যাইবার পথ অতি দুর্গম এবং বহু ক্লেশময়। সে স্থানে অল্পবলবীর্য্যসম্পন্ন মনুষ্যগণের যাইবার সাধ্য নাই। এই তপোবনপ্রান্তে সুধা নামে যে মহৌষধি দেখা যাইতেছে, উহা ঘৃতদ্বারা পাক করিয়া তিনি যেন পান করেন। ঐ মহৌষধি-প্রভাবে সত্ত্বোদ্রেক হওয়ায় সকল ক্লেশ উত্তীর্ণ হইয়া কৈলাস-পর্ব্বতের কান্তিতে শুভ্রবর্ণ পথ দিয়া তিনি কিন্নরপুরে যাইবেন। আমার অভিজ্ঞানস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টি তাঁহাকে দিবেন। এই কথা বলিয়া ও বিষম পথের বিষয় উপদেশ দিয়া এবং আশ্চর্য্য যুক্তিদ্বারা বিঘ্নের প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিয়া অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক মনোহরা আশায় প্রাণ ধারণ করিয়া চলিয়া গেলেন। ২১৬—২২০।

মুনি কিন্নরী-কথিত দূর পথ অতিক্রম করিবার অদ্ভুত উপায় শুনিয়া এবং অঙ্গুরীয়টি গ্রহণ করিয়া সেই কথাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ২২১।

ইত্যবসরে রাজপুত্র সুধন মেঘ রাজাকে জয় করিয়া তদীয় ধনভাণ্ডার গ্রহণপূর্ব্বক দয়িতা-দর্শনে উৎসুক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ২২২।

তিনি সামন্ত-রাজগণের ছত্রদ্বারা আকাশমণ্ডল ফেণাকুল সমুদ্র-সদৃশ করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। ২২৩।

তৎপরে অন্তঃপুরে আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন। পিতা তখন স্নুষার বিপদের কথা বলিতে ক্লেশবশতঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং পিতার অন্তঃপুরবর্ত্তী সকলেই শোক-শল্যাঘাতে উৎসবহীন ও অধোমুখ হইল। তদ্দর্শনে সুধন অমঙ্গল আশঙ্কা করিলেন। ২২৪-২২৫।

"বিরহার্ত্তা তন্বঙ্গী মনোহরা জীবিত আছে ত?" এই কথা সুধন জিজ্ঞাসা করিলে যখন কেহই অপ্রিয় কথা বলিল না, তখন তাঁহার জননী বলিলেন,—পুত্র! তোমার প্রিয়া জীবিত আছে, তবে প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হওয়ায় চূড়ামণিটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে। ২২৬-২২৭।

সুধন এই কথা শুনিয়াই সহসা মহীতলে পতিত হইলেন। তদীয় হার ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় যেন পৃথিবীর অশ্রুবিন্দুর ন্যায় উহা বোধ হইল। ২২৮।

তুষার-শীকরযুক্ত হরিচন্দন-জল দ্বারা ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুধন সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২২৯।

ভূতলে চন্দ্রকান্তিস্বরূপা ও মন্থনাভাবেও বিনা যত্নে সমুদ্গত অমৃতের প্রবাহরূপা এবং কুসুম-শরের অযত্ন-সম্পাদিত রত্নবলভী-তুল্যা মনোহরা কোথায় গেল? ২৩০।

আমি পিতার আজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া দূরদেশে গমনকালে বাষ্পা-কুললোচনা, হরিণনয়নার ধৈর্য্য বিধান করি নাই, সেই জন্যই আমার উপর কন্দর্পের অভিশাপ পতিত হইয়াছে। ২৩১।

মনোহরে! তুমি কোথায় গিয়াছ? আমার কথার প্রত্যুত্তর দেও। আমি প্রমাদবশতঃ সেই হরিণাক্ষীকে রক্ষা করি নাই। ২৩২।

তাঁহার সমাগমজন্য সৌভাগ্য হেতু আমি দেব-সভায় প্রশংসনীয় হইয়াছিলাম। তাঁহার বিয়োগে মনুষ্যমধ্যে গণ্য আমার আর কি শোভা আছে? ২৩৩।

এই কথা বলিয়া সুধন ক্রমে কান্তা-সম্ভোগের সাক্ষিস্বরূপ উদ্যান-মধ্যে প্রিয়তমাকে অন্বেষণ করিবার জন্য স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ।২৩৪।

তিনি পরিজনকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে অলক্ষিতভাবে বনমধ্যে গিয়া সমতল ও বিষম স্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ২৩৫।

তীব্র অনুরাগরূপ মহাপিশাচ কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া সুধন উন্মত্তের ন্যায় চেতন ও অচেতন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন। ২৩৬।

সখে শুক-শাবক! তোমার সখার প্রাণসখী, পূর্ণচন্দ্রাননা মনোহরার কথা কি জান, বল। মনোহরার দশনচ্ছদতুল্য রক্তবর্ণ বিম্ব-ফলে তোমার সদা উপভোগ হউক। ২৩৭।

হে শুভ্রস্কন্ধ ও নলিনীর লীলাভরণস্বরূপ হংস! তুমি কি সেই সুরভিপদ্মাননা ও কান্তিপ্রবাহের তরঙ্গিণীস্বরূপা মনোহরাকে দেখিয়াছ? বল। তাঁহার পীন পয়োধরাগ্রে মুক্তামালা বিলুণ্ঠিত হইতেছে এবং তন্নিম্নে রোমাবলী হংসমুখবিচ্যুত শৈবাল-লতার ন্যায় শোভিত হইতেছে। ২৩৮।

তীব্র দুঃখযোগে এইরূপ প্রলাপকারী ও সমতলেও পদস্খলিত সুধনের প্রতি দয়াবশতঃ পথে আলোক বিধানের জন্য চন্দ্র ক্রমে আকাশে উদিত হইলেন। ২৩৯।

সুধন মন্মথবান্ধব আকাশস্থ নিশাপতির কমনীয় মণ্ডল দেখিয়া মনে করিলেন যে, হয় ত ইন্দুমুখী মনোহরা আকাশগৃহের শৃঙ্গ হইতে নিজ সহাস্য বদন দেখাইতেছেন। ২৪০।

সখে শশধর! তোমার ক্রোড়স্থ মৃগের ন্যায় সুন্দর-নয়না, তোমার ন্যায় শুভ্রকান্তি মনোহরাকে তুমি কি আকাশে দেখিয়াছ? তাঁহার মুখের সহিত সাদৃশ্য সম্বন্ধ থাকায় জগতে তোমার খ্যাতি লাভ হইয়াছে। ২৪১।

আমি কান্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এত প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ইনি কিছুই বলিতেছেন না কেন ? চন্দ্র পরোপকার সম্পাদনের জন্যই শীতল এবং কলাবান্ (অর্থাৎ কলাবিদ্যাসম্পন্ন) হইলেও কখন কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন না। ২৪২।

হে ময়ূর! স্নিগ্ধ ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তিসম্পন্না ও ঘনস্তনী মনোহরাকে তুমি কোথায়ও দেখিয়াছ কি ? বিচিত্র মাল্য-যুক্ত তাঁহার কেশপাশ তোমার পুচ্ছমণ্ডলেরই সদৃশ। ২৪৩।

হে ভুজঙ্গ! উত্তম চূড়ারত্ন-মণ্ডিতা কোন ভুজঙ্গীকে তুমি কি কোথায়ও দেখিয়াছ ? তাহার বিস্রস্ত বিবচ্ছটা এই দুঃসহ বিরহ-কালে আমাকে কিরূপ দগ্ধ করিতেছে, দেখ। ২৪৪।

হে হরিণ! কন্দর্পরাজের ক্রীড়ামৃগীস্বরূপা মনোহরাকে তুমি কি দেখিয়াছ ? বোধ হয়, তাঁহারই নয়ন-পদ্মের কিছু অংশ পাইয়া বনে হরিণীগণ এত মনোরম হইয়াছে। ২৪৫।

হে বনস্পতি! বিলাসের জন্মভূমিস্বরূপ, পল্লববৎ কোমলোষ্ঠী এবং পুষ্পগুচ্ছসদৃশ স্তনভারে নতাঙ্গী কোনও লতাসদৃশী লাবণ্যময়ী ললনাকে বনমধ্যে তুমি দেখিয়াছ কি ? ২৪৬।

এই বনকুঞ্জর নিশ্চয়ই আলিঙ্গন-লোভে রাজরম্ভাসদৃশী মনোহরাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অথবা মেঘ যেরূপ চন্দ্রকলাকে আচ্ছা-দিত করে, তদ্রূপ আচ্ছাদিত করিয়াছে। ২৪৭।

এইরূপে সুধন কাননমধ্যে উন্মত্তভাবে প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শোকেই যেন রজনী ক্রমে চন্দ্ররূপ বদন মলিন করিয়া চলিয়া গেলেন। ২৪৮।

ক্রমে সুধন নাগ-ভবন জলাশয়ের তীরোপান্তবর্ত্তী তপোবনে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি বল্কলায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ২৪৯।

হে মুনিবর! বিরহবশতঃ চিন্তা ও শোকজনিত দীর্ঘনিঃশ্বাসদ্বারা

অত্যধিক প্রজ্বলিত কামানলের ধূমসদৃশ শ্যামবর্ণ বেণীধারিণী, শশাঙ্কের সৌন্দর্য্য-দর্প-নাশিনী, হরিণনয়না কোনও কিন্নরীকে এখানে আপনি দেখিয়াছেন কি ? ২৫০ ।

মুনি কান্তাবিযুক্ত ও উন্মাদ-দশাপ্রাপ্ত সুধনের এই কথা শুনিয়া এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন । ২৫১ ।

আশ্বস্ত হও, বিশ্রাম কর এবং মনস্তাপ ত্যাগ কর, তোমার মানস-চন্দ্রিকা কল্যাণী মনোহরাকে আমি দেখিয়াছি । ২৫২ ।

তিনি যূথভ্রষ্টা করিণীর ন্যায় এবং পাশবদ্ধা হরিণীর ন্যায় জীবনে নিরাশ হইলেও তোমার আশায় জীবন ধারণ করিতেছেন । ২৫৩ ।

তাঁহার বদনকমল তদীয় পাণিতলেই শয়ন করিয়া থাকে এবং তিনি পল্লবাস্তরণে শয়ন করেন । তাঁহার দেহ এত দুর্ব্বল যে, একটা অপ্রিয় কথা শ্রবণমাত্রেই দেহ নাশ হইতে পারে । ধৈর্য্য আশাবন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু তোমার বিরহে তিনি এত ব্যাকুল হইয়াছেন যে, তাঁহার মন কোথায়ও বিশ্রাম পাইতেছে না । ২৫৪ ।

তিনি তদীয় পিতা কিন্নররাজ দ্রুমের ভবনে আছেন এবং তোমাকে তথায় সত্বর যাইতে বলিয়াছেন । ২৫৫ ।

যাহারা বীর্য্য, বল, উপায়, ধৈর্য্য ও উৎসাহসম্পন্ন, তাহাদেরও অগম্য কিন্নরপুরে যাইবার ক্রমিক পথ তিনি বলিয়া গিয়াছেন । ২৫৬ ।

এই রত্নাঙ্গুরীয়টি তোমার জন্য তিনি দিয়া গিয়াছেন । ইহার স্নিগ্ধ প্রভাদ্বারা চতুর্দ্দিক্ পিঙ্গলবর্ণ হয় । ২৫৭ ।

মুনি এইপ্রকার আনন্দরূপ সুধাদ্বারা সিক্ত ও সুধনের ধৈর্য্যাব-লম্বনপ্রদ বাক্য বলিয়া অঙ্গুরীয়টি প্রদানপূর্ব্বক পথের কথা বলিয়া দিলেন । ২৫৮ ।

ধীর সুধন মুনি-কথিত পথে এবং তৎকথিত উপায় দ্বারা উত্তরদিক্ লক্ষ্য করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন । ২৫৯ ।

তিনি ঘৃতপাকে সিদ্ধ সুধা নামক মহৌষধি পান করিয়া বল, প্রভাব ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়া, সশস্ত্র হইয়া ক্রমে ক্রমে যাইতে লাগিলেন। ২৬০।

তাঁহার ঋদ্ধিপ্রভাবে পথে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য উপস্থিত হইল। সত্ত্বগুণ উদয় হইলে সকল সম্পদ্‌ই করায়ত্ত হয়। ২৬১।

অতঃপর তিনি বিদ্যাধর-বধূগণের বিলাস-হাস্যসদৃশ শুভ্রকান্তি হিমালয়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া কুকূলাদ্রিতে গেলেন। ২৬২।

তথায় ফলোপহার প্রদান দ্বারা বানর-দলপতিকে আয়ত্ত করিয়া বায়ুবেগ নামক বানরে আরোহণপূর্ব্বক সেই শৈল লঙ্ঘন করিলেন। ২৬৩।

তৎপরে তিনি অজপথ নামক পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং বিঘ্ন-রাশিসদৃশ ঘোর অজগরকে বাণদ্বারা নিহত করিয়া ও বীণাস্বনদ্বারা কামরূপিণী রাক্ষসীকে বশীভূত করিয়া কামরূপ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক যাইতে লাগিলেন। ২৬৪-২৬৫।

বলবান্ ও অতিসাহসী সুধন পর্ব্বতগাত্রে মুদ্গরাঘাত দ্বারা শঙ্কু নিখাত করিয়া তাহাদ্বারা একাধার-পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। ২৬৬।

অতঃপর অতি উগ্র বজ্রক নামক পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া পিশিতা-র্থিনী গৃধ্ররূপা রাক্ষসীকে দেখিতে পাইলেন। ২৬৭।

সুধন সমাংস মৃগচর্ম্ম দ্বারা নিজ দেহ আচ্ছাদিত করিয়া সেই গিরির পাদমূলে নিশ্চলভাবে রহিলেন। ২৬৮।

মাংসলুব্ধা, ভীষণদেহা, গৃধ্ররূপা নিশাচরী মাংস খাইবার জন্য মৃগ-চর্ম্মাচ্ছন্ন সুধনকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পর্ব্বতশিখরে লইয়া গেল। ২৬৯।

বীর্য্যবান্ সুধন মৃগচর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া এবং সেই নিশাচরীকে বধ করিয়া খদিরবৃক্ষাকীর্ণ খদির-পর্ব্বতে গেলেন। ২৭০।

তথায় একটি শিলা অপসারিত করিয়া গুহামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক

শীত, আতপ, অন্ধকার, সর্প ও রাক্ষসাদির ভয়নাশক মহৌষধি প্রাপ্ত হইলেন। ২৭১।

তৎপরে তিনি যন্ত্রপর্ব্বতদ্বয়ে গিয়া সংঘট্ট দ্বারা লোকের প্রাণ-নাশক যন্ত্রকালটি শরাগ্র দ্বারা ছেদন করিয়া নিশ্চল করিলেন। ২৭২।

তিনি যন্ত্রকীল উচ্ছেদ দ্বারা যন্ত্রদ্বার বিদীর্ণ করিয়া যন্ত্রচক্রের ছেদন করিলেন এবং তীব্র প্রহারকারী লৌহময় পুরুষদ্বয় ও দুঃসহ যন্ত্রমেষদ্বয় এবং যন্ত্রময় উগ্র দন্ত দ্বারা নিষ্পেষণকারী মকর ও রাক্ষসদ্বয়কে ছিন্ন করিয়া, ঘোর অন্ধকারময় গুহাকূপ লঙ্ঘন করিয়া, তুঙ্গা নাম্নী নদী উত্তীর্ণ হইয়া এবং সেই নদীকূলস্থ রাক্ষসগণকে হত্যা করিয়া, সর্পাবৃত-জলা পতঙ্গাখ্যা নদী পার হইয়া রোদিনী নদী পার হইলেন। এই নদীর তীরে কিন্নরচেটিকাগণ রোদন-শব্দ দ্বারা তদ্গতচিত্ত জনগণের বিঘ্ন সম্পাদন করে। এই রোদিনার ন্যায় হাসিনী নামে অন্য একটি নদী পার হইলেন। এই নদীর পুলিনে কিন্নরাঙ্গনাগণ হাস্য দ্বারা লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বিপদ্ উপস্থিত করে। সুধন অন্যান্য অনেক নদী অতিক্রম করিয়া বেত্রা নাম্নী নদী প্রাপ্ত হইলেন। তথায় কূলস্থ বেত্রলতা অবলম্বন করিয়া নদী পার হইবার মানসে বায়ু-প্রেরিত পরপারের একটি বেত্রলতা পাইয়া তাহাদ্বারা পরপারে গিয়া স্ফটিকময় মন্দির-মণ্ডিত কিন্নরপুর দেখিতে পাইলেন। ২৭৩—২৮০।

সুধন কিন্নরপুরে প্রবেশ করিয়া কনকপদ্ম-শোভিত কান্তা নাম্নী পুষ্করিণীর তীরস্থ বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক রত্নলতা দ্বারা আবৃত হইয়া রহিলেন। ২৮১।

তিনি দেখিলেন যে, কিন্নরাঙ্গনাগণ হেমকুম্ভ দ্বারা পদ্মরজঃপুঞ্জে সুরভি কান্তা সরসীর জল লইয়া যাইতেছে। ২৮২।

একটি কিন্নরাঙ্গনা কলসী উত্তোলনের জন্য পরিশ্রান্ত হইলে, সুধন হস্তাবলম্বনদ্বারা তাহার সাহায্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২৮৩।

মাতঃ! কাহার জন্য যত্ন করিয়া তোমরা জল লইয়া যাইতেছ? তোমরা তাঁহার প্রতি ভক্তিবশতঃ এত পরিশ্রম গণ্য করিতেছ না। ২৮৪।

সুধন মিষ্টবাক্যে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় কিন্নরকন্যা সুধনের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাকে বলিলেন। ২৮৫।

কিন্নররাজকন্যা মনোহরা পিতার আদেশানুসারে মনুষ্য-সঙ্গজন্য গন্ধ অপনোদনের নিমিত্ত সুরভি জল দ্বারা সদা স্নান করেন। ২৮৬।

সুধন কিন্নরকন্যা-কথিত এই কথা শুনিয়া যেন সুধাদ্বারা সিক্ত হইলেন এবং তিনি হেমকুম্ভমধ্যে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়টি নিক্ষেপ করিলেন। ২৮৭।

তৎপরে সেই কলসীর জলে মনোহরাকে যখন স্নান করান হয়, তখন অঙ্গুরীয়টি কুম্ভ হইতে তদীয় কুচকুম্ভে নিপতিত হইল এবং সেই অঙ্গুরীয়স্থ সূর্য্যসদৃশ রত্নের কিরণ-লেখা মনোহরার স্তনমণ্ডলে নখক্ষত-রেখা সদৃশ হইল। ২৮৮।

মনোহরা মূর্ত্তিমান্ অনুরাগস্বরূপ ও নিজ কামবৃত্তান্তের অন্তরঙ্গ সেই রত্নাঙ্গুরীয়টি দেখিয়া কান্ত আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিলেন এবং উচ্ছসিত হইয়া দাসীকে বলিলেন,—তুমি কোথা হইতে ইহা পাইয়াছ? ২৮৯।

দাসী তাঁহাকে বলিল,—দেবি! পুষ্করিণীর তটে সাক্ষাৎ মন্মথের ন্যায় কমনীয় একটি অজ্ঞাত যুবা অবস্থিত আছেন। তিনিই এই সুবর্ণ-কুম্ভে অঙ্গুরীয়টি নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই অঙ্গুরীয়কের প্রভায় কুম্ভস্থ জল কুঙ্কুমবর্ণ হইয়াছে। ২৯০-২৯১।

তন্বঙ্গী মনোহরা দাসী-কথিত এইরূপ প্রিয়কথা শুনিয়া, দয়িত আসিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া, তাহারই দ্বারা প্রিয়কে আনাইলেন। ২৯২।

দাসী তাঁহাকে আনিয়া উদ্যানের একটি নিভৃত গৃহে রাখিয়া দিল

এবং মনোহরা তথায় গিয়া কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রকে দেখে, তদ্রূপ সাগ্রহে সুধনকে দেখিতে লাগিলেন। ২৯৩।

তাঁহাদের পরস্পর বিলোকন দ্বারা এবং পরস্পরের বিরহ-বেদনা নিবেদন দ্বারা হর্ষাতিশয় উদিত হওয়ায় অনঙ্গ সংপূর্ণাঙ্গ হইয়া শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ২৯৪।

তাঁহারা বিরহকালে যাহা যাহা মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং মন্মথ হৃষ্ট হইয়া যাহা যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, যাহা প্রেমের ও ঔৎসুক্যের সমুচিত, তৎসমুদয়ই তাঁহারা সম্পাদন করিলেন। ২৯৫।

তৎপরে মনোহরা সলজ্জভাবে পিতা মাতার নিকট নিজ গুপ্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া পৃথিবীর কন্দর্পস্বরূপ পতিকে দেখাইলেন।২৯৬।

কিন্নররাজ কোপে কম্পিতাধর হইয়া সুধনের অপরোক্ষে মনোহরাকে বলিলেন,—অহো! দৈবাৎ প্রমাদবশতঃ তুমি অযোগ্য জনে পতিত হইয়াছিলে; কিন্তু এত প্রক্ষালন করিয়াও তুমি তাহার প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করিতে পারিলে না? ২৯৭-২৯৮।

দেবগণের স্পৃহণীয় তোমার এই যৌবনোদয় ও লাবণ্য মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করায় শোচনীয় হইয়াছে। ইহা অতি দুঃখের বিষয়। ২৯৯।

হে নীচগামিনি! তুমি উন্নত-কুলসম্ভূত ও যৌবনযুক্ত হইয়াও ক্ষোভবশতঃ ভ্রষ্ট হইয়া মহাপর্ব্বতসম্ভূতা নদীর ন্যায় নিতান্ত অধঃপতিত হইয়াছ। ৩০০।

তুমি খল জনের বিদ্যার ন্যায় বিদ্বজ্জনের উদ্বেগজননী, বংশের লজ্জাকারিণী ও মলিনস্বভাবা হওয়ায় কাহারও সম্মত হইতেছ না।৩০১।

যদি তুমি রূপমাত্র দেখিয়া মনুষ্যের বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে সুবর্ণ-নির্ম্মিত পুরুষ-পুত্তলির কান্তি দেখিয়া তাহাতে রত হও না কেন? ৩০২।

পুরুষ সুন্দরাকৃতি হইলেও যদি প্রভাব ও গুণহীন হয়, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্য চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ভিত্তির শোভাবর্দ্ধক হয় মাত্র। ৩০৩।

পাপিষ্ঠে! তোমার পতি আমার বধ্য হইতেছে। এই হীন সম্বন্ধে আমি তোমার প্রার্থনার্থ সমাগত দেবগণকে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছি না। ৩০৪।

জরা যেরূপ শরীরকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে, কন্যাও সেই প্রকার সত্ত্ব, উৎসাহ ও উন্নতিশালী কুলের সংকোচ সাধন করে। ৩০৫।

মনোহরা পিতা কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া মস্তক নত করিয়া বাষ্পবিন্দুদ্বারা কুচদ্বয়োপরি সূত্রহীন হার রচনা করিলেন এবং পিতাকে বলিলেন,—তাত! কোপবশতঃ আমাকে এরূপ কথা বলা আপনার উচিত হয় নাই। নরগণ কি কিন্নরাপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী বলিয়া শুনা যায় না? ৩০৬-৩০৭।

যিনি গরুড়ের পক্ষেও দুর্লঙ্ঘনীয় এতটা ভূমি অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতে পারেন, তিনি কি প্রভাববান্ নহেন? তিনি কি সাধারণ মনুষ্য হইতে পারেন? ৩০৮।

গুণের পরিচায়ক আকৃতি প্রায়ই প্রাণিগণের হইয়া থাকে। চন্দ্রের কান্তিই মনের আহ্লাদ সম্পাদন করিয়া থাকে। ৩০৯।

জাতি দ্বারা কিছু কার্য্য হয় না। স্বভাবানুসারে গুণ হইয়া থাকে। চন্দ্র কালকূট বিষের সহোদর বটে, কিন্তু অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকেন। ৩১০।

কাহারও গুণ অন্তর্নিহিত থাকায় প্রকাশ পায় না, কাহারও বা দোষ প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকায় জানা যায় না। পরীক্ষা না করিয়া মহামূল্য মণির মূল্য নির্দ্ধারণ করা উচিত নহে। ৩১১।

কিন্নররাজ এই কথা শুনিয়া তাহাই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য জামাতাকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন। ৩১২।

তুমি সৌন্দর্য্যে কিন্নর-বালকগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতেছি, কিন্তু যদি কোন প্রভাব-গুণ দেখাইতে পার, তাহা হইলে দেবলোকের সহিত সম্বন্ধ করিবার উপযুক্ত হইতে পার। ৩১৩।

এই বিস্তৃত শর-বন ক্ষণকালমধ্যে শরহীন করিয়া তাহাতে এক আঢ়ক-পরিমিত তিল বপন কর এবং তাহা সমস্ত খুটিয়া তুলিয়া পুনর্ব্বার ছড়াইয়া দেও। ধনুর্ব্বেদে দৃঢ় লক্ষ্য প্রভৃতি কৌশল দেখাও। যা হইলে তোমার কীর্ত্তিপতাকাস্বরূপ মনোহরা তোমার আয়ত্ত হইবে। ৩১৪-৩১৫।

কিন্নররাজ কৌটিল্যবশতঃ এইরূপ অসাধ্য কার্য্যে প্রেরণা করায় সুধন কান্তার প্রতি অনুরাগবশতঃ তৎসমুদয় করিতে উদ্যত হইলেন।৩১৬।

সুধন বৃথাশ্রম ও ক্লেশমাত্র-ফলক শরপাটনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সুধনের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ ভাবিলেন। ৩১৭।

রাজপুত্র সুধন ভাদ্রকল্পিক বোধিসত্ত্ব। ইহাঁকে কি জন্য কিন্নর-রাজ নিষ্ফল ও ক্লেশকর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? এখন আমি ইহাঁর কার্য্যে সহায়তা করিব। এইরূপ ভাবিয়া ইন্দ্র তাঁহার কার্য্য নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। ৩১৮-৩১৯।

ইন্দ্রাদিষ্ট যক্ষগণ শূকররূপ ধারণ করিয়া শর-বন উৎপাটিত করিল এবং তিনি তাহাতে তিলাঢ়ক বপন করিলেন। পরে ইন্দ্রসৃষ্ট পিপীলিকাগণ তাহা একত্র সঞ্চিত করিয়া দিলে কুমার বিস্মিত কিন্নর-রাজকে তাহা নিবেদন করিলেন। ৩২০-৩২১।

সুধন নিশিত বাণদ্বারা সাতটি কনকস্তম্ভ ও শূকরীচক্রযুক্ত সাতটি তালবৃক্ষ বিদ্ধ করিয়া শস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা এবং বিক্রম ও শিল্প-বিদ্যাতে অভিজ্ঞতা দেখাইলেন। তখন তাঁহার মস্তকে স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইল। ৩২২-৩২৩।

কিন্নররাজ সুধনের প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেও পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য সেই সেই যুক্তি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩২৪।

যাহারা পরের পরিভব করিবার জন্য স্থিরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহারা বিপুল আশ্চর্য্য দেখিয়াও কথা কহে না। সজ্জনের প্রশংসা করা হইলে উপহাস করে এবং কাহারও কীর্ত্তি বা উৎকর্ষ দেখিলে মলিনবদন হইয়া তাহার প্রতিবাদ করে। বিরুদ্ধবুদ্ধি জনকে শত গুণের পরিচয় দিয়াও বশীভূত করা যায় না। ৩২৫।

কিন্নররাজ সুধনকে বলিলেন,—তুমি উত্তম প্রভাব প্রকাশ করিয়াছ। এখন তোমাকে বুদ্ধির প্রকর্ষ দেখাইতে হইবে। ৩২৬।

একপ্রকার বর্ণ ও সৌন্দর্য্যশালিনী এবং একপ্রকার বস্ত্রাভরণমণ্ডিত কিন্নরীগণের মধ্য হইতে নিজ কান্তাকে বাছিয়া লইয়া গ্রহণ কর। ৩২৭।

কিন্নররাজ এই কথা বলিলে, সুধন সম্মুখে তুল্যবর্ণ, তুল্যবয়স এবং তুল্যবেশভূষাসম্পন্ন পঞ্চ শত কিন্নরী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের মধ্য হইতে তিনি, ভৃঙ্গ যেরূপ বল্লরীবনে সংচ্ছাদিত চূতমঞ্জরী চিনিয়া লয়, তদ্রূপ মনোহরাকে চিনিয়া গ্রহণ করিলেন।৩২৮-৩২৯।

তৎপরে কিন্নররাজ তাঁহাকে দেবতা নিশ্চয় করিয়া সন্তোষ সহকারে দিব্য রত্ন সহ মনোহরাকে সম্প্রদান করিলেন। ৩৩০।

কিন্নররাজ সমাদরপূর্ব্বক উত্তম ভোগ্য বস্তু ও বিভবদ্বারা সুধনকে পূজা করিলেন। কুমার তখন জায়া সহ কিন্নররাজকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ নগরে প্রস্থান করিলেন। ৩৩১।

রাজা মনোহরার সহিত পুত্র আসিয়াছেন দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে সুধা-সাগরের ন্যায় শোভিত হইলেন। ৩৩২।

তৎপরে রাজা প্রজাগণের সন্তাপনাশক পুত্রকে সচ্চরিত্রতারূপ

চন্দ্রসদৃশ শ্বেতচ্ছত্র-মণ্ডিত নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সন্তোষ-দ্বারা শীতল ও বিবেক-সুখে রমণীয় শান্তি-বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় করিলেন। ৩৩৩।

সুধন অভিষিক্ত হইবার পরদিন প্রভাতকালে সাতটি অমূল্য রত্ন নূতন প্রভাবশালী প্রভুর সেবার্থ তথায় বাস করিবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইল। ৩৩৪।

আমিই সুধন নামে বোধিসত্ত্ব ছিলাম এবং যশোধরা মনোহরা ছিলেন। কামানুবন্ধবশতঃ তাঁহার বিয়োগে আমি এত ক্লেশ পাইয়াছিলাম। ৩৩৫।

অতএব কমলবদনা নারীগণের নয়নপ্রান্তবাসী কাম শান্তিরূপ মৃগবধূর বন্ধনকারী ব্যাধস্বরূপ। ইহাকে সতত বর্জ্জন করিবে। এই ব্যাধ পুষ্প-বাণের রজঃপুঞ্জরূপ উগ্র হলাহল বিষমাখা শোক ও ব্যসনরূপ মোহন বাণদ্বারা লোককে বিদ্ধ করে। ৩৩৬।

ভিক্ষুগণ স্বয়ং ভগবান্ জিন কর্ত্তৃক কথিত এইরূপ নিজ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনোভবকেই শত শাখাযুক্ত সংসার-ক্লেশের বিপুল ও সরস মূলস্বরূপ বুঝিলেন। ৩৩৭।

ইতি সুধন-কিন্নরী অবদান নামক চতুঃষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

———0———

পঞ্চষষ্টিতম পল্লব।

একশৃঙ্গাবদান।

প্রাগ্‌জন্মাভ্যাসলীনাদতিসরসলসদ্বাসনামূলশেষাৎ
নিঃসঙ্গস্যাপি জন্তোঃ কমলকলনয়া জায়তে মানসেঽস্মিন্‌।
রাগঃ সম্ভোগলীলাপরিমলপটলাকৃষ্টসর্ব্বেন্দ্রিয়াণা-
মেকত্রৈবাতিমাত্রং সরসমধুলিহাং বন্ধনং যঃ করোতি॥ ১॥

সরোবরে যেরূপ পদ্মবৃক্ষ শুষ্ক হইয়া গেলেও মৃত্তিকামধ্যস্থ মূল হইতে পুনর্ব্বার বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ও কমল জন্মে, তদ্রূপ মনুষ্য ইহজন্মে নির্লিপ্ত হইলেও তাহার পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ মনোমধ্যে লীন ও রসযুক্ত বাসনাবশেষরূপ মূল হইতে পুনর্ব্বার অনুরাগোদয় হইয়া থাকে। এই অনুরাগই সম্ভোগলীলারূপ পরিমলদ্বারা মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবশেষে রসলুব্ধ মধুকরের ন্যায় মনুষ্যকে একটা বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে। ১।

পুরাকালে যখন ভগবান্‌ জিন শাক্যপুরে ন্যগ্রোধারামে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিক্ষুগণ তাঁহার সমীপে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ২।

আপনি শান্তিনিরত হইয়াছেন, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আপনার সংসার-বিকার সমস্তই নিবৃত্ত হইয়াছে, তথাপি আপনি যখন রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন যশোধরা আপনাকে দেখিয়া যেন বিমুগ্ধ হন। আপনার দর্শন পাইলেই তিনি ভূষিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আপনার ভোজ্যাধিবাস-কালে তিনি মোদকপাত্র হস্তে লইয়া আপনাকে প্রলোভিত করেন। এখনও তাঁহার নানাপ্রকার মনোবিকার শান্তি প্রাপ্ত হয় নাই।

তিনি আপনার মুখচন্দ্রের কান্তিবিযুক্ত হইয়া কুমুদিনীর ন্যায় অবসাদ প্রাপ্ত হইতেছেন। ৩—৫।

ভিক্ষুগণ বিস্ময়বশতঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ ঈষৎ হাস্যদ্বারা মুক্তা-ফলযুক্ত বিদ্রুমমালার আভার ন্যায় অধরপল্লব এবং দন্তের কান্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। ৬।

যশোধরা অদ্যাপি বিকারযুক্ত অভিলাষলীলা ধারণ করিতেছেন। ইনি পূর্ব্বজন্মেও স্মরবিভ্রম ও মোদকদ্বারা আমাকে প্রলোভিত করিয়াছিলেন। ৭।

পুরাকালে কাশীপুরে কাশ্য নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রকান্তি ছিল এবং তিনি শত্রুরূপ মত্ত হস্তীর পক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ হইলেও কোমল ও সরলস্বভাব ছিলেন। ৮।

তিনি পুত্রার্থী হইয়া বহুপ্রকার প্রযত্ন পূর্ব্বক তপস্যা করায় নলিনী নামে একটিমাত্র কন্যা উৎপন্ন হইল। প্রজাপালন জন্য গর্ব্বিত রাজগণ প্রায়শই বংশহীন হইয়া থাকেন। ৯।

অন্তঃপুরমধ্যে কন্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে রাজার মনেও চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে নিদ্রাভাবে ক্লিষ্ট রাজা পণ্ডিতগণ ও অমাত্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন। ১০।

আমার এই আধিপত্যরূপ বৃক্ষটি বিস্তীর্ণ শাখাযুক্ত, স্থির ও বদ্ধমূল, অত্যুন্নত এবং সমস্ত লোকের উপজীব্য হইলেও যথোপযুক্ত ফলহীন হওয়ায় ঘুণক্ষত বৃক্ষের তুল্য পতনোন্মুখ বোধ করিতেছি।১১।

আমার একটি মাত্র কন্যা নলিনী আছে। ইহার এখন সম্প্রদান করিবার বয়স হইয়াছে। ইহাকে প্রযত্ন করিয়া পাত্রস্থ করিলে আমার আর সন্তান না থাকায় সন্তান-স্নেহ প্রকাশ করিবার স্থানও থাকিবে না। ১২।

যেরূপ প্রদীপ্ত দীপবর্ত্তি কেহই হস্তে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ নিজ কন্যাকে কেহই গৃহে রাখিতে পারে না। কন্যা গচ্ছিত ধনতুল্য। উহাকে পরের হস্তে দিতেই হইবে। বংশে কন্যা জন্মিলে কেবল চিন্তা করাই ফল লাভ হয়। ১৩।

রাজকন্যাকে ভৃত্যগণের মধ্যে বা পুরবাসী জনের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করা যায় না। দূরদেশেই দেওয়া উচিত। কিন্তু দূরদেশে দিলে সর্ব্বদা কুশল-সংবাদ না পাওয়ায় জীবিত থাকা বা মৃত হওয়ায় কোনই প্রভেদ নাই। অতএব আমি প্রযত্ন করিয়া এরূপ কোন একটি গুণবান্ পাত্রকে জামাতা করিব যে, সে নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আমার পুত্ত্রের ন্যায় এই দেশে থাকিয়া আমার এই আধিপত্য ভোগ করিবে। ১৪-১৫।

আমি শুনিয়াছি যে,গঙ্গাতীরবর্ত্তী সাহঞ্জনী নামক তপোবনে কাশ্যপ নামে এক রাজর্ষি আছেন। প্রস্রবণ-জলে তাঁহার বীর্য্যস্খলন হইয়াছিল এবং দৈবযোগে উহা একটা উন্নতাগ্র প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন হইয়াছিল। একটি তৃষ্ণার্ত্তা হরিণী উহা পান করিয়া গর্ভবতী হইয়া সুবর্ণকান্তি একটি পুত্ত্র প্রসব করিয়াছিল। ১৬-১৭।

বনমধ্যে মৃগীর স্তন্যপানে বর্দ্ধিত ঐ বালক পিতা কর্ত্তৃক গৃহীত এবং যথাবিধি সংস্কৃত হইয়াছে। ঐ বালকটির নাম একশৃঙ্গ। তাহার মস্তকে একাঙ্গুলপরিমিত একটি শৃঙ্গও আছে। ১৮।

সেই একশৃঙ্গ এখন যুবা পুরুষ, ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, নির্ম্মলস্বভাব এবং ঈশ্বরধ্যানপরায়ণ; কিন্তু নিঃসঙ্গ স্থানে বাস হেতু বিষয়-সুখে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাহার দেহকান্তি সূর্য্যের ন্যায় অত্যুজ্জ্বল। ১৯।

একশৃঙ্গ যদি নলিনীর পতি হয়, তাহা হইলে এ বংশ লোপ হইবে না। পরন্তু তেজোনিধি একশৃঙ্গের আনয়ন-বিষয়ে একটি যুক্তি আপনারা চিন্তা করুন। ২০।

অমাত্যগণ রাজার এইরূপ কথা শুনিয়া বহুক্ষণ বিচারপূর্ব্বক রাজাকে বলিলেন,—সেই আশ্রমের নিকটে বিহার করিবার জন্য রাজ-কন্যাকে সম্প্রতি পাঠাইয়া দিউন। ২১।

রাজা অমাত্যগণের বাক্যে অনুমোদন করিয়া এবং নলিনীর নিকট নিজের অভিপ্রায় সমস্ত ব্যক্ত করিয়া তাহাকে তপোবনপ্রান্তে বিহার করিবার জন্য পাঠাইলেন। নলিনীও প্রগলভার ন্যায় মুনিকুমারকে হরণ করিবার জন্য তপোবনে গেলেন। ২২।

কমনীয়াকৃতি, চারুলোচনা, তন্বঙ্গী নলিনী বালানিল-সঞ্চালিতা সঞ্চারিণী লতার ন্যায় নানাবিধ লীলাদ্বারা তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ২৩।

নলিনী যখন পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন, তখন ভৃঙ্গগণ উড্ডীন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল এবং কুরঙ্গগণ ভয়ে বিচলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে একশৃঙ্গ নিজ তপোবনান্ত হইতে কৌতুকবশতঃ সেই স্থানে আসিলেন। ২৪।

মনুষ্য-সঙ্গ-বর্জ্জিত মুনিকুমার একশৃঙ্গ বিস্ময়ে নির্নিমেষ হইয়া যৌবনবিভ্রমযুক্তা, সন্নতাঙ্গী ও উৎফুল্লপদ্মনয়না নলিনীকে দেখিলেন। ২৫।

মুনিকুমার নারী-বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও মৃগনয়না, কমনীয়াকৃতি নলিনীকে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন। জন্মান্তরীয় বাসনাভ্যাসবশতঃ মনো-মধ্যে লীন বিষয়াভিলাষ কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। ২৬।

মৃগীসুত একশৃঙ্গ নলিনীর মুখপদ্মে সুস্নিগ্ধ ও মুগ্ধভাবে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাধর বা মুনিপুত্র বোধ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক বন্দনা করিলেন। ২৭।

নলিনী প্রতিপ্রণাম জন্য মস্তক নত করিলে নির্ম্মল, শুভ্রকান্তি তদীয় হার যদিও নিজ কান্তি দ্বারা নলিনীর হৃদয়রাগ আচ্ছাদন করিল,

পরন্তু প্রবালসদৃশ নলিনীর অধরের কান্তি হারে প্রতিফলিত হওয়ায় সেও যেন অনুরাগবান্ হইল। ২৮।

প্রতিপ্রণামকালে নলিনীর ললাটে স্বেদবিন্দু উদিত হওয়ায় তদীয় তিলক ও অলকপ্রান্ত আর্দ্র হইল এবং তাঁহার অঙ্গে ঈষৎ কম্পভাব উদিত হইল। তদীয় কাঞ্চী সখীর ন্যায় মধুরস্বরে কামোপচার-বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিল। এইরূপ ভাবপ্রাপ্ত নলিনীকে মুনিকুমার বলিলেন। ২৯।

হে মুনিপুত্র! এস এস; তোমার তপোবনস্থ মৃগগণের কুশল ত? তাহারা সর্ব্বদাই তপোবন দেখিয়াই নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকে এবং অন্য স্থানে প্রায়ই যায় না। ৩০।

দিব্যব্রতধারী তোমার এই অমৃতবর্ষী অনবদ্য রূপ দেখিয়া জটাবল্কল-ধারী মুনিগণের বপুঃ শুষ্ক দ্রুমতুল্য বোধ হইতেছে। ৩১।

কুসুম ও লতাদ্বারা শোভিত তোমার এই স্নিগ্ধ জটাকলাপ নবোদিত মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় কমনীয়। ৩২।

সুন্দর বিল্বফলদ্বয়-শোভিত তোমার এই বক্ষঃস্থল শুভ্রবর্ণ অক্ষ-সূত্র দ্বারা কেমন শোভিত হইতেছে। এই অক্ষমালাটি বালকুরঙ্গের নেত্রের ন্যায় বিচিত্র ভাবে গাঁথা হইয়াছে বোধ হয়। ৩৩।

আপনার পরিহিত মৌঞ্জী মেখলায় হোমাগ্নির স্ফুলিঙ্গ লাগিয়া রহিয়াছে। ইহা কেমন নবপল্লবদ্বারা চিত্রিত। বাললতাসদৃশ আপনার এই তন্বী তনু কাহার না কৌতুকপ্রদ হয়? ৩৪।

আপনার প্রসন্ন তপোবন কোথায়, আমাকে বলুন। আপনার পাদ-বিন্যাসসম্ভূত বিকশিত শোভাদ্বারা সেখানে যেন সততই পঙ্কজিনী স্থলে সঞ্চরণ করিতেছেন, বোধ হয়। ৩৫।

একশৃঙ্গ এই কথা বলিলে নলিনী তাঁহাকে ললনা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ

ও মৃগসদৃশস্বভাব জানিতে পারিয়া লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক অশঙ্কিতচিত্তে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। ৩৬।

তৎপরে একশৃঙ্গের মন আনন্দরসে আর্দ্র হইলে মৃদুভাষিণী নলিনী কোমলস্বরে বলিলেন,—এই তপোবনের নিকটেই আমার আশ্রম, সেখানে সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্প প্রচুর পরিমাণে আছে। ৩৭।

নলিনী এই কথা বলিয়া মাধুর্য্য ও চমৎকৃতিযুক্ত সৎকবির সূক্তি দ্বারা যেরূপ লোককে প্রলোভিত করা যায়, তদ্রূপ ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কর্পূরপরাগ-সুরভিত মোদকদ্বারা একশৃঙ্গের মন প্রলোভিত করি-লেন। ৩৮।

তিনি সেই রসনার সুখপ্রদ মোদকদ্বারা ও চিত্তের উল্লাসকর প্রেমবিলাস দ্বারা এবং কর্ণসুখকর প্রণয়োক্তি দ্বারা মৃগসদৃশ এক-শৃঙ্গকে বাগুড়াবন্ধবৎ করিয়া লইয়া গেলেন। ৩৯।

একশৃঙ্গ সোল্লাসে বলিলেন,—তোমার কমনীয় তপোবন দেখাও। তখন নলিনী ভুজলতা দ্বারা তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুদিতনয়ন একশৃঙ্গকে বলিলেন,—এস, আমার সঙ্গে এস। ৪০।

একশৃঙ্গ যাইতে উদ্যত হইলে নলিনী কএক পা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে তাঁহার গমনের জন্য সজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করিতে বলিলেন। ৪১।

ভেদজ্ঞান-বর্জ্জিত একশৃঙ্গ রথে সংলগ্ন তুরঙ্গগণকে কুরঙ্গ মনে করিয়া বলিলেন যে, আমি মৃগীপুত্র হইয়া কিরূপে মৃগ-সংলগ্ন এই স্থান পাদদ্বারা স্পর্শ করিব? তাহা পারিব না। ৪২।

অতঃপর রাজকুমারী মনের দ্বারা মুনিকুমারকে বহন করিয়া মনোবৎ বেগগামী রথদ্বারা নিজ রাজধানীতে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার নিকট বলিলেন। ৪৩।

রাজাও মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার আনয়নবিষয়ে উপায় চিন্তা করিলেন। হঠকারিতা দ্বারা তাঁহাকে আনিলে অগ্নিপ্রতিম মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, এই ভাবনায় ভীতও হইলেন। ৪৪।

তৎপরে রাজা মুনিকুমারের আনয়ন জন্য কতকগুলি নৌকা একত্র করিয়া তদুপরি বৃক্ষলতা দ্বারা একটি আশ্রমের ন্যায় নির্ম্মাণ করিয়া পুনর্ব্বার নলিনীকে নৌকাযোগে সেই গঙ্গাতীরবর্ত্তী তপোবনে পাঠাইলেন। ৪৫।

এ দিকে এই কয় দিনমধ্যে একশৃঙ্গ সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিয়া কেবল রাজকন্যারই চিন্তা করিতেছেন এবং মৌনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। মহর্ষি পুত্রকে এইরূপ নবাভিলাষযুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ৪৬।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলে একশৃঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা সম্মুখস্থ লতা-পল্লব ও মঞ্জরীগুলিকে নর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন। ৪৭।

পিতঃ! আমি তপোবনে একটি মুনিকুমারকে দেখিয়াছি, তাহার মুখখানি প্রমৃষ্ট চন্দ্রসদৃশ কমনীয় এবং তাহার নয়নপ্রভা দ্বারা হরিণাঙ্গনাগণের দর্প অপহৃত হইয়াছে। ৪৮।

তাহার বক্ষঃস্থলে, কটিদেশে, পাণিতে ও গলদেশে বিচিত্র সূত্র শোভিত হইতেছে। সেগুলি যেন ইন্দ্রধনুর শাবকসদৃশ। পিতঃ! আমারও কেন সে রূপ নাই? ৪৯।

এখনও তাহার বাক্য-মাধুর্য্য আমার মনে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সেরূপ মিষ্ট স্বর আমি কখনও শুনি নাই। চূতবনে কোকিলের কুহু-রব ও ভ্রমর-গুঞ্জন তাহার শতাংশেরও তুল্য নহে। ৫০।

মন্দাকিনী-ফেণসদৃশ শুভ্রবর্ণ নব বল্কল দ্বারা আচ্ছাদিত তদীয় তন্বী তনু কেমন সুন্দর! এ বল্কল এখন আমাব ভাল লাগিতেছে না। ৫১।

সে আমার মুখের উপর নিজ মুখপদ্ম সন্নিবিষ্ট করিয়া এবং নিজ বাহুদ্বয় দ্বারা বহুক্ষণ আমার দেহ নিপীড়িত করিয়া ও মন্ত্রজপ দ্বারা অধর প্রস্ফুরিত করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দজনক স্পর্শসুখ শিক্ষা দিয়াছে। ৫২।

আমি অধীর হইয়াছি। সেই অসাধারণ কমনীয় মুনিকুমার ছাড়া আমি ক্ষণকালও এখানে থাকিতে পারিতেছি না। তিনি যেরূপ ব্রত উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এখন নিদ্রা আর আমার চক্ষুকে স্পর্শও করে না। ৫৩।

আমার চক্ষু তাঁহাকেই দেখিতে চাহিতেছে। কর্ণ তাঁহার বাক্য না শুনিয়া থাকিতে পারিতেছে না। আমার বুদ্ধিবৃত্তি তাঁহারই চিন্তায় ক্লিষ্ট হইতেছে। আমার এই দেহ-পীড়ার কোন মন্ত্র আপনি জানেন কি? ৫৪।

মহর্ষি কান্তাহৃত-মানস পুত্রের এইরূপ সন্তাপ ও চিন্তাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তপস্যার বিঘ্ন বিবেচনা করিয়া পতনভয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন। ৫৫।

হায়! তীক্ষ্ণস্বভাব কাম-ব্যাধ এই মুগ্ধ শাবককে কটাক্ষরূপ কূট প্রয়োগ দ্বারা বারাঙ্গনারূপ বাগুরাতে হঠাৎ বদ্ধ করিয়াছে। ৫৬।

মনীষী মুনি ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া পুত্রের মনোবিকার হরণ করিবার জন্য কামরূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট বিষয়াভিলাষরূপ বিষবাহী পুত্রকে বলিলেন। ৫৭।

হে পুত্র! সে সাধুস্বভাব মহর্ষিপুত্র নহে। সে কামরূপ ভুজঙ্গের উৎপত্তিস্থান স্ত্রীলোক। মূঢ় জন তাহাতে আসক্ত হইয়া তীব্রতর অনুরাগরূপ বিষের ব্যথায় ব্যাকুল হয়। ৫৮।

জনগণ অঞ্জনরূপ কালকূট বিষযুক্ত সুতীক্ষ্ণ তরুণীর কটাক্ষ-বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া এবং সংসাররূপ কারাগৃহে নারীর ভুজপাশে বদ্ধ হইয়া নানা ক্লেশবশতঃ অনুশোচনা করিয়া থাকে। ৫৯।

মোহে অন্ধকারময় সংসাররূপ মেঘের মধ্যে স্বভাবতঃ বক্র নারী-রূপ বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয় এবং ক্ষণকাল পরে উহা বিনষ্ট হইয়া পুরুষের চক্ষে মহান্ধকার সৃজন করে। ৬০।

স্ত্রীগণ গর্ব্ব, উন্মাদ ও মূর্চ্ছাজনক বিষলতাস্বরূপ এবং মহামোহ-জনক পিশাচিকাস্বরূপ। ইহাদিগকে স্পর্শ করিলে লোকের কুশল হয় না। ৬১।

এই সকল সাধুগণ সুস্থ হইয়া সন্তোষ দ্বারা কমনীয় তপোবন-মধ্যে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের চিত্তে সন্তাপজনক নারীর কটাক্ষরূপ শাণিত বাণ বিদ্ধ হয় নাই। ৬২।

পিতা এইরূপ বিবিধ প্রকার বিবেক-বাক্য দ্বারা প্রযত্নপূর্ব্বক একশৃঙ্গকে প্রবোধিত করিলেও তিনি কামযুক্ত লাবণ্য-মধু পান করিয়া মত্ত হওয়ায় তাঁহার কিছুমাত্র বোধোদয় হইল না। ৬৩।

পরদিন মুনি নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য গমন করিলে রাজকন্যা লীলাবিলাস দ্বারা কুমারকে প্রলোভিত করিবার জন্য পুনর্ব্বার আসিলেন। ৬৪।

দাসীগণ কর্ত্তৃক অনুগতা এবং পুষ্পরূপ হাস্যযুক্তা লতার ন্যায় শোভাযুক্তা নতাঙ্গী নলিনী সম্পূর্ণাঙ্গ অনঙ্গের ন্যায় সুন্দর একশৃঙ্গকে পাইয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিতা হইলেন। ৬৫।

নলিনী একশৃঙ্গকে বলিলেন যে, স্বর্গীয় দেবগণের বাসযোগ্য এবং কল্পলতাগ্রে লম্বমান ফল দ্বারা শোভিত অতি মনোরম মদীয় আশ্রম দেখিবার জন্য আইস। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে গঙ্গার তীরে লইয়া গেলেন। ৬৬।

একশৃঙ্গ তথায় রত্নোজ্জ্বল বিচিত্র পত্রযুক্ত সুবর্ণময় লতার ফল ও পুষ্পদ্বারা রমণীয়, নৌকার উপরিস্থিত কৃত্রিম আশ্রমটি সুখময় বোধ করিয়া সহর্ষে তাহাতে আরোহণ করিলেন। ৬৭।

সংসার তুল্য সেই কপট আশ্রম দ্বারা হৃত একশৃঙ্গ অজ্ঞাততত্ত্ব হইলেও অনুরক্তচিত্ত হওয়ায় নদীপ্রবাহ দ্বারা সুখময় বারাণসী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। ৬৮।

তিনি পৃথিবীর ইন্দ্রতুল্য কাশীরাজের মহামূল্য রত্নমণ্ডিত রাজধানীতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে মুনিগণের মুখে স্বর্গাঙ্গনের যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যেন তিনি দেখিলেন ও বুঝিলেন। ৬৯।

তৎপরে বিধিজ্ঞ রাজা হৃষ্ট হইয়া বিলোল-হারমণ্ডিতা, মৃগাক্ষী নিজ কন্যা যথাবিধি একশৃঙ্গকে সম্প্রদান করিয়া পূর্ণমনোরথ হইলেন। ৭০।

সরলমতি মুনিকুমার রাজকন্যার করে নিজ কর অর্পণ করিবার সময় বিবাহ-বিধি অনুসারে হোমাদি কার্য্যকে অন্য এক প্রকার অগ্নিহোত্র হোম বলিয়া বুঝিলেন। ৭১।

মহোৎসবানন্দে আনন্দিত রাজা কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া একশৃঙ্গ সংযত অবস্থায় কিছুদিন তথায় থাকিয়া জায়া সহ নিজ তপোবনে গমন করিলেন। ৭২।

একশৃঙ্গ-জননী মৃগী জায়া সহ বর্ত্তমান পুত্রকে দেখিয়া হর্ষসহকারে মুনির অনুগ্রহে প্রাপ্ত মনুষ্য-বাক্য দ্বারা বলিল,—এ নারীকে কোথায় পাইলে? ৭৩।

একশৃঙ্গ মৃগীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মাতঃ! কমনীয়রূপ পুরুষটি আমার বয়স্য। অতি প্রযত্নে আমি ইহাঁকে পাইয়াছি। অগ্নি সাক্ষী করিয়া ইহাঁর সহিত মিত্রতা করা হইয়াছে। ৭৪।

মৃগী এই কথা শুনিয়া পুত্রকে বিবাহ-কথায় অনভিজ্ঞ ও নিতান্ত মুগ্ধ বুঝিয়া পতিব্রতা তাপসীগণের তপোবনে তাহাদিগকে লইয়া গেল। ৭৫।

তথায় তাপসীগণ একশৃঙ্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইনি তোমার

সহধর্ম্মচারিণী পত্নী এবং তুমি ইহাঁর পতি। তখন তিনি রাজকন্যাকে প্রিয়া জায়া বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। ৭৬।

পিতা কাশ্যপও হৃষ্ট হইয়া বিবাহ-ধর্ম্মেই উপদেশ দিলেন। পরে একশৃঙ্গ পিতার আজ্ঞায় ভার্য্যা সহ শ্বশুরের রাজধানীতে গেলেন।৭৭।

বৃদ্ধ রাজা সত্ত্বোজ্জ্বল শান্তিপদ আশ্রয় করিয়া একশৃঙ্গকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনিও সামন্ত-রাজগণের কিরীটাগ্রদ্বারা স্পৃষ্টপাদপীঠ হইয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। ৭৮।

একশৃঙ্গ ধর্ম্মস্বভাব হেতু বিবেকসম্পন্ন ছিলেন, ঐশ্বর্য্য-মোহে তাঁহার বুদ্ধি অভিভূত হয় নাই। কালে তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও পৌত্র হইল। তিনি বৃদ্ধ হইয়া প্রব্রজ্যাদ্বারা শান্তি-পথের অভিলাষী হইলেন। ৭৯।

আমিই মুনিকুমার একশৃঙ্গ ছিলাম। সেই নলিনীই এখন যশোধরা হইয়াছেন। আজও ইহাঁর জন্মান্তরীয় বাসনা আমার প্রলোভন জন্যই নিযুক্ত রহিয়াছে। ৮০।

ভিক্ষুগণ জিন কর্ত্তৃক বর্ণিত নিজ জন্মান্তরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। ৮১।

একশৃঙ্গাবদান নামক পঞ্চষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

ষট্ষষ্টিতম পল্লব।

কবিকুমারাবদান।

নায়াতি কায়পরিবৃত্তিশতৈর্বিরামং
বিচ্ছেদমেতি ন জবেন পলায়িতস্য।
লঙ্ঘ্যা ন নাম বপুষঃ সহচারিণীয়ং
ছায়েব কর্ম্মসরণিঃ পুরুষস্য লোকে ॥ ১ ॥

ইহলোকে মনুষ্যমাত্রেরই কর্ম্মমার্গ ছায়ার ন্যায় দেহের সহচারী হয়, উহাকে লঙ্ঘন করা যায় না। শত শত কায়-পরিবর্ত্তনেও উহা নিবৃত্ত হয় না এবং বেগে পলায়ন করিলেও উহা বিচ্ছিন্ন হয় না।১।

একদা শিলাবৃষ্টিপাতে ভগবানের পদাঙ্গুষ্ঠে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে ভিক্ষুগণ কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিতে লাগিলেন।২।

দুর্নিবার বৈরভাব স্মরণ করার জন্য আমার যে কর্ম্মফলে পাদাঙ্গুষ্ঠ ক্ষত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।৩।

পুরাকালে পাঞ্চালদেশে কাম্পিল্য নগরে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আশ্রয়ভূত সত্যরত নামে এক রাজা ছিলেন।৪।

সুলক্ষণযুক্তা লক্ষণানাম্নী তদীয় পত্নী প্রজারক্ষারূপ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ ছিলেন।৫।

দৈববশতঃ লক্ষণার পুত্র-সন্তান না হওয়ায় রাজা পুত্রার্থী হইয়া লক্ষণার মতানুসারে বিদেহদেশীয়া সুধর্ম্মাকে বিবাহ করিলেন। রাজা বিবাহ করার পরে লক্ষণার একটি পুত্র হইল; এ কারণ তিনি বৃথা সপত্নী হওয়ায় অনুতাপ প্রাপ্ত হইলেন।৬-৭।

রাজপুত্রের অলোলমন্ত্র নাম রাখা হইল। তিনি বিদ্যা ও বিনয়-সম্পন্ন এবং কলাবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যায় পারগ হওয়ায় পিতার অত্যন্ত প্রীতিপাত্র হইয়া উঠিলেন। ৮।

সুধর্ম্মা গর্ভবতী হইলে রাজা পরলোকগত হইলেন। মনুষ্যের উদ্যম ও আশা স্থির থাকে; কিন্তু দেহ স্থির নহে। ৯।

রাজার মৃত্যুর পর অমাত্যগণ লক্ষণার গর্ভজাত পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ইনি সামন্তরূপ হস্তিগণের পক্ষে অঙ্কুশস্বরূপ ছিলেন। ১০।

গোবিষাণ নামে মহামাত্য তাঁহার প্রীতিপাত্র ছিলেন। গোশৃঙ্গের ন্যায় কুটিল অমাত্যের নীতি অন্যে জানিতে পারিত না। ১১।

সুধর্ম্মার প্রসবকাল প্রত্যাসন্ন হইলে নিমিত্তজ্ঞ পুরোহিত বলিলেন যে, এই গর্ভজাত সন্তান রাজনাশক হইবে। ১২।

অনন্তর রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে জন্মক্ষণেই শিশুর হত্যার মানসে অস্ত্রধারী অন্তঃপুররক্ষকগণকে আদেশ প্রদান করিলেন। ১৩।

সুধর্ম্মা তাহা জানিতে পারিয়া ভয়বশতঃ বিধাতার ন্যায় মহামাত্য স্বচ্ছন্দকারীর শরণাগত হইলেন। ১৪।

অমাত্য প্রভুভার্য্যা বলিয়া কৃতজ্ঞতাবশতঃ নির্দ্দিস্ট কালে সঞ্জাত রাজপুত্রকে এক কৈবর্ত্তের গৃহে রাখিয়া আসিলেন এবং তথা হইতে একটি সদ্যোজাত কন্যা আনিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা কন্যাকে দেখিয়া নৈমিত্তিকের বাক্য সত্য বলিয়া বোধ করিলেন না। ১৫-১৬।

কবিকুমার নামক সেই বুদ্ধিমান্ শিশু কৈবর্ত্তগৃহে শাস্ত্র, শিল্প ও কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।১৭।

মহাভুজ কবিকুমার পথে বালকগণ সহ ক্রীড়াকালে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজা সাজিয়া খেলা করিতেন। ১৮।

দৈবাৎ একদিন সেই নৈমিত্তিক পুরোহিত যদৃচ্ছাক্রমে তথায়

আসিল এবং বালকটিকে দেখিয়াই রাজার নিকট গিয়া ভক্তিসহকারে বলিল। ১৯।

রাজন্! পূর্ব্বে আমি আপনার রাজ্য ও প্রাণনাশক শিশুর কথা বলিয়াছিলাম, সেই বালককেই আমি কৈবর্ত্তদের বাটীতে দেখিয়াছি। ২০।

রাজা এই কথা শুনিয়া কোপবশতঃ বিমাতাকে ভর্ৎসনা করিয়া মহামাত্য গোবিষাণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন। ২১।

হায়! তুমি আমার রাজ্য-সাগরে কর্ণধারস্বরূপ হইয়া গর্ব্ববশতঃ রাজলক্ষ্মীরূপ নৌকাকে উপেক্ষা করিয়া ডুবাইলে। ২২।

তোমার বুদ্ধিবলে আমি চিন্তবিন্যস্ত সুখে নিদ্রিত ছিলাম। এখন সেই নিদ্রাই আমার প্রাণসন্দেহকর জ্বরতন্দ্রীস্বরূপ হইয়াছে। ২৩।

আমার বিমাতা আমার বিনাশকারী তদীয় গর্ভজাত সন্তানকে গূঢ়ভাবে কৈবর্ত্তগৃহে রাখিয়া প্রহৃষ্টা হইয়া দিন গণিতেছেন। ২৪।

এখনও তাহার বধের জন্য কোন প্রকার যুক্তি কর। যাহা নখ-দ্বারা ছেদনার্হ, তাহাও কালবশে কুঠারের দ্বারা অচ্ছেদ্য হয়। ২৫।

অমাত্য রাজার রাজ্য রক্ষার জন্য দুর্গ, মিত্র ও সৈন্যগণকে পরিদর্শন করেন, এ জন্যই অমাত্য সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ২৬।

মন্ত্রিগণ সদাই বিপদ্নিবারণের চিন্তায় রত থাকিবেন এবং কিসে হিত হয়, তাহা চিন্তা করিবেন। তাঁহারা রাজার প্রতি ভক্তিবশতঃ চর দ্বারা গুপ্ত সংবাদ লইবেন এবং অভিমত ফললাভ দ্বারা সন্ত কার্য্য-সিদ্ধি প্রদর্শন করিবেন। এরূপ শুচি ও উদারপ্রকৃতি মন্ত্রী রাজগণের পুণ্যফলে হইয়া থাকে। ২৭।

সত্বর গুরুতর উদ্‌যোগ করিয়া সেই বালককে বিনষ্ট কর। কাল অতীত হইলে প্রযত্ন করা কেবল অনুতাপজনক হয়। ২৮।

রাজা এইরূপ আদেশ করিলে পূর্ব্বে উপেক্ষা করার জন্য লজ্জিত অমাত্য গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি সহ যাত্রা করিলেন। ২৯।

ইত্যবসরে সুধর্ম্মা গূঢ়ভাবে পুত্রকে ডাকিয়া রাজার মন্ত্রণার কথা তাঁহাকে বলিয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে বলিলেন। ৩০।

মাতা একটি চূড়ামণি দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলে তিনিও সত্বর হইয়া পলায়ন করিলেন। অমাত্য দূর হইতে সেই রত্নভূষিত কুমারকে দেখিতে পাইয়া "নিশ্চয় রাজপুত্রই গূঢ়ভাবে পলায়ন করিতেছে" বুঝিয়া তাহার বধের জন্য উগ্রস্বভাব সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন। ৩১-৩২।

মৃগবেগে পলায়নকারী, দূরগত কুমার পশ্চাতে সৈন্যগণকে বেগে আসিতে দেখিয়া চম্পকনামক নাগের বাসস্থান জলাশয়মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩৩।

এইরূপে কুমার চক্ষুর সম্মুখে লুক্কায়িত হইলে মহামাত্য তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বহু প্রযত্ন করিলেন। পরে পদক নামক একটি গুপ্তচরকে নিযুক্ত করিলেন। ৩৪।

কুমার চূড়ামণি-প্রভাবে জল স্তম্ভিত করিয়াছেন দেখিয়া নাগ তাঁহাকে আশ্বাসনপূর্ব্বক "এইখানেই থাক", এই কথা বলিল। ৩৫।

গুপ্তচর জলাশয়তটে রাজপুত্রসদৃশ পদচিহ্ন দেখিয়া কবিকুমার নাগভবনে আছেন বুঝিয়া অমাত্যকে তাহা বলিল। ৩৬।

তৎপরে মহামাত্য নাগেন্দ্র-ভবনের চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া নাগ-রাজকে রাজাজ্ঞা শুনাইলেন। ৩৭।

হে ভুজঙ্গম! তোমার এই বাসস্থান ধূলিদ্বারা পূর্ণ করিব। প্রভু কুপিত হইলে জলকে স্থল ও স্থলকে গর্ত্ত করিতে পারেন। ৩৮।

যদি তুমি ভুজঙ্গী-ভোগেচ্ছা কর, তাহা হইলে স্বয়ং রাজরাজের শত্রু রাজপুত্রকে পরিত্যাগ কর। ৩৯।

অমাত্য এইরূপ তর্জ্জনা করায় নাগ ভয়ে রাত্রিকালে সত্বর রাজ-তনয়কে ত্যাগ করিল। সকল প্রাণীই ভয়ের অধীন। ৪০।

তৎপরে রাজপুত্র প্রচ্ছন্নভাবে এক রজকের গৃহে থাকিলেন। গুপ্তচর পদচিহ্নদ্বারা তাহাও জানিতে পারিল। ৪১।

তৎপরে মহামাত্য আসিলে রজক ভীত হইয়া কুমারকে বস্ত্রভার-মধ্যে অন্তর্হিত করিয়া নদীতটে রাখিয়া আসিল। ৪২।

তথা হইতে কুমার গূঢ়ভাবে এক কুম্ভকার-ভবনে গিয়া রহিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষম হইলেও কাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪৩।

সেখানেও গোবিষাণ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া মহাসৈন্যদ্বারা পথ রুদ্ধ করিলে কুম্ভকারগণ রাজপুত্রকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং পুষ্পমালাঙ্কিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবচ্ছলে নির্জ্জনে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ৪৪-৪৫।

তখন কুমার বিজনে বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন, মহামাত্য পদচিহ্নদ্বারা তাঁহার গতি জানিতে পারিয়া সত্বর পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। ৪৬।

কর্ম্ম যেরূপ সর্ব্বত্রই অনুসরণ করে, তদ্রূপ অমাত্য সর্ব্বত্রই তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অন্বেষণে পরিশ্রান্ত হইয়া কুপিত মন্ত্রী কুমারকে দেখিতে পাইলেন। ৪৭।

কুমার বেগে গমনকালে একটি মহাগর্ত্তে পতিত হইলেন। তাঁহার চূড়ামণিটি শুষ্ক লতাসঙ্কটে সংলগ্ন হইয়া রহিল। ৪৮।

মন্ত্রী কুমারকে বিষম গর্ত্তমধ্যে পতিত দেখিয়া চূড়ামণিটি গ্রহণ-পূর্ব্বক গিয়া রাজাকে জানাইলেন যে, শ্বভ্রবাসী অঞ্জনাখ্য যক্ষ কুমারকে রাখিয়াছে। সে পক্ষীর ন্যায় মৃত্তিকার মধ্যে গিয়া মরিয়া যায় নাই। ৪৯-৫০।

সুধর্ম্মা নিজ পুত্র গর্ত্তে পতিত হইয়াছে শুনিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে

ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু এক দিব্য কন্যা 'তোমার পুত্র বাঁচিয়া আছে', এই কথা বলিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ৫১।

কুমারও বরাহ ও ব্যাঘ্রগণের ক্ষুর ও নখরাঘাতে বিদীর্ণ শিলাতল-যুক্ত এবং গজরক্ত-পানে মত্ত শার্দ্দূলের বিচরণে ভীষণ বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৫২।

তথায় তিনি পিঙ্গলক নামক ব্যাধ-কথিত পথ অনুসরণ করিয়া একটি ছিন্নদেহ পুরুষ দেখিতে পাইলেন। ৫৩।

রাজপুত্র তাহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিজন বনমধ্যে কে তোমার এরূপ দুরবস্থা করিল? ৫৪।

সে বলিল,—অনতিদূরে মনুষ্যের যমস্বরূপ প্রচণ্ডস্বভাব সুদাস নামে এক দুঃসহ চণ্ডাল বাস করে। শঙ্খমুখ নামে তাহার একটি ভীষণ কুক্কুর আছে। সেই কুক্কুরটা পথিক জনের অস্থিদ্বারা এই দিক্‌টা আকীর্ণ করিয়াছে। ৫৫-৫৬।

তাহার সম্মুখে পড়িয়া আমার এই অঙ্গচ্ছেদ-দশা হইয়াছে। মুহূর্ত্তমাত্র আমার জীবন অবশিষ্ট আছে। ব্যথায় অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। ৫৭।

সেই চণ্ডাল মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই ক্রুদ্ধ শঙ্খমুখ কর্ত্তৃক ছিন্নকণ্ঠ পথিকগণের শোণিত প্রত্যহ পান করে। ৫৮।

রাজপুত্র তাহার এই কথা শুনিয়া অস্ত্রহীন থাকা প্রযুক্ত এবং তাহার কোন উপকার করিতে না পারায় দুঃখিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ৫৯।

অতঃপর প্রচণ্ড কোদণ্ডধারী চণ্ডাল দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বরাহ-রুধিরচ্ছটা ক্ষিপ্ত করিয়া তথায় আসিল। ৬০।

তাহার পার্শ্বে ক্রকচের ন্যায় ক্রূরদশন ও প্রত্যগ্র-শোণিত-লিপ্ত নখাগ্র দ্বারা ভূমিবিদারণকারী সেই কুক্কুরও দেখা গেল। ৬১।

কুকুরটা কুরঙ্গগণের অঙ্গভঙ্গস্বরূপ, চমরগণের গলগ্রহস্বরূপ, শৃগালগণের কুলব্যাধিস্বরূপ, শূকরগণের ক্ষয়জ্বরস্বরূপ ও সিংহগণের আয়াসস্বরূপ। বিধাতা চণ্ডালের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ বনপথে এই ক্রূর ও দর্পিত কুকুরকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৬২-৬৩।

পথিকদিগের বধূগণের নূতন বৈধব্য-বিধানের বিধাতা সেই কুকুরের হুঙ্কার ও ঘর্ঘর শব্দে পশুগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। ৬৪।

উগ্রস্বভাব চণ্ডালের সঙ্কেতে অভিদ্রুত কুকুরকে দেখিয়া রাজকুমার একটি আমলকী বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ৬৫।

চণ্ডাল তাঁহাকে পাদপারূঢ় দেখিয়া আকর্ণ ধনুঃ আকর্ষণপূর্ব্বক শঙ্খমুখকে তাঁহার বধোন্মুখ করিল। ৬৬।

ক্রূরদৃষ্টি ব্যাধ শর ও কুকুর-দংষ্ট্রার ন্যায় তীক্ষ্ণ বাক্যদ্বারা উদ্ধতভাবে রাজপুত্রকে বিদ্ধ করিলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন। ৬৭।

হায়! আমি অস্ত্রহীন হওয়ায় বিধাতা আমার এই রাজরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার যোগ্য দেহের এইরূপে বিনাশ করিলেন। ৬৮।

এই অকারণ দুর্জ্জন শত্রু স্নেহ, দান, মান বা গুণদ্বারা বশীভূত হইবার নহে। নরকঙ্কালে আকীর্ণ এই বনভূমি ইহার চিরকালের জন্য নরকবাস ঘোষণা করিতেছে। ৬৯-৭০।

কোথায় আমি ক্ষত্রিয়শিরোমণি রাজচন্দ্রের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি আর কোথায় বা কুকুর বা চণ্ডাল হইতে অস্ত্রহীন অবস্থায় আমার বধ হইল! ইহা নিতান্ত বিসদৃশ। ৭১।

পুরুষার্থের অসাধ্য, জন্মজন্মানুসারী ও নিশ্চল প্রাক্তন কর্ম্মকে সর্ব্বথা প্রণাম করি। ৭২।

দোষনিচয়ের আবাসস্থল লোক চন্দ্রের ন্যায় যে বংশের স্বল্পমাত্র দোষও দেখিয়া দূর হইতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা ব্যক্ত করিয়া দেখায়, এরূপ সর্ব্বোন্নত বংশের জন্ম না হওয়াই ভাল। জাল্ম লোকগণ

দোষরাশি বা গুণপরম্পরা কিছুই গণ্য করে না। উহারা ইচ্ছামত দোষ গুণ নির্দ্দেশ করে। ৭৩।

বিষম প্রাণ-সংশয়কালে রাজপুত্র এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর-নাশ অপেক্ষা মান-নাশেরই বেশী ভয় হইল। ৭৪।

ইত্যবসরে বিদ্যাধর মুনি মাঠর দিব্যদৃষ্টিতে এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া কৃপাবশতঃ নিষ্কোষ খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া খড়্গ ও আকাশের এক-রূপতা প্রদর্শন পূর্ব্বক তথায় আসিলেন। ৭৫-৭৬।

ভীষণদেহ ও ক্রোধে ক্রূরনয়ন বিদ্যাধর মুনি আসিয়া চণ্ডাল ও কুক্কুর উভয়েরই শিরশ্ছেদ করিলেন। ৭৭।

তৎপরে তিনি রাজপুত্রকে নিজ আশ্রমে লইয়া গিয়া মহর্দ্ধি-সম্পন্ন মায়াবিদ্যা প্রদান করিলেন। ৭৮।

মানী রাজপুত্র মুনিকে আমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যলাভ-কামনায় ও শত্রু-জয় ইচ্ছা করিয়া কাম্পিল্য নগরে যাত্রা করিলেন।৭৯।

তিনি তথায় রতির ন্যায় নর্ত্তকীরূপ ধারণ করিয়া সুললিত অভিনয় দ্বারা পৌর জনকে তুষ্ট করিলেন। ৮০।

রাজা তাঁহার নৃত্য ও বাদ্য-কৌশল শুনিয়া অমাত্যগণ সহ দেখিবার জন্য স্বয়ং নাট্যমণ্ডপে গমন করিলেন। ৮১।

সেখানে গিয়া রাজা নৃত্যলীলা-ললিত কুমারকে দেখিয়া অমৃতা-হরণের জন্য মোহিনী-মূর্ত্তিধারী বিষ্ণুর ন্যায় বিবেচনা কবিলেন। ৮২।

রাজা তাঁহার অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিয়া শৃঙ্গার-সুখ আস্বাদন করিবার জন্য মত্ত হইয়া প্রধান অমাত্যকে বলিলেন। ৮৩।

অহো! এই নর্ত্তকীর তনু কেমন সম্পূর্ণ লাবণ্যময়। ইনি বিচিত্র অভিনয় দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়াছেন। ৮৪।

ইনি নিশ্চয়ই স্বর্গ-সভার নর্ত্তকী মেনকা হইবেন। নহিলে এরূপ নববেশবতী কমনীয় আকৃতি কোথা হইতে আসিল? ৮৫।

ইহাঁর উত্তম প্রকৃতি, ভাবভঙ্গী, বিচিত্রতা ও পদবিন্যাস দ্বারা সঙ্গত ভাবে আস্বাদনীয় রসের নিষ্পাদন করিতেছে। আবার গান দ্বারা সেই নিষ্পন্ন রসের কিরূপ প্রসাধন করা হইতেছে। সংমূর্চ্ছিত মুরজ-ধ্বনি-রঞ্জিত এই নাট্য মন আকর্ষণ করিতেছে। ৮৬।

তন্বঙ্গীর বাণী বীণাস্বনে মিশ্রিত হইয়া অতিশয় আনন্দপ্রদ হই-তেছে। সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে কম্পবশতঃ শব্দায়মানা মেখলাটিও তাল-যুক্ত শব্দ করিতেছে। ইহাঁর সৌন্দর্য্য অঙ্গবিক্ষেপ-জনিত রমণীয়তায় অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। ইহাঁর ভ্রূযুগ্ম যেন নৃত্যবিলাস-শিক্ষায় ইহাঁর শিষ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। ৮৭।

এই কথা বলিয়া রাজা নর্ত্তকীর বদনপদ্মে নেত্রদ্বয় বিন্যস্ত করি-লেন। তাঁহার বদনে উদ্গত স্বেদবিন্দু দ্বারা মদন-পাদপ সিক্ত হইল। ৮৮।

দিনাবসানে রাজা নর্ত্তকীকে রত্নপূর্ণ পারিতোষিক দিয়া অন্তঃপুরে গমন পূর্ব্বক নর্ত্তকীকেই ভাবিতে লাগিলেন। ৮৯।

সংসার-মায়ার ন্যায় অসত্যরূপা সেই কপট কামিনী রাজার মন আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। ৯০।

মদনাতুর রাজা সেই নর্ত্তকীকে নিজ গৃহে আনাইলেন। মুমূর্ষু ব্যক্তি যাহা পরিণামে বিরোধী হয়, তাহাই কামনা করে। ৯১।

ইন্দ্রিয়ের অসংযম, কীর্ত্তিপুষ্পশোভিত ও ত্রিবর্গফলশালী রাজরূপ বৃক্ষের পক্ষে কুঠারস্বরূপ হয়। ৯২।

যদি হস্তিনী গাঢ় অনুরাগে বিবশ হস্তীর মোহ সম্পাদন না করে, তাহা হইলে মদমত্ত যূথপতি হস্তী কখনই গর্ত্তে পড়িয়া বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয় না। ৯৩।

তৎপরে রাজার মনোরঞ্জনকারী মূঢ় ভৃত্যগণ রাজার বিনাশের জন্য সেই কূট কামিনীকে গৃহমধ্যে প্রবেশিত করিল। ৯৪।

নির্জ্জনে সেই নর্ত্তকী গাঢ়ানুরাগী ও ধৈর্য্যহীন রাজার কান্তারূপী কালস্বরূপ হইয়া কণ্ঠগ্রহে উন্মুখ হইল। ৯৫।

তৎপরে সেই রাজা দীর্ঘ নিদ্রার জন্য আদরপূর্ব্বক শয্যায় আরূঢ় হইলে কুমার সহসা নর্ত্তকীরূপ ত্যাগ করিয়া বলিলেন। ৯৬।

তুমি রাজ্য-ভোগ-লোভে ভ্রাতৃস্নেহ অপেক্ষা না করিয়া একাকী এই সহভোগ্য রাজ্য কেন ভোগ করিতেছ? আমি নির্দ্দোষ; কিন্তু তুমি আমাকে বিষম ক্লেশ-সাগরে ফেলিয়াছ। এখন আমি নিজ কর্ম্মযোগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রতীকার চিন্তা করিতেছি। ৯৭-৯৮।

কুমার এই কথা বলিয়া রাজাকে বন্ধনপূর্ব্বক নিজ রাজ্য লাভ করিলেন এবং প্রজাগণ ও রাজভৃত্যগণকে আশ্বাসবাক্য দ্বারা প্রশান্ত করিয়া, নিজ পরাভব-বিষয় চিন্তা করিয়া, রাজার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া প্রভাতকালে শিলা নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে বধ করিলেন। ৯৯-১০০।

কবিকুমারও ভ্রাতৃবধজন্য রক্তাক্ত সেই রাজসম্পদ্ ভোগ করিয়া দেহান্তে নরকগামী হইলেন। ১০১।

আমিই সেই কবিকুমার ছিলাম। বহু সহস্র বর্ষ সেই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া নিষ্পাপ হইলেও অদ্য সেই পাপাবশেষফলে পাদাঙ্গুষ্ঠে আঘাত পাইয়াছি। ১০২।

পুরুষ ধারাবাহিক জন্মান্তরক্রমে পরিপাকপ্রাপ্ত নানা প্রকার নিজ কর্ম্মফল দেহরূপ পাত্রে ভোগ করে। স্থল, জল, তরু ও প্রস্তর-মধ্যে গেলেও কর্ম্ম তাহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। বহু কল্প অতীত হইলেও কর্ম্মাবশেষ ত্যাগ করিতে পারা যায় না। ১০৩।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এইরূপ জন্মান্তর-কথা শ্রবণ করিয়া কর্ম্ম-সন্ততিকে অলঙ্ঘনীয় বুঝিতে পারিলেন। ১০৪।

কবিকুমারাবদান নামক ষট্ষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

—— o ——

সপ্তষষ্টিতম পল্লব ।

সঙ্ঘরক্ষিতাবদান ।

धन्यास्ते परिपूर्णपुण्यनिधयः सद्धर्म्मसंबोधिनः

ज्ञानोदग्रगुरूपदेशमहिमप्राप्तप्रभावोदयाः ।

गेहप्राङ्गणलीलया बहुतरक्लेशोग्रसन्तापकृत्

यैः संसारविसारिमारवमहामार्गः समुल्लङ्घ्यते ॥१॥

যাঁহারা বহুতর ক্লেশ ও উগ্র সন্তাপজনক সংসাররূপ বিস্তৃত মরুভূমিময় দীর্ঘ পথ গৃহ-প্রাঙ্গণের ন্যায় অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য ও পরিপূর্ণ পুণ্যবান্। তাঁহারাই সদ্ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া জ্ঞানপূর্ণ গুরূপদেশ-মাহাত্ম্যে প্রভাবসম্পন্ন হন। ১।

পুরাকালে শ্রাবস্তী নগরীতে বুদ্ধরক্ষিত নামে এক গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার গৃহসম্পদ্ অর্থিগণের উপকারের জন্যই ছিল। ২।

প্রসন্নচিত্ত ভিক্ষু শারিপুত্র কুশল-লাভের জন্য শিক্ষাপদ প্রদান দ্বারা ইহাঁকে প্রসন্নচিত্ত করিলেন। ৩।

ইহাঁর পুত্র সঙ্ঘরক্ষিত সর্ব্বগুণান্বিত, সদাচার ও সর্ব্ববিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। একদা শারিপুত্র ইহাঁর গৃহে উপস্থিত হইলে পিতা পুত্রকে বলিলেন যে, হে পুত্র! তুমি যখন গর্ভস্থ ছিলে, তখন আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তুমি ইহাঁর সেবক হইবে। অতএব এখন আমার কথা যাহাতে সত্য হয়, তাহা করা উচিত। যে পুত্র পিতাকে ঋণমুক্ত করে, সেই সৎপুত্র। এরূপ পুত্র বহু পুণ্যফলে হইয়া থাকে। ৪—৬।

সঙ্ঘরক্ষিত পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সহর্ষে শারিপুত্রের অনুগমনপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যাপরায়ণ হইলেন। ৭।

তৎপরে শারিপুত্র সদাচার শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে প্রব্রজিত করিলেন এবং নিখিল ধর্ম্মাগমচতুষ্টয় অধ্যাপনা করাইলেন। ৮।

একদা সঙ্ঘরক্ষিতের সমবয়স্ক বন্ধু পঞ্চ শত বণিক্‌পুত্র সমুদ্র-গমনের জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করায় তিনি তাহাদের শুভানুধ্যায়ী হইয়া প্রবহণে আরোহণ করিলেন। ভয়কালে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই উচিত, এইরূপ গুরুবাক্যই তিনি গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন। ৯-১০।

অতঃপর সমুদ্রমধ্যে সেই প্রবহণ সংরুদ্ধ হওয়ায় বণিক্‌গণ ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন জল হইতে বাক্য উচ্চারিত হইল যে, "যদি তোমরা প্রবহণের মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই সঙ্ঘ-রক্ষিতকে সত্বর জলে ক্ষেপণ কর।" ১১-১২।

এই কথা শুনিয়া প্রাণসংশয়কালে তাহাদের সকলেরই একমত হইল যে, বরং আমাদের নিধন হয় হউক, কিন্তু সাধু বন্ধুর বধ করা হইতে পারে না। ১৩।

সঙ্ঘরক্ষিত এইরূপ বিষম প্রাণ-সংশয়কালে কৃপাবশতঃ তাহাদের রক্ষার জন্য নিজে সমুদ্রে পতিত হইলেন এবং নাগগণের সহিত নাগ-ভবনে গিয়া তত্রস্থ পূর্ব্বসংবুদ্ধকৃত প্রাচীন চৈত্য বন্দনা করিয়া দৃষ্টিবিষ, নিশ্বাসবিষ, দন্তবিষ ও স্পর্শবিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় নাগগণের চিন্তায় কৃশ হইয়া তাহাদের চিরাভিলষিত ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ১৪—১৬।

তিনি অত্যন্ত বিরক্তি জন্য উদ্বিগ্ন ও স্বদেশ-গমনে উৎসুক হওয়ায় নাগগণ ক্ষণকালমধ্যে তাঁহাকে সেই বণিক্‌দিগের প্রবহণে দিয়া আসিল। ১৭।

বণিক্‌গণ যেন পরলোক হইতে সমাগত সঙ্ঘরক্ষিতকে পাইয়া অতি হৃষ্ট হইয়া প্রবহণ ফিরাইয়া মহোদধিতীরে আসিলেন। ১৮।

তাঁহারা গৃহোৎকণ্ঠাবশতঃ অতি সত্বর যাইতেছিলেন, এজন্য তাঁহারা বালুকাময় সমুদ্রতটে নিদ্রিত সঙ্ঘরক্ষিতকে বিস্মরণবশতঃ

ফেলিয়াই চলিয়া গেলেন। প্রভাতকালে সঙ্ঘরক্ষিত জাগরিত হইয়া দেখিলেন, বণিক্‌গণ চলিয়া গিয়াছে। তখন তিনি বন্ধুগণ-বিরহে বিষণ্ণ হইয়া চতুর্দ্দিক্ জনশূন্য বিলোকন করতঃ চিন্তা করিলেন,—অহো! গন্ধর্ব্বনগরসদৃশ মিথ্যাভূত বন্ধুজন-সমাগম কত দেখিলাম ও কত বিনষ্ট হইল। ইহা কেবল বিরহকালে বিমোহিত করে। ১৯—২১।

প্রিয়সঙ্গম ক্ষুদ্র শফরীর উদ্বর্ত্তনের ন্যায় চঞ্চল। ইহা মনুষ্যের আশা ও মিথ্যা নিশ্চয় সম্পাদন্ করিয়া বন্ধন করে। প্রাণিগণ একাকী গর্ভে শয়ন করে ও একাকীই মৃত হয়, কেবল স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মই তাহার সহচর হয়, স্বজনের কেহই থাকে না। ২২।

ধীরবুদ্ধি সঙ্ঘরক্ষিত এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষম পথে যাইতে লাগিলেন ও ক্রমে জনচিন্তার ন্যায় অনন্ত শালাটবীতে উপস্থিত হইলেন। ২৩।

তথায় রত্ন-খচিত প্রাসাদ-মণ্ডিত মূর্ত্তিমান্ কৌতুকের ন্যায় একটি মহাবিহার দেখিতে পাইলেন এবং ঐ বিহারে সুন্দর পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট ও সুন্দর চীবরধারী শান্তিময় ভিক্ষুসঙ্ঘ দেখিতে পাইলেন।২৪-২৫।

তৎপরে তিনি ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়া আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভোজন-সৎকার লাভ করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ২৬।

অতঃপর ভিক্ষুগণের ভোজনকাল উপস্থিত হইলে সম্মুখে সজ্জীকৃত ভোজনপাত্রগুলি সহসা স্থূল মুদ্‌গর হইয়া গেল। ২৭।

তৎপরে সেই বিহার অন্তর্হিত হইল এবং ভিক্ষুগণ সেই মহামুদ্গর দ্বারা পরস্পরের মস্তকে আঘাত করিয়া পৃথিবী রক্তাক্ত করিল। ২৮।

আহারকাল অতিক্রান্ত হইলে পুনর্ব্বার সেইরূপ বিহার আবির্ভূত হইল এবং ভিক্ষুগণ পূর্ব্ববৎ সুস্থ প্রশমান্বিত হইল। তিনি এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বিস্ময়সহকারে ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি জন্য ভোজনকালে তোমাদের এরূপ কলহ উপস্থিত হইল?২৯-৩০।

ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিল যে, পূর্ব্বজন্মে আমরা বিহারমধ্যে ভোজন-কালে যুদ্ধ করিয়াছিলাম। ইহা সেই কর্ম্মেরই ফল। ৩১।

তাহারা আরও বলিল যে, পুরাকালে আমরা অতিশয় দুরাত্মা ভিক্ষু ছিলাম। আমরা আগন্তুক ভিক্ষুগণের ভোজনের বিঘ্ন করিতাম। ৩২।

সঙ্ঘরক্ষিত এই কথা শুনিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সুন্দর বাসগৃহযুক্ত ও ভিক্ষুগণাকীর্ণ অন্য একটি নূতন বিহারে গিয়া দেখিলেন যে, ভিক্ষুগণের ভোজনকালে বিহারটি দগ্ধ হইয়া গেল এবং পরে পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল। ইহা দেখিয়া তিনি বিস্ময় পূর্ব্বক ভিক্ষুগণকে দাহ-কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, পূর্ব্বজন্মে আমরা ক্রূরস্বভাব ভিক্ষু ছিলাম, আমরা ভিক্ষুগণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বিহার দগ্ধ করিয়াছিলাম। ৩৩—৩৫।

এই কথা শুনিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং অন্যত্র দেখিতে পাইলেন, কতকগুলি প্রাণী স্তম্ভাকৃতি, কুড্যাকৃতি, হলাকৃতি, মার্জ্জনীসদৃশ, রজ্জুসদৃশ, খট্টার ন্যায় স্থূল, উদূখলের ন্যায় স্থূল, তন্তু-শেষ ও দ্বিধাকৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের চৈতন্য বা সুখ কিছুই নাই। ৩৬-৩৭।

সঙ্ঘরক্ষিত এই সকল দেখিয়া চলিতেছেন,ক্রমে তীব্র তপস্যাকারী পঞ্চশত মুনিগণ-সেবিত পবিত্র তপোবনে উপস্থিত হইলেন। ৩৮।

মুনিগণ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পর নিশ্চয় করিল যে, উহাকে আমরা স্থানও দিব না এবং প্রিয়বাক্যও বলিব না। শাক্য-শিষ্য স্বভাবতঃ বাচাল হয়। উহাদের সহিত সম্ভাষণ করা উচিত নহে। তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া মৌনী হইয়া রহিল। ৩৯-৪০।

সন্ধ্যাকালে তাহারা আশ্রয় না দেওয়ায় বদ্ধকোশ পঙ্কজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত নিরাশ ষট্‌পদের ন্যায় তিনি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ৪১।

তখন একজন মুনি বাসের জন্য তাঁহাকে একখানি শূন্য কুটীর দিল এবং বলিল যে, এখানে তুমি মৌনী হইয়া রাত্রি যাপন করিবে। ৪২।

তথায় মুনিগণ আতিথ্য না করায় তিনি রাত্রিযাপন মানসে শুইয়া রহিলেন। পরে আশ্রম-দেবতা আসিয়া বলিলেন,—হে সাধো! উঠ, সৌজন্যবশতঃ আমাকে ধর্ম্মোপদেশ কর। ইহলোকে তুমি সদ্ধর্ম্ম-বাদীদিগের শ্রেষ্ঠ। ৪৩-৪৪।

মৌনাবলম্বী সঙ্ঘরক্ষিত আশ্রমদেবতা কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া লঘুস্বরে বলিলেন,—মাতঃ! আমাকে তাড়াইবার জন্য তোমায় কে পাঠাইল? ৪৫।

এখানে একজন মুনি মৌনী হইয়া থাকিবার জন্য আশ্রয় দিয়াছেন, আমি তাঁহার ব্যতিক্রম করিলে আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। ৪৬।

তিনি এই কথা বলিলেও আশ্রমদেবতা প্রণয়পূর্ব্বক বহু বার প্রার্থনা করায় তিনি ব্রাহ্মণানুমত ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন।৪৭।

ব্রতসকল শরীরের শোধন করে এবং বিজন তপোবন শরীর পবিত্র করে; কিন্তু উহা জটাজিনধারী মুনিগণের স্পৃহাময় চিত্তের শোধন বা পবিত্রতা করিতে পারে না। এই বনবাসী ও ফলভোজী কপিগণ এবং বল্কল ও জটাধারী বৃক্ষগণ মুক্ত হইতে পারে না এবং তীর্থজলে বাসকারী মৎস্যগণও মুক্ত নহে। যাহারা শান্তিহীন, তাহাদের তপস্যার আড়ম্বর করা বৃথা। ৪৮-৪৯।

ভস্ম দ্বারা ধবলিত হস্তিগণ, বায়ুভোজী সর্পগণ, বনবাসী মৃগগণ, ভূমিশায়ী মহিষগণ, ফলাহারী শুকগণ ও বস্ত্রহীন ব্যাধগণ কখনও শান্তি লাভ করিতে পারে না। বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে কিছুতেই শান্তিলাভ হয় না। ৫০।

সঙ্ঘরক্ষিতের এই কথা শুনিয়া মুনিগণও বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিলেন। ৫১।

তিনি ভাবিলেন, এই মুনি-সভা সংসারচক্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া মিথ্যা ব্রত ও তপঃক্লেশ ভোগ করিতেছে। ৫২।

অবিদ্যা অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান জন্য সংস্কারবশতঃ বাহ্য বিষয়-জ্ঞান ও নামরূপতা অর্থাৎ দেহাত্মজ্ঞান হয়। ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে বিষয়-জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। বিষয়-বাসনা দ্বারা সংসারে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের এইরূপ দুঃখময় অবস্থাই অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। যাঁহারা প্রশান্ত মনীষী, তাঁহাদের অবিদ্যাদি ক্রমে এক একটির নিরোধের দ্বারা পর পর সকলগুলিই লয় প্রাপ্ত হয়। ৫৩—৫৫।

সঙ্ঘরক্ষিত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে তদুপযুক্ত ধর্ম্ম-দেশনা করিয়া পুনশ্চ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন। ৫৬।

যাঁহাদের চিত্ত মৈত্রীগুণে পবিত্র এবং জীবন সদ্ধর্ম্মদ্বারা বিশুদ্ধ, এরূপ পুনর্জ্জন্ম-রহিত সমুন্নত মহাজনের নিঃশোকভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। ৫৭।

এই পৃথিবীতে, আকাশে ও নাগলোকে যত প্রাণী আছে, তাহা-দিগকে আমি বন্ধুভাবে প্রণয়-বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা হৃদয়কে মৈত্রীর পাত্র কর ও ধর্ম্মবুদ্ধি আশ্রয় কর। বিষম অন্ধকারে ধর্ম্মের তুল্য অন্য দীপ নাই। ৫৮।

এই কথা বলিয়া তিনি বৃক্ষমূলে পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে স্বতঃ প্রকাশমান অর্হৎভাব অবলোকন করি-লেন। ৫৯।

মুনিগণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদন্ত! আমাদিগকে শাক্য মুনির স্থানে লইয়া যান। তিনি ধর্ম্মবিনয় ভালরূপে উপদেশ করিলে আমরা প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিব। ৬০।

তাহারা এইরূপ প্রার্থনা করায় মহার্দ্ধিশালী সঙ্ঘরক্ষিত মুনিগণকে

চীবরপ্রান্তে লম্বিত করিয়া আকাশমার্গে শাস্তার স্থানে গিয়া তদীয় পাদপদ্মদ্বয় বন্দনাপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ৬১-৬২।

ভগবান্ প্রণয়ীর প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহার কথায় চিত্তপ্রসাদকারিণী ধর্ম্মদেশনা করিলেন। তাঁহারা চিত্তপ্রসাদবশতঃ নির্ম্মল শান্তি লাভ করিয়া সর্ব্বক্লেশবর্জ্জিত ও পূজনীয় অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ৬৩-৬৪।

তাঁহারা চলিয়া গেলে সঙ্ঘরক্ষিত শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্! স্তম্ভ ও কুড্যাকৃতি, ফল ও পুষ্পসদৃশ এবং রজ্জুবৎ ও তন্তুশেষ কতকগুলি প্রাণীকে আমি পথে দেখিয়াছি, তাহাদের কর্ম্মফল কিরূপ? ৬৫-৬৬।

তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করায় সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ তাঁহাকে বলিলেন,—পুরাকালে কাশ্যপ নামক শাস্তার কতকগুলি শ্রাবক শিষ্য ছিল। তাহারা বিহারের স্তম্ভে ও কুড্যে শ্লেষ্মা নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। কয়েক জন সঙ্ঘ-বৃদ্ধদিগের ফল ও পুষ্প ভোগ করিয়াছিল। অন্য কয়েক জন বিদ্বেষবশতঃ ভিক্ষুগণের পান-ভোজনে বিঘ্ন করিয়াছিল। আরও কয়েক-জন ভিক্ষুগণের সঙ্ঘলব্ধ বস্ত্র পরিবর্জ্জিত করিয়াছিল। তাহারা সেই কর্ম্মফলে সেই আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবানের এই কথা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। ৬৭-৭০।

সঙ্ঘরক্ষিত অর্হৎপদ পাইয়াছেন দেখিয়া ভিক্ষুগণ তদীয় কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিলেন,—পুরাকালে ইনি প্রব্রজিত হইয়া শাস্তা কাশ্যপের আজ্ঞায় বিহারে সঙ্ঘের পরিচর্য্যাকারী হইয়া-ছিলেন। বিহারে পঞ্চশত ভিক্ষু ছিল। ইনি দেহান্তসময়ে কুশললাভের জন্য প্রণিধান করিয়াছিলেন। সেই জন্য এ জন্মে ইনি অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই পঞ্চ শত ভিক্ষু পঞ্চ শত মুনি হইয়াছেন। ৭১—৭৪।

রক্ত, শুক্ল, কৃষ্ণ ও চিত্রবর্ণ কর্ম্মসূত্র দ্বারা রচিত বিচিত্রাকার জন্ম-রূপ বস্ত্র বহুবার পরিধান করিতে হয়। জরাজীর্ণ ভুজগ যেরূপ ম্লান

নির্ম্মোক ত্যাগ করে, সেইরূপ জন্ম-বস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিলে কুশলী ব্যক্তি কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। উহা শীতও নহে, উষ্ণও নহে। ৭৫।

ভিক্ষুগণ ভগবৎকথিত এই কথা শুনিয়া অনন্যমনে সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করিলেন। ৭৬।

সঙ্ঘরক্ষিতাবদান নামক সপ্তষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

অষ্টষষ্টিতম পল্লব।

পদ্মাবত্যবদান।

কর্ম্মাণি পূর্ব্ববিহিতানি হিতাহিতানি
শ্লিষ্টানি ভোগসময়ে নিবাহিতানি।
গচ্ছন্তি জন্তুষু লসৎকুসুমোপমানি
লীনং তিলেষ্বিব নিধায় নিজাধিবাসম্॥ ১ ॥

সুগন্ধি পুষ্প যেরূপ তৈলমধ্যে নিজ সৌগন্ধ লীন করিয়া যায়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্ম প্রাণিগণে সংশ্লিষ্ট হইয়া ফল ভোগ করিবার জন্য সংস্কাররূপ বাসনা নিহিত করিয়া যায়। ১।

বুদ্ধ বজ্রাসনে বসিয়া বজ্রবৎ কঠোর সমাধি দ্বারা ছয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া, উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করিয়া যখন আসন হইতে উত্থিত হন, তখন ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিলেন। ২।

হে ভগবন! আপনার বিয়োগানলে সন্তপ্তা যশোধরা আপনা কর্ত্তৃক নিহিত গর্ভ ছয় বৎসর পরে প্রসব করিয়াছেন। রাহুলক নামক আপনারই সদৃশাকার শিশু উৎপন্ন হইলে রাজা শুদ্ধোদন কিরূপে এ বালক জন্মিল, সন্দেহ করিয়া ক্রোধে যশোধরার বধ আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গেলে আপনারই প্রভাবে বালকে আপনার সাদৃশ্য লেখা থাকায় সতী রক্ষা পাইলেন। ৩—৫।

আপনার ব্যায়াম-শিলার উপর শিশুকে রাখিয়া জলে শিলাটি নিক্ষেপ করা হইল। তাঁহার সত্যযাচন দ্বারা শিলা জলে ভাসিয়া উঠিল। ৬।

পতিব্রতা ও পবিত্রা যশোধরার কি কর্ম্মের ফলে শ্বশুরের কোপ জন্য এইরূপ দুঃখ, অপমান ও সন্তাপ হইল? ভিক্ষুগণ এই কথা

জিজ্ঞাসা করায় ভগবান্ বলিলেন,—যশোধরা যে জন্য দুঃখ পাইয়াছেন, তাহা শুন। ৭-৮।

পুরাকালে কাম্পিল্য নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি পৃথিবীর ইন্দ্রস্বরূপ এবং কামিনীগণের কন্দর্পস্বরূপ শ্রীমান্ ছিলেন।৯।

ইহাঁর খড়গধারী ভুজদ্বারা জনিত প্রতাপাগ্নি অরাতিগণের মোহান্ধকার প্রদান করিয়া আশ্চর্য্যরূপে প্রজ্বলিত হইত। ১০।

মৃগয়া-কৌতুকী ধনুর্দ্ধারী রাজা একদা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া একাকী বহু দূরে গিয়া পড়িলেন। ১১।

রৌদ্র লাগিয়া তাঁহার কপোলে স্বেদবিন্দু উদ্গত হওয়ায় উহা কুণ্ডলস্থিত মুক্তার প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ১২।

পথে মৃগশাবকগণ আসিয়া রমণীয় দর্শন-কৌতুকে নিশ্চল হইয়া থাকায় এবং হারস্থ রত্নে মৃগ-প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় তিনি শশধরের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১৩।

অনুরক্ত হরিণীসহ মুদিত-নয়নে বিশ্রান্ত মৃগগণ ও করিণীসহ তদ্রূপ সুখবিশ্রান্ত হস্তিগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান এবং শবরীগণের কবরীস্থিত পুষ্পস্পর্শে সুরভি বনবায়ু তাঁহার স্বেদবিন্দু অপনোদন করিতে লাগিল। ১৪।

ইত্যবসরে প্রস্রাব পানবশতঃ গর্ভবতী মৃগীর গর্ভসম্ভূতা মহামুনি শাণ্ডিল্যের কন্যা জলাহরণার্থ আশ্রম-নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলবাসপ্রীতিবশতঃ কমলাকরে সমাগতা লক্ষ্মীর ন্যায় চরণ-বিন্যাস দ্বারা কমলমণ্ডল-সৃজনকারিণী, লাবণ্যামৃতবাহিনী, তরল-নয়না ও অপূর্ব্ব কৌতুকজননী ঐ কন্যাকে দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত নির্নিমেষ-নয়ন হওয়ায় তখন যেন অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ১৫—১৮।

তিনি ভাবিলেন,—অহো! এই মুনিকন্যা কি কমনীয়। ইনি হরিণীর ন্যায় স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ বিলোকন দ্বারা মন হরণ করিতেছেন। ১৯।

কমলিনী ইহাঁর নিকৃষ্ট সেবা পাদ-সংবাহন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ণচন্দ্র নিজ কলঙ্ক-লেখা দ্বারা লিখিত ইহাঁর বদনের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সুভ্রূর ভ্রূবিলাস নিজেই বিশ্ববিজয় আরম্ভ করায় নিতান্ত নির্ম্মম কামের কার্ম্মুক-লতা এখন নির্গুণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ২০।

ইহাঁর বদনবিম্ব সুললিত ও শুভ্র প্রভা বিকিরণক্রমে হর্ষরূপ সুধা বিকিরণ করিতেছে। কর্ণমূল পর্য্যন্ত আয়ত ইহাঁর নেত্রদ্বয় নব পদ্মের উজ্জ্বল কান্তি বিস্তার করিতেছে। ২১।

রাজা ব্রহ্মদত্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া তুরঙ্গম হইতে অবতরণপূর্ব্বক কৌতুক-বিলোকনে উন্মুখী মুনিকন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন,—হে পদ্মনয়নে! অম্লান পুণ্যশালী দেবলোকের কণ্ঠে অবস্থানযোগ্য মণিমালার ন্যায় তুমি কে এবং কেন বিজন বনে আছ? ২২-২৩।

আনন্দ-সন্দোহ-নিস্যন্দিনী তোমার এই সুললিতা কান্তি কাহার মন কৌতুকে আকুঞ্চিত না করে? হে কামমুক্তালতে! শরচ্চন্দ্রের ন্যায় অবদাত তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া কোন্ উন্নত বংশকে ভূষিত করিয়াছ, তাহা বল। ২৪-২৫।

তিনি আদরপূর্ব্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় মুনিকন্যা তাঁহাকে মুনিপুত্র বুঝিয়া কামবৃত্তান্ত না জানিলেও সাভিলাষার ন্যায় বলিলেন। ২৬।

আমার নাম পদ্মাবতী। আমার পাদ হইতে পদ্মমালা উদিত হয়। আমি মৃগীগর্ভসম্ভূতা শাণ্ডিল্য মুনির কন্যা। হে মুনিপুত্র! এস এস। তোমার দর্শনে আমার অত্যন্ত প্রীতি হইতেছে। তোমার পরিধানের বল্কল কেমন বিচিত্র ও মনোহর। তোমার এ ব্রত কিরূপ? তোমার এই জটাভার যেন ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা বিভূষিত। ইহা দেবপূজার পুষ্প দ্বারা আকীর্ণ হইয়া কেমন শোভিত হইয়াছে। আমলকীর ন্যায়

স্থূল ও হিমশিলার ন্যায় উজ্জ্বল তোমার কণ্ঠস্থিত অক্ষমালা দ্বারা বেশ শোভা হইয়াছে। তোমার হস্ত এই বক্রাকৃতি বেণুদণ্ডে বিচিত্র কুশ-নির্ম্মিত পবিত্র দ্বারা নব-পল্লব-মালা গ্রথিত করিতেছে। এরূপ রমণীয় ব্রতধারী তুমি, তোমার আশ্রম কোথায়, বল। আমার মন মৃগাকীর্ণ বনে থাকায় শ্রান্ত হইয়াছে। তোমার আশ্রমে গিয়া বিশ্রান্তি পাইবে বোধ হইতেছে। ২৭—৩২।

রাজা এইরূপ সুধার ন্যায় সুস্বাদু মুগ্ধার বাক্য আস্বাদন করিয়া তাঁহার নিজ পাথেয় মোদক কন্যাকে দিয়া বলিলেন,—হে সুভ্রু! এইরূপ কুশসূচীসমাকীর্ণ, শুষ্ক তরু ও তৃণময় বনমধ্যে তোমার এই কোমল দেহ থাকিবার যোগ্য নহে। এখান হইতে অনতিদূরে আমার আশ্রম। তথায় অনেক সম্ভোগযোগ্য শোভা আছে এবং এইরূপ ফল বহুতর সেখানে পড়িয়া নষ্ট হয়। তথায় তুমি বাস কর এবং মন্মথের তপস্যা কর। আমাকে তোমার সম্ভোগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর। ৩৩—৩৬।

মহাদেব যখন কুপিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নয়নাগ্নিতে মদন পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইয়াছিলেন, বোধ হয় বিধাতা তখন তাঁহার নূতন রকম জীবোৎপাদন করিয়াছিলেন, পৃথিবীস্থিত চন্দ্রকলা-কোশ-সদৃশ ও পুণ্যপ্রাপ্য তোমার এই কমনীয় দেহ মন্মথ হইতে অভিন্ন ও লাবণ্যের নিধিস্বরূপ। ৩৭।

মুগ্ধা মুনিকন্যা বিদগ্ধ রাজার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র মোদকটি খাইয়া তাঁহাকে বলিল। ৩৮।

আমি তোমার ব্রতই করিব এবং তোমার আশ্রমে বাস করিব। ক্ষণকাল প্রতীক্ষা কর, আমার পিতার আজ্ঞা প্রার্থনা করি। ৩৯।

মুনিকন্যা এই কথা বলিয়া নিজ আশ্রমে গিয়া নবাভিলাষবশতঃ বিবশা হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক মুনিকে বলিলেন। ৪০।

পিতঃ! আমি বনেতে একটি মুনিকুমারকে দেখিয়াছি। তাঁহার পরিধেয় বল্কল জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও তাহার পর্য্যন্ত বিচিত্র-বর্ণ। তদীয় আশ্রমোদ্ভূত একটি দিব্য ফল আমি আস্বাদন করিয়াছি। আমার আর অন্য ফল-সংগ্রহে ইচ্ছা হয় না। ৪১-৪২।

আমি আপনার অনুমতি লইয়া তাঁহার তপোবনে যাইব। তাঁহার সৌজন্যে আমি বড়ই অনুরক্ত হইয়াছি। অন্যত্র থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না। ৪৩।

মুনি কন্যার এইরূপ স্মরসূচক বাক্য শুনিয়া যৌবনোন্মাদ-শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া মুগ্ধা কন্যাকে বলিলেন। ৪৪।

পুত্রি! বোধ করি, তুমি রত্ন-ভূষিত ভুজঙ্গ দেখিয়াছ। মুনিগণ কুটিল বা ভোগী হন না। ৪৫।

পরিণামে দুঃখপ্রদ ও আপাত-সুখকর বিষয়-ভোগরূপ অতি মধুর মোদক দ্বারা প্রীতি বোধ করিও না। হে মুগ্ধে! উহা কামকলা সদৃশ সরস হইলেও অত্যন্ত ক্লেশকর। বিষসদৃশ বিষয়ের আস্বাদে জনগণ মূর্চ্ছিত হয়। ৪৬।

এস, সেই মুনিপুত্রকে দূর হইতে আমাকে দেখাও, এই কথা বলিয়া মুনি কন্যার সহিত নদীতীরে গেলেন। ৪৭।

তিনি নদীতীরে রাজা ব্রহ্মদত্তকে দেখিয়া গুণবান্ ও যোগ্য জামাতা হইয়াছে বিবেচনা করিলেন। ৪৮।

রাজাও মুনিকে দেখিয়া লজ্জায় নতানন হইয়া দ্বিগুণ প্রণাম দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। তৎপরে মুনি যথোচিত বিধানে কন্যা দান করিলেন এবং হর্ষামৃতধারার ন্যায় রাজাও কন্যা গ্রহণ করিলেন।৪৯-৫০।

পরের কথায় কখনও তুমি ইহার প্রতি ক্রোধ করিও না। এই মুগ্ধাকে তুমি পালন করিবে। এই কথা বলিয়া মুনি নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ৫১।

অতঃপর রাজা জায়া সহ সহর্ষে অশ্বে আরোহণ করিয়া ক্ষণমধ্যে রাজধানীতে গিয়া মহোৎসব আদেশ করিলেন। ৫২।

রাজা মুনিকন্যাকে অন্তঃপুরবর্গের শ্রেষ্ঠ করিয়া রাখিলেন এবং তিনি কলাকৌশল ও কেলি-বিষয়ে রাজার শিষ্য হইলেন। ৫৩।

রাজপরিজনেরা মুনিকন্যার পাদবিন্যাসে ভূমি কমলযুক্তা হয় দেখিয়া তাঁহার দেবী শব্দ যথার্থ বলিয়া মানিল। পুণ্যবান্ জনেরই আশ্চর্য্যময় ও অতিশয়যুক্ত লক্ষণ দ্বারা পুণ্যসহকৃত দিব্য উৎকর্ষ সূচিত হয়। ৫৪।

রাজা অন্যান্য অন্তঃপুরিকার প্রতি বিমুখ হওয়ায় ঘনস্তনী পদ্মাবতী সৌভাগ্য লাভ করিলেন। ৫৫।

কালক্রমে পদ্মাবতী রাজা হইতে গর্ভ ধারণ করিলেন। অন্তঃপুর-বধূজন তাহাতে দুশ্চিন্তারূপ শল্যে আহত হইলেন। ৫৬।

মুগ্ধা পদ্মাবতী আসন্নপ্রসবা হইলে অন্তঃপুরিকাগণ কৌটিল্য, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্যবশতঃ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল। ৫৭।

হে মুগ্ধে! তুমি রাজোচিত প্রসব-বিধান জান না। জননী পট্টবস্ত্র দ্বারা নয়নদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ৫৮।

সপত্নীগণ এই কথা বলিলে গর্ভভরালসা পদ্মাবতী বলিলেন,—আপনারা যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন। ৫৯।

তৎপরে সপত্নীগণ বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে তাঁহার চক্ষু বদ্ধ করিলে তিনি তপ্তকাঞ্চন সদৃশ দুইটি বালক প্রসব করিলেন। ৬০।

স্ত্রীগণ বালকদ্বয়কে একটি মঞ্জূষায় রাখিয়া এবং উহা বস্ত্র দ্বারা সংচ্ছাদিত করিয়া নিষ্করুণভাবে গোপনে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিল।৬১।

পরে তাহারা পদ্মাবতীর মুখে রক্ত মাখাইয়া দিল এবং বলিল যে, তোমার দুইটি মৃত সন্তান হইয়াছিল, তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ৬২।

রাজা পুত্রদর্শনে উৎসুক হইয়া বিপুল উৎসব-বিধানে উদ্যোগী হইয়া অন্তঃপুরিকাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি সন্তান জন্মিয়াছে ? ৬৩।

তাহারা রাজাকে বলিল যে,আপনার সদৃশই দুইটি পুত্র হইয়াছিল; কিন্তু দেবী পিশাচীর ন্যায় তাহা ভক্ষণ করিয়াছেন। কি আর বলিব।৬৪।

রাজা এই কথা শুনিয়া ত্রস্ত হইয়া অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক পদ্মাবতীকে রক্তাক্তবদনা দেখিয়া সত্য বলিয়াই বুঝিলেন। ৬৫।

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ সপত্নীদিগের কৌশল সন্দেহ করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। ৬৬।

অতঃপর শাণ্ডিল্য মুনির আশ্রম-দেবতা আকাশমার্গে আসিয়া জনগণ সমক্ষে অন্তর্হিত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—তুমি নির্দ্দোষা এবং দুর্দ্দশাগ্রস্তা পদ্মাবতীকে বধ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছ। ইহাতে তোমার অবিচার-প্রবাদ প্রচারিত হওয়ায় তোমার পূর্ব্বযশ নির্ম্মূল হইয়াছে। মুগ্ধা পদ্মাবতী বন-মৃগীর গর্ভজাতা, সপত্নীগণ নিজ সুখের জন্য তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে। হে রাজন্! তুমি ইহা বুঝিতে পার নাই। ৬৭—৬৯।

যাহাদের চিত্ত বিভবরূপ উগ্র পিশাচ কর্ত্তৃক সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত থাকে, তাহাদের বুদ্ধি প্রায়ই এইরূপ উন্মাদিনী হয়। ৭০।

যেখানে স্বভাবতঃ চপলস্বভাব ও সম্পদ্‌গৌরবে উচ্ছৃঙ্খল ভোগান্ধ রাজা থাকে, যেখানে অসত্যের আধারস্বরূপ ও পাপনিরত যুবতীগণ বাস করে এবং আকাশে চিত্রকার্য্য করিতে উদ্যত ও স্বচ্ছন্দভাবে অদ্ভুত বাক্যবাদী খল জনগণ যেখানে থাকে, সে স্থানে সরলস্বভাব সাধু জন কিরূপে জীবিত থাকিতে পারে ? ৭১।

রাজা অন্তর্হিতা দেবতার এই কথা শুনিয়া কুপিত হইয়া অন্তঃপুরাঙ্গনাগণকে যথার্থ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭২।

তাহারা রাজাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তীব্র শাসন-ভয়ে ভীত হইয়া যথার্থ কথা বলিল এবং ভয়ে বিহ্বল হইল। ৭৩।

রাজা সপত্নীগণ কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিতা নির্দ্দোষা বনিতাকে বধ্যভূমিতে পাঠাইয়াছেন বলিয়া অনুতাপে ব্যাকুল হইয়া শোক করিতে লাগিলেন। ৭৪।

অনুরাগ, ক্রোধ, কৃপা, লজ্জা ও শোক যুগপৎ তুল্যবলে উদিত হওয়ায় রাজা মোহ প্রাপ্ত হইলেন। হা প্রিয়ে! আমি পুণ্যহীন। তোমার সহিত কোথায় আমার পুনঃ সমাগম হইবে? এই কথা বলিয়া রাজা ভূমিতে পতিত হইলেন। ৭৫-৭৬।

অতঃপর জালজীবী ধীবরগণ গঙ্গাপ্রবাহে প্রাপ্ত, রাজমুদ্রাঙ্কিত একটি মঞ্জুষা লইয়া রাজসভায় আসিল। ৭৭।

তাহারা রাজার সম্মুখে মঞ্জুষাটি বিন্যস্ত করিলে সহসা তাহা উদ্ঘাটিত করা হইল এবং তন্মধ্যে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল বালকযুগল দেখা গেল। ৭৮।

তখন জনগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—সূর্য্যনন্দন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় রাজার তুল্যরূপ লক্ষণান্বিত দুইটি কুমার হইয়াছে। ৭৯।

রাজা সবাষ্পনয়নে তনয়দ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া প্রিয়ার বিরহশোকে অত্যধিক সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। ৮০।

তৎপরে দীর্ঘমতি নামক মহামাত্য রাজাকে বলিলেন,—হে দেব! সপত্নীজনবঞ্চিতা আপনার পত্নী জীবিত আছেন। ৮১।

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা যেন প্রাণলাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং হৃষ্ট হইয়া "কোথায় আছেন, আমায় দেখাও." এই কথা বলিয়া মন্ত্রীর গৃহে গেলেন। ৮২।

তথায় তিনি দুঃখিতা, অপমানভয়ে সমুদ্বিগ্না ও শোকবশতঃ বিস্মৃতসংভ্রমা পদ্মাবতীকে দেখিয়া বলিলেন। ৮৩।

প্রিয়ে! যাহারা তোমায় এরূপ বিষম ক্লেশ দিয়াছে, এস, তাহাদের এখন বিচিত্র বধ-ব্যাপার দেখিবে এস। ৮৪।

প্রসন্ন হও, সন্তাপ ত্যাগ কর, মৌনবতী হইও না। এই কথা বলিয়া রাজা তাঁহার পদদ্বয়ে নিপতিত হইলেন। ৮৫।

পদ্মাবতী নয়নজলে উন্নত স্তন সিক্ত করিয়া বলিলেন,—হে নরেন্দ্র! মহাপকারী জনের প্রতিও কোপ করিও না। ৮৬।

হে নৃপতে! সত্য বলিতেছি, অপ্রিয়কারিণী সপত্নীগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। শত্রুতা ক্ষমা দ্বারাই উপশান্ত হয়; শত্রুতাদ্বারা উহা আরও বর্দ্ধিত হয়। শত্রু পরাভব করিতে পারে না এবং মিত্রও উপকার করিতে পারে না, দেহিগণের দুঃখাদি সমস্তই প্রাক্তন কর্ম্ম অনুসারে হইয়া থাকে। ৮৭।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিচার না করিয়া অপকারীর প্রতিও পরাভব চেষ্টা করেন না। ক্রোধ দ্বারা পরের ক্রোধ-বিষ বর্দ্ধিত হয়। অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নির শান্তি হয় না। ৮৮।

পূর্ব্বে আমি কামবতী হইয়া পিতার কথা শুনি নাই, এজন্য এরূপ দুঃখ পাইলাম। এখন আমি পিতার তপোবনেই যাইব। ৮৯।

আমার কামফলস্পৃহা পিতার বারণ সত্ত্বেও যৌবনোন্মাদ-দোষে নিবৃত্ত হয় নাই। কি করিব? এই কথা বলিয়া তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অবনতমুখী হইয়া পদদ্বারা ভূমি বিলেখন করতঃ কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ৯০-৯১।

রাজা পাদপ্রণত হইলেও তিনি প্রসন্ন হইলেন না। মিথ্যা দোষাপবাদ প্রেমেতে শল্য তুল্য হইয়া থাকে। ৯২।

পদ্মাবতী গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া পিতার আশ্রমে চলিয়া গেলেন। মানিনীগণের মন্যু ভুজঙ্গের ন্যায় কুটিল ও অতি দুঃসহ। ৯৩।

তিনি ভৃঙ্গস্বনদ্বারা স্বাগত-বাদিনী লতারূপ সখীগণ কর্তৃক আলিঙ্গ্যমানা হইয়া এবং মৃগীগণ কর্তৃক প্রেমভরে পরিবেষ্টিতা হইয়া পিতার তপোবনে উপস্থিত হইলেন। ৯৪।

পুণ্যনিধি মুনি নিজ তপোবলে অর্জ্জিত পুণ্যলোকে গমন করিয়াছেন। পদ্মাবতী আশ্রম শূন্য দেখিয়া অধীরা ও মোহহতা হইলেন।৯৫।

তিনি জন্মাবধি মনোমধ্যে লীন স্বচ্ছস্বভাব পিতার বাৎসল্য স্মরণ করিয়া ত্রিভুবন শূন্য বোধ করিলেন এবং সর্পদষ্টার ন্যায় বিষবৎ যাতনায় অধীর হইলেন। ৯৬।

তাঁহার অতি প্রিয় সেই তপোবন মুনি বিহনে অপ্রিয় বোধ হইল। কাল সমস্ত পদার্থেরই সার ভক্ষণ করে, এজন্য সবই বিরসস্বভাব অর্থাৎ কিছুতেই সুখ নাই। ৯৭।

সেই মনোহর দেশে এবং সেই পুষ্পাকর বসন্ত কালের দিনে একের অভাবে সমস্তই বিষাদময় হয়। ৯৮।

তৎপরে পৃথিবীর চন্দ্রলেখাসদৃশী পদ্মাবতী প্রব্রজিতার ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া সুখ ত্যাগপূর্ব্বক নানা দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে মূর্ত্তিমতী শান্তির ন্যায় বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। ৯৯।

তথায় কৃকি রাজা অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেও তপঃপ্রদীপ্তা অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বিনী পদ্মাবতীকে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ১০০।

রাজপত্নীগণ দেবতার ন্যায় অতি যত্নে তাঁহাকে পূজা করিতেন। পতিব্রতা তথায় নিজ বৃত্তান্ত চিন্তা করতঃ কিছু দিন বাস করিলেন। ১০১।

রাজা ব্রহ্মদত্তও চরদ্বারা বারাণসীস্থিতা পদ্মাবতীর কথা শুনিয়া বিয়োগ-দুঃখে দহ্যমান হওয়ায় ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া তথায় গেলেন। ১০২।

প্রণয়াভিসারী রাজা ব্রহ্মদত্ত সুশীলতা ও যশের পতাকাস্বরূপ ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারিণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিজ রূপ প্রকাশ করিলেন। ১০৩।

"আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা কর," রাজা এই কথা বলিলে পদ্মাবতী বহুক্ষণ রোদন করিলেন। মানিনীদিগের অবমাননাজনিত দুঃখ উল্লেখ দ্বারা পুনরায় নূতন ভাব প্রাপ্ত হয়।১০৪।

রাজা তাঁহার অশ্রুধারা পরিহৃত করিয়া শরৎকাল যেরূপ নদীকে প্রসন্ন করে, তদ্রূপ কান্তাকে প্রসন্ন করিয়া আশা সফল হওয়ায় সহর্ষে তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া গেলেন। ১০৫।

পদ্মাবতীর পাদপদ্ম হইতে পূর্ব্বে যে পদ্মোদ্‌গম হইত, তাহা বিয়োগকালে হইত না। প্রিয়-সঙ্গম হইলে উহা গাঢ়ানুরাগযুক্ত সম্ভোগ-শোভার ন্যায় পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইল। ১০৬।

পূর্ব্বজন্মে পদ্মাবতী কন্যকাবস্থায় নিজ ক্রীড়া-পদ্মটি এক জন প্রত্যেকবুদ্ধকে দিয়াছিল এবং লোভবশতঃ তাহা লইয়া পদ্মশোভার বিচার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে দিয়াছিল। ১০৭।

প্রত্যেকবুদ্ধকে পদ্ম প্রদান করায় ইহাঁর পাদবিন্যাসকালে পদ্ম উদ্‌গত হইত। তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করার জন্য কিছুকাল উহা বিরত ছিল এবং পুনঃ প্রদান করাতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ১০৮।

সেই দত্ত বস্তু হরণ করার জন্যই পাপকর্ম্মের পরিণাম-ফলে পদ্মাবতী বধ্যভূমিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেই পদ্মাবতীই অধুনা যশোধরারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ১০৯।

ভিক্ষুগণ সকলেই জিন-কথিত কর্ম্মফলোদয়ের বিচিত্র কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ হওয়ায় চিত্রলিখিতবৎ নিস্পন্দ হইলেন। ১১০।

ইতি পদ্মাবতী অবদান নামক অষ্টষষ্টিতম পল্লব সমাপ্ত।

ঊনসপ্ততিতম পল্লব।

ধর্ম্মরাজিকপ্রতিষ্ঠাবদান।

तेषामशेषकुशलप्रणिधानधाम्नां
शुद्धः सुखस्थितिरयञ्च परश्च लोकः ।
येषां विशेषरचितोन्नतलक्षणानां
चैत्याङ्किता वसुमती सुकृतं ब्रवीति ॥ १ ॥

পুণ্যবিশেষ-ফলে উন্নতলক্ষণযুক্ত যে সকল লোকের পুণ্য চৈত্য-চিহ্নিতা বসুমতী স্বয়ং উল্লেখ করেন, অশেষ কুশলের প্রণিধানকারী সেই সকল লোকের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিশুদ্ধ ও সুখময় হয়। ১।

পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাগণকে সম্যক্ পালন করতঃ অশোক করিয়াছিলে। ২।

ইনি বোধিব্রত সমাপন করিয়া কাঞ্চনবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে তিনটি করিয়া চীবর প্রদান দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। ৩।

মাননীয় যশোনামক স্থবিরের মতানুসারে ইনি আদর সহকারে অতীত বুদ্ধগণের অস্থি, কেশ, নখ প্রভৃতি শরীর-ধাতু সংগ্রহ করিয়া এবং মূল্যবান্ উজ্জ্বল বহু রত্ন সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে সুন্দর চৈত্যা-ঙ্কিতা করিয়াছিলেন। ৪-৫।

অশোক নিজে নাগলোকে গিয়া নাগগণ-প্রদত্ত সুগতের ধাতুসঞ্চয় আহরণপূর্ব্বক রত্নখচিত স্তূপাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ৬।

তিনি এই পৃথিবীতলে ধর্ম্মরাজিকযুক্ত চতুরশীতি সহস্র স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া যখন এক সঙ্গে সবগুলির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ঐ স্থবির আকাশে উৎপতিত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ছায়া বিধান করায় তাঁহার ছায়া নাম হইয়াছিল। ৭-৮।

অশোক প্রতিদিন ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইতেন। এক দিন একটি জরাজীর্ণ প্রব্রজিত ভিক্ষু সঙ্ঘমধ্যে আসিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার জন্য রাজোচিত খাদ্য পাঠাইয়া দেন এবং ভিক্ষু সুধার ন্যায় তাহা ভোজন করিয়া পরম প্রীত হয়েন। ৯-১০।

অন্য একটি ভিক্ষু তাঁহাকে বলিলেন যে, রাজা কি জন্য তোমাকে রাজোচিত ভোজ্য দিলেন, তাহা কি তুমি জান? ১১।

তুমি অতি বৃদ্ধতর, রাজা তোমার মুখ হইতে সদ্ধর্ম্ম শুনিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্যই তিনি ভালরূপ সৎকার দ্বারা তোমাকে পূজা করিতেছেন। ১২।

ভিক্ষু হাস্যমুখে এই কথা বলিলে বৃদ্ধ ভিক্ষু মূর্খতাবশতঃ লজ্জিত হইলেন এবং শল্যবিদ্ধবৎ দুঃখিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ১৩।

আমি লজ্জা পাইবার জন্য কেন এই ভোজ্য খাইলাম? ইহার পরিণামে আমার দুঃখই হইল। আমি নিরক্ষর, একটি গাথার চতুর্ভাগও আমি জানি না। ১৪।

কি করিব, সজ্জনের মধ্যে রাজা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি কি বলিব? উপহাসপ্রিয় জনগণ আমাকে মূক বলিবে।১৫।

যে বৃক্ষের স্কন্ধদেশে কীটগণ কোটর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে এবং যাহা অভ্যন্তরস্থ অগ্নির ধূমে মলিন, এরূপ গর্ত্তস্থিত বৃক্ষও আমাদের ন্যায় মূর্খ অপেক্ষা ধন্য। যাহার মুখকান্তি খণ্ডিত হওয়ায় যে ব্যক্তি লজ্জিত হয়, এরূপ মূক ও অন্ধসদৃশ প্রমাদী মাদৃশ মূর্খের জন্ম নিরর্থক। ১৬।

এইরূপ চিন্তাবশতঃ দুঃখিত ও দীর্ঘনিশ্বাসকারী বৃদ্ধ ভিক্ষুর নিকটে আসিয়া বুদ্ধের প্রসাদিনী দেবী তাঁহাকে বলিলেন। ১৭।

রাজা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি বলিবে যে, ধর্ম্ম-কথা অতি বিস্তীর্ণ, আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৮।

পরের উপকারের জন্য অল্পমাত্র ধন প্রার্থনা করিবে। প্রাণ ধারণের জন্য অল্পমাত্র স্বাদহীন অন্ন আহার করিবে। ক্ষণকাল মাত্র নিদ্রা দ্বারা চক্ষু মুদিত করিবে। এইরূপে অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিবে। মনুষ্যগণ আসক্তিবশতঃ বিপুল আয়োজন দ্বারা নানাবিধ ভোগ করিয়া থাকে। ১৯।

বৃদ্ধ ভিক্ষু দেবী কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ধর্ম্মশ্রবণার্থ সমাগত রাজার সম্মুখে সুস্পষ্ট স্বরে ঐরূপ ধর্ম্মদেশনা করিলেন। ২০।

রাজা বৃদ্ধের সেই হৃদয়গ্রাহী সুভাষিত শুনিয়া ভাবিলেন,—অহো! মনীষী বৃদ্ধ ভিক্ষু সত্য কথাই বলিয়াছেন। মহামতি বৃদ্ধ আমাকে উদ্দেশ করিয়াই এইরূপ হিতকথা বলিয়াছেন। সজ্জনের বাক্য তত্ত্বকথা নির্ণয় করায় অত্যন্ত শ্রুতিমধুর হয়। এরূপ কথা বহু পুণ্যে পাওয়া যায়। ২১-২২।

আমি রাজকোষে তৃষ্ণানলের বর্দ্ধক যে ধনরাশি সঞ্চয় করিতেছি, ঐ ধনরাশির কার্য্যই চতুঃসাগর-বেষ্টিতা পৃথিবীর সকল স্থানেই ব্যাপ্ত হইতেছে। আমার আহারও বিচিত্রতার পরিচায়ক এবং নিদ্রাও খুব বেশী। এ সকলই মোহ-সুখের নিমিত্ত। অন্তকালের জন্য কিছুই কোথায়ও দেখিতেছি না। ২৩।

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক কাঞ্চন-খচিত ও সুন্দরকান্তি ভাল একটি চীবরাংশুক প্রদান করিলেন। তৎপরে রাজপূজাপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ভিক্ষু যখন পথে গমন করেন, তখন দেবী তাঁহাকে ধ্যান ও অধ্যয়ন-যোগের জন্য উপদেশ দিলেন। ২৪-২৫।

দেবতার উপদেশে তিনি ধ্যান-যোগে মনোনিবেশ করায় তাঁহার সকল ক্লেশ ক্ষয় হইল এবং তিনি নিজ চেষ্টায় অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইলেন। ২৬।

অন্য এক দিন রাজা অশোকের বিপুল সঙ্ঘভোজনকালে দিব্য

সৌরভযুক্ত চীবরধারী একটি নূতন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৭।

অপূর্ব্ব সৌরভে ভ্রমরগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উড়িতে লাগিল। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে তোমার এরূপ সৌরভোদয় হইল? ২৮।

তিনি বলিলেন,—আমি দেবলোকে পারিজাত তরুতলে এক বর্ষ-কাল বাস করিয়াছি, সেইজন্য পারিজাত পুষ্পের সৌরভে আমার এরূপ সৌরভোদয় হইয়াছে। ২৯।

রাজা এই কথা শুনিয়া তাঁহার প্রভাব-দর্শনে অধিক আদর করি-লেন এবং রত্নত্রয়ের অর্চ্চনায় আসক্ত হইয়া পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইলেন। ৩০।

যে বৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মস্থিতি হয়, তাহাই যথার্থ বৃত্তি। যে বাণী সত্যবাদে সুভগা, তাহাই যথার্থ বাণী। যে বুদ্ধি পরিণাম চিন্তা করে, তাহাই যথার্থ বুদ্ধি এবং যে সম্পদ্ পরোপকারে নিযুক্ত হয়, তাহাই যথার্থ সম্পদ্। ৩১।

ইতি ধর্ম্মরাজিকপ্রতিষ্ঠাবদান নামক ঊনসপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত।

সপ্ততিতম পল্লব।

মাধ্যন্তিকাবদান।

भक्तिप्रवर्त्तितजिनोदितशासनानां
तेषां जयत्यभिमतः सुकृताभियोगः ।
यत्कीर्त्तिलक्षणविशेषनिवेशनेन
पुण्यापि पुण्यतरतामुपयाति पृथ्वी ॥१॥

যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের আজ্ঞা প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহাদের অভিমত পুণ্য-যোগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পবিত্রা পৃথিবী ইহাঁদের কীর্ত্তিচিহ্ন-সন্নিবেশ দ্বারা অধিকতর পবিত্রা হন। ১।

মাধ্যন্তিক নামে এক ভিক্ষু নিজ গুরু আনন্দের আজ্ঞায় বুদ্ধশাসন প্রচার করিবার জন্য কাশ্মীরদেশে গিয়াছিলেন। ২।

ধীরস্বভাব মাধ্যন্তিক সেই দেশ নাগাধিষ্ঠিত জানিয়া সমাধিদ্বারা পৃথিবী কম্পিত করিয়া নাগগণের সংক্ষোভ বিধান করিলেন। ৩।

নাগগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শস্ত্রবৃষ্টি ও অগ্নিবৃষ্টি করিল, কিন্তু তাঁহার প্রভাবে উহা তাঁহার মস্তকে পদ্মমালার ন্যায় পতিত হইল। ৪।

তৎপরে নাগগণ তাঁহার প্রভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিল যে, যতটা দেশ আপনার পর্য্যঙ্কাসনে বদ্ধ করিয়াছেন, ততটা দেশ আপনারই বশীভূত হইল। ৫।

এই কথা বলিয়া নাগগণ পর্য্যঙ্কবন্ধ তুল্য ভূমি পরিমাণ করিয়া নবদ্রোণ-পরিমিত জনশূন্য ভূমি প্রদান করিল। ৬।

তিনি তথায় নগর ও গ্রাম সন্নিবেশ করিয়া পঞ্চশত অর্হৎগণ সহ তথায় অবস্থিতি করিলেন। ৭।

মাধ্যন্তিক সে স্থানে অক্ষয় ধর্ম্ম সন্নিবেশ করিয়া ও পৃথিবীকে বিহাররূপ রুচির আভরণে ভূষিত করিয়া গন্ধমাদন-তট হইতে নব কুঙ্কুম আনিয়া ও কন্দাদি দ্বারা ঐ স্থানটি ব্যাপ্ত করিলেন। ৮।

ইতি মাধ্যন্তিকাবদান নামক সপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত।

একসপ্ততিতম পল্লব।

শাণবাসী অবদান।

শান্তিস্পৃশাং বিমলশীলদুকূললীলা-
শোভাজুষাং বিষয়বেষপরাঙ্মুখানাম্।
চীনাংশুকৈর্মলিনশীর্ণপটচ্চরৈর্বা
নৈবাভিমানকলনা ন চ দৈন্যবৃত্তিঃ ॥ ১ ॥

যাঁহারা শান্তিমান্ ও বিষয়-ভোগ বা বেশভূষায় নিস্পৃহ এবং নির্ম্মলস্বভাবরূপ বস্ত্র দ্বারা শোভিত, তাঁহাদের চীনাংশুক অথবা মলিন ও শীর্ণ ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা অভিমান বা দৈন্যভাব হয় না। ১।

পুরাকালে গুণবান্ শাণবাসী নামক ভিক্ষু গুরুর আজ্ঞায় জিন-শাসন প্রচার করিবার জন্য মথুরা দেশে গিয়াছিলেন। ২।

তিনি গমনকালে পথিমধ্যে পরস্পর কথোপকথনকারী আর্য্য-স্বভাব মল্লদ্বয়ের মুখে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত এই আর্য্যাটি শুনিতে পাইলেন। ৩।

যাঁহারা নির্ম্মলস্বভাব ও শাস্ত্রপাঠ দ্বারা নির্ম্মল জ্ঞানবান্ এবং ক্ষমাশীল, তাঁহাদিগকেই ভিক্ষু শাণবাসী পৃথিবীতে শ্রমণ বলেন। ৪।

মল্লদ্বয় এই কথা বলিলে শাণবাসীও তাহাই বলিলেন। মল্লদ্বয় তাহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিল যে, তুমিই শাণবাসী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৫।

হে সুমতে! কি জন্য তুমি শাণবাসী নামে চতুর্দ্দিকে বিখ্যাত হইয়াছ? তুমি সদ্ধর্ম্মবাদী। মুনিগণ তোমার গাথাই গান করিয়া থাকেন। ৬।

তিনি বলিলেন,—আমি পূর্ব্বজন্মে রোগপীড়িত প্রত্যেকবুদ্ধকে একটি বৈদ্যচিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিয়াছিলাম এবং আমি সেই প্রত্যেকবুদ্ধের শণবিনির্ম্মিত ও শীর্ণ ক্ষুদ্র বস্ত্র দেখিয়া রাজার্হ উত্তম বস্ত্র দিয়াছিলাম। ৭-৮।

প্রত্যেকবুদ্ধ বলিয়াছিলেন,—সখে! রুচির বস্ত্র আমি ভালবাসি না। শণসূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র দ্বারাই আমার শান্তিযুক্ত শোভা লাভ হয়।৯।

আমি তাঁহার এই কথা শুনিয়া শীর্ণ শণসূত্রের বস্ত্রই পরিধান করিতাম এবং সেই সৎসঙ্গে বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় উত্তম বস্ত্রে বিমুখ হইয়াছিলাম। ১০।

কালক্রমে প্রত্যেকবুদ্ধের দেহান্ত হইলে আমি ভালরূপ পূজা-বিধান করিয়া তত্তুল্য ভাব পাইবার জন্য প্রণিধান করিয়াছিলাম। ১১।

সেই প্রণিধানবলে ও তাঁহার অর্চ্চনা করিবার জন্য শাণবস্ত্র সহ আমি উৎপন্ন হইয়া শাণবাসী নামে বিখ্যাত হইয়াছি। ১২।

এই কথা বলিয়া তিনি গমন করিলেন এবং মথুরা পুরীতে উপস্থিত হইয়া মহোদ্যম সহকারে উরুমুণ্ড নামক শৈলে আরোহণ করিলেন। ১৩।

তথায় তিনি পর্য্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পৃথিবী কম্পিত করিয়া, তত্রস্থিত দীর্ঘকায় বিষাক্ত নাগদ্বয়কে ধর্ম্মবিনয় শিক্ষা দিয়া এবং নট ও ভট নামক মথুরাবাসী দুইটি শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিলেন। ১৪-১৫।

রত্নদ্বারা উজ্জ্বল, স্ফটিক ও কাঞ্চনদ্বারা রমণীয় হর্ম্ম্যশোভিত, পর্য্যঙ্ক, পীঠ ও শয্যাদি দ্বারা বিভূষিত এবং নানাবিধ ভোগ্য বস্তুপূর্ণ সেই পুণ্যময় ও স্বর্গতুল্য বিহারটি নটভট নামেই খ্যাত হইল। ১৬।

ইতি শাণবাসী অবদান নামক একসপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতম পল্লব।

উপগুপ্তাবদান।

যৈরেব যানি বিষয়ৈরভিলাষভূমিং
সর্ব্বো জনঃ স্মররজঃপরিভূনদৃষ্টিঃ।
তৈরেব পুণ্যপরিমার্জ্জনশুদ্ধিভাজাং
বৈরাগ্যযোগমুপযান্তি মনঃ প্রশান্তিম্ ॥ ১ ॥

সাধারণ লোক সকলেই কামরূপ ধূলিদ্বারা চক্ষু পরিভূত হওয়ায় সত্যদর্শনে অক্ষম হইয়া যে সকল বিষয়-সম্ভোগ দ্বারা আকাঙ্ক্ষাধিক্য প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিষয়-সম্ভোগ দ্বারাই পুণ্যপরিমার্জ্জিত বিশুদ্ধি-সমন্বিত জনগণের চিত্ত বৈরাগ্য-যোগ ও শান্তি প্রাপ্ত হয়। ১।

পুরাকালে মথুরাবাসী গুপ্ত নামক গন্ধবণিকের পুত্র শ্রীমান্ উপগুপ্ত একজন বিখ্যাত লোক ছিলেন। ইহাঁর জন্ম হইবার পূর্ব্বে ইহাঁর পিতা মনে মনে কল্পনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্র হইলে সে শাণবাসী ভিক্ষুর অনুচর হইবে। এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি শাণ-বাসীর প্রতি ভক্তিনিরত হইয়াছিলেন। ২-৩।

নবযৌবনশালী উপগুপ্ত বৈরাগ্যাভিমুখ হওয়ায় কন্দর্পের সকল প্রকার বিঘ্নসম্পাদন-চেষ্টা বিফল হইল এবং তজ্জন্য কন্দর্প অতিশয় দুঃখিত হইলেন। ৪।

উপগুপ্ত পিতার আদেশানুসারে কিছুকাল হরিচন্দন, কস্তূরী, কর্পূর ও অগুরু প্রভৃতি বিক্রয়দ্বারা ব্যবহার কার্য্যে লিপ্ত রহিলেন। ৫।

অতঃপর বাসবদত্তা নাম্নী গণিকা গন্ধদ্রব্য ক্রয়ার্থ প্রেরিতা দাসীর মুখে উপগুপ্তের রূপ ও গুণের কথা শুনিয়া অনুরাগোদয় হওয়ায় সঙ্গমার্থিনী হইয়া বিশ্বস্ত দূতী পাঠাইয়া উপগুপ্তকে নিজ মনোভাব জানাইল। ৬-৭।

দূতী তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি একটু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, এখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময় নহে। ৮।

তৎপরে দূতী ফিরিয়া গেলে গণিকা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল। বেশ্যাগণের অনুরাগ বা বিরাগবিষয়ে কিছুই নিয়ম নাই। ৯।

একদিন ঐ গণিকার গৃহে একটি যুবা বণিক্‌পুত্র উপস্থিত ছিল এবং সেই সময়ে অন্য একটি নূতন সুন্দর বণিক্ পুরুষ উত্তরাপথ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১০।

নবাগত বণিক্ এক রাত্রি সম্ভোগের জন্য সুবর্ণ ও বস্ত্র প্রদান করিলে লুব্ধস্বভাবা গণিকা নিজ জননীর সহিত পরামর্শ করিল। এই বণিক্‌পুত্রটি ব্যয় করিয়া গৃহেতে অবস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু মহাধনবান্ অন্য একজন প্রার্থীও আসিয়াছে, এ স্থলে কি করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। ১১-১২।

যাহার সহিত অনেক বার সঙ্গম হইয়াছে, সে অধিক প্রদান করিবে না। অতএব নিষ্ফল ও পর্য্যুষিত সম্ভোগে প্রয়োজন কি? নূতন লোক নূতন ঔৎসুক্যবশতঃ অযাচিতভাবে সকল বস্তুই দিবে। প্রথমানুরাগ অপ্রিয় বস্তুতেও প্রিয়ভাবের আস্বাদন সম্পাদন করে। ১৩-১৪।

অতএব এই বণিক্‌পুত্রের হৃদয়ে শল্যবৎ সংসক্ত কামনার কি প্রতিবিধান করা যায়? ইহা কর্ম্মবন্ধনের ন্যায় ভোগ ব্যতিরেকে অপগত হইবে না। ১৫।

আমাদের এই ব্যবসা। ধনবান্ লোক উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যায় না। আমরা ধর্ম্ম বা কামের জন্য নির্ম্মিত হই নাই, আমরা অর্থের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছি। ১৬।

ধনার্থিনী গণিকা এইরূপ চিন্তা করিয়া মাতার সম্মতি অনুসারে

বিষযুক্ত উত্তম মদ্য পান করাইয়া বণিক্‌পুত্রকে বধ করিল এবং মৃতদেহ আবর্জ্জনারাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক সার্থবাহকে প্রবেশ করাইল। ১৭-১৮।

বণিক্‌পুত্রের বন্ধুগণ বণিক্‌পুত্রকে গণিকাগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে দেখে নাই; এ জন্য তাহাদের সন্দেহ হওয়ায় অন্বেষণ করিতে করিতে তাহার মৃহদেহ দেখিতে পাইল। ১৯।

তৎপরে তাহারা বণিক্‌পুত্রের বধের জন্য দুঃখিত হইয়া রাজার নিকট জানাইল। রাজা বেশ্যার তীব্র পাপের উপযুক্ত উগ্রভাবে নিগ্রহ আদেশ করিলেন। ২০।

ঐ বেশ্যাকে উলঙ্গ করিয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল এবং উহার হস্ত, পদ, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করা হইল। তখন সে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিজ রক্ত-কর্দ্দমে লুণ্ঠন করিতে লাগিল এবং চীৎকার করিতে লাগিল। একটি দাসী মাংসাশী পশু-পক্ষিগণকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল। ২১-২২।

তৎপরে উপগুপ্ত ঐ গণিকার বিষম কষ্টাবস্থার কথা শুনিয়া 'এখন তাহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময়', এইরূপ স্থির করিয়া সেই স্থানে গমন করিলেন। ২৩।

চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর উপগুপ্ত আসিতেছেন দেখিয়া দাসী গণিকাকে বলিল এবং গণিকা পূর্ব্বাভিলাষবশতঃ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইল। ২৪।

বাসনাভ্যাস-পথে প্রাণিগণের অন্তরে প্রবিষ্ট অনুরাগ কোন অবস্থাতেই তাহাকে ত্যাগ করে না। গণিকা দাসীর বস্ত্রে জঘন আবৃত করিয়া এবং স্তনোপরি হস্তবিন্যাস পূর্ব্বক নতমুখে উপগুপ্তকে বলিল। ২৫-২৬।

আমি প্রযত্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেও তুমি আগমন কর নাই। এখন আমি মন্দভাগা, এখন তোমার সন্দর্শনে আমার কি ফল হইবে?

যখন আমার অতুল ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্য ছিল, তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, এখন দেখা করিবার সময় নহে। এখন আমি কর্ত্তিতাঙ্গী ও রক্তাক্ত হইয়া ক্লেশ-সাগরে পতিত হইয়াছি। হে পদ্মপলাশলোচন! এখন কি তোমার দেখা করিবার উপযুক্ত সময় হইল? ২৭—২৯।

গণিকা এই কথা বলিয়া চক্ষুর জলে বস্ত্রাঞ্চল প্লাবিত করিলে উপগুপ্ত অনুতাপের সহিত মৃদুস্বরে তাহাকে বলিলেন। ৩০।

তোমার এই চন্দ্রসদৃশ কান্তি, স্বর্ণময় কদলী বৃক্ষের ন্যায় লাবণ্য-যুক্ত দেহ, পদ্মাধিক সুন্দর বদন এবং কুবলয়াধিক মনোরম লোচনদ্বয়, এ সকল আমার প্রিয় নহে। আমি কামের প্রকৃতি কিরূপ বিরস, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার জন্য প্রযত্নপূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি। ৩১।

বিভূষণ ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত এবং উত্তম সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা সুরভিত তোমার এই দেহে কিরূপ শোভা হইত? কিন্তু তাহার স্বভাব এইরূপ জানিবে। ৩২।

কেশ ও অস্থিসঙ্কুল, সতত দুঃখানলতাপে দগ্ধসর্ব্বাঙ্গ, বিপদ্-রাশির নিধান এবং অতি নিন্দনীয় এই অচেতন দেহনামক শ্মশানক্ষেত্রে যাহারা অনুরক্ত হয়, তাহারা বড়ই নির্ব্বোধ। ৩৩।

অহো! মনুষ্যগণের মোহবশতঃ ক্লেদনিস্যন্দী, দুর্গন্ধময় ও বিকৃত ছিদ্রসঙ্কুল দেহেতেও প্রিয়-ভাবনা হইয়া থাকে। ৩৪।

কায়পরম্পরায় মায়া ও বিষয়বাসনাজনিত মনুষ্যগণের এইরূপ যে দুঃখপরম্পরা হইয়া থাকে, উহা সুগতের উপাসনায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৩৫।

মোহান্ধকার-নাশক সূর্য্যসদৃশ ও সকল ক্লেশনাশক শাস্তা বুদ্ধের কল্যাণময় শাসন-বাক্যে যাহারা মনোনিবেশ করে, তাহাদের আর ক্লেদময়, কলঙ্কাঙ্কিত, অন্ত্রাদিব্যাপ্ত ও বিকারময় এই দেহ নামক নরকে মগ্ন হইতে হয় না। ৩৬।

গণিকা উপগুপ্তের এই কথা শুনিয়া দুঃখোদ্বেগবশতঃ বৈরাগ্যোদয় হওয়ায় শান্তিলাভের জন্য পবিত্র রত্নত্রয়ের শরণাগতা হইল। ৩৭।

তৎপরে সে উপগুপ্তের উপদেশে স্রোতঃপ্রাপ্তিফল প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তি হওয়ায় সত্য দর্শন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিল। ৩৮।

গণিকা প্রভাময় দেবনিকায়ে জন্মগ্রহণ করিল। তৎপরে মথুরা-বাসী জনগণ তাহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তাহার দেহের সৎকার করিল। ৩৯।

ইত্যবসরে প্রসন্নধী শাণবাসী ভিক্ষু তথায় আসিয়া উপগুপ্তের প্রব্রজ্যার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করায় উপগুপ্ত প্রব্রজিত হইয়া এবং অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইয়া পুরবাসীদিগকে সদ্ধর্ম্ম উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪০-৪১।

উপগুপ্তের ধর্ম্মোপদেশকালে কন্দর্প বিদ্বেষবশতঃ সভামধ্যে নানা প্রকার বিঘ্ন ও বিকার করিত। কন্দর্প সভামধ্যে রুচির মুক্তা ও কাঞ্চন বৃষ্টি করিত। তাহাতে শ্রোতাদিগের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় ভ্রম হইত। ৪২-৪৩।

কন্দর্প সুললিত সুন্দর নর্ত্তকী-দেহ ধারণ করিয়া গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-গণসহ সভামধ্যে নৃত্য করিত। তাহার নৃত্যবিলাস-দর্শনে শ্রোতৃগণের চিত্ত কামময় হইত। ৪৪-৪৫।

তখন উপগুপ্ত দুর্ব্বিনীত কন্দর্পকে শিক্ষা দিবার জন্য বিকারোৎ-পাদনের উপযুক্ত প্রতীকার চিন্তা করিলেন। ৪৬।

তিনি কন্দর্পের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, তোমার নৃত্য-কৌশল দেখিয়া আমি তুষ্ট হইয়াছি। কি আশ্চর্য্য নৃত্য ও গীত! অধিক কি বলিব, ইহা স্বর্গীয়। এই কথা বলিয়া মাল্যদানচ্ছলে তিনটি মৃতদেহ দ্বারা কন্দর্পকে বন্ধন করিলেন। মস্তকে মৃত সর্প ও কর্ণদ্বয়ে কুক্কুর ও মনুষ্যের মৃতদেহ দ্বারা বন্ধন করিলেন। ৪৭-৪৮।

কন্দর্প নিজে সেই মৃতদেহ তিনটি মোচন করিতে অশক্ত হইয়া ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের শরণাগত হইলেন। তাঁহারা কেহই উহা মোচন করিতে না পারায় ব্রহ্মা তাঁহাকে উপগুপ্তের নিকটেই যাইতে বলিলেন। তৎপরে কন্দর্প ভগ্নদর্প হইয়া উপগুপ্তের শরণাগত হইলেন। ৪৯-৫০।

কন্দর্প অতি বিনীতভাবে উপগুপ্তের পদদ্বয়ে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া গর্ব্ব ত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। ৫১।

আমি যেরূপ আপনার অপকার করিয়াছি, তাহার সমুচিত দণ্ডই আপনি দিয়াছেন। এখন প্রসন্ন হউন, ক্রোধ ত্যাগ করুন। আমি আপনার আশ্রিত। ৫২।

আমি অপরাধ করিলেও মহাত্মা সুগত, পিতা যেরূপ অবিনীত পুত্রকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ আমাকে তিনি রক্ষা করিয়াছেন। ৫৩।

সুগত যখন বোধিবৃক্ষমূলে বজ্রাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন আমি তাঁহার বহু পরাভব করিয়াছি, কিন্তু তিনি তাহা ক্ষমা করিয়াছেন। ৫৪।

সুগত যখন বোধিসমাধির সিদ্ধির স্থানে পর্য্যঙ্কাসনে অবস্থিত ছিলেন, তখন আমি প্রাকারের ন্যায় নিশ্চল হইয়া নানাপ্রকার অপকার করিয়াছি। কিন্তু শুদ্ধাত্মা ধ্যানপরায়ণ ভগবান্ বুদ্ধ ক্ষমা-গুণে ক্রোধ ক্ষালিত করিয়া একবার চক্ষু উন্মীলিতও করেন নাই।৫৫।

অদ্য আপনি নির্দ্দয় হইয়া আমাকে এইরূপ অপমানিত করিয়াছেন। মহাজনের মন অপরাধীর প্রতিও ক্রোধমলিন হয় না। ৫৬।

আমার এই কুণপবন্ধন মোচন করুন। আমি আপনার আজ্ঞাধীন হইলাম। কন্দর্প সবিনয়ে এই কথা বলিলে উপগুপ্ত তাঁহাকে বলিলেন। ৫৭।

যদি তুমি পুনর্ব্বার ভিক্ষুগণের প্রতি এরূপ বিপ্লব না কর, তাহা হইলে আমি এই দৃঢ় কুণপবন্ধন মোচন করিয়া দিব। ৫৮।

আমার অনুরোধে তোমার আর একটি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে। অতীত সুগতের আকারটি আমাকে দেখাইতে হইবে। ৫৯।

নৃত্যকালে তুমি যেরূপ সকলের অনুকরণ করিয়াছ, তাহা দেখিয়াছি। আমি ভগবানের দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। সেইটি দেখাও। ৬০।

আমি শাস্ত্রপাঠ দ্বারা সুগতের ধর্ম্মদেহ দেখিয়াছি, কিন্তু নয়ন-রঞ্জন স্বরূপদেহ দেখি নাই। এই কথা বলিয়া তিনি কুণপ-বন্ধন মোচন করিলেন। তখন কন্দর্প তাঁহাকে বলিলেন যে, সুগতের ঠিক সদৃশ রূপ করিতে পারা যায় না, তথাপি আপনার আজ্ঞানুসারে আমি দেখাইতেছি। আমি সুগতাকার ধারণ করিলে আপনি যেন আমাকে প্রণাম করিবেন না। ৬১—৬৩।

কন্দর্প এই কথা বলিয়া নির্ব্বিকার, সুখপ্রদ ও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কমনীয় সুগতমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন। ৬৪।

তাঁহার লোচনদ্বয় একাগ্র ধ্যানে নিমীলিত। ভ্রূলতা নিশ্চল। নাসিকাটি বংশীর ন্যায় এবং নাসাগ্র একটি কমনীয় সুবর্ণ-ছত্রের ন্যায়। তাঁহার আয়ত কর্ণযুগল ভূষণহীন হইলেও কমনীয়। বাহুযুগল আজানুলম্বিত। এইরূপ বুদ্ধরূপ দর্শন করিয়া অচেতনদিগেরও নির্বৃতি হইল। ৬৫।

উপগুপ্ত সেই কমনীয় ভগবানের রূপ দর্শন করিয়া সবাষ্পনয়নে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। ৬৬।

মন্মথ বলিলেন,—আমি প্রণম্য নহি, আমাকে প্রণাম করিবেন না। উপগুপ্ত বলিলেন,—তুমি জিনাকার ধারণ করার জন্য এখন প্রণম্য। ৬৭।

কৃত্রিম পুত্তলিকাদি প্রতিবিম্বেতেও ভগবানের দেহবিবেচনায় প্রণাম করিতে হয়। মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা ধাতুকে পণ্ডিতগণ প্রণাম করেন না। ৬৮।

উপগুপ্তের এই কথা শুনিয়া কন্দর্প সন্তুষ্ট হইলেন এবং সুগতরূপ ত্যাগ করিয়া নিজ রূপ ধারণ করিলেন। ৬৯।

অতঃপর বিনীত ও জনহিতার্থী উপগুপ্ত কন্দর্পদ্বারা পুরবাসিগণকে আহ্বান করায় তাহারা সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য তথায় আসিল। ৭০।

অষ্টাদশ লক্ষ পুরবাসিগণ উপগুপ্তের উপদেশ শুনিয়া সত্যদর্শন দ্বারা নির্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া অর্হৎপদ প্রাপ্ত হইল। ৭১।

ধর্ম্মমার্গের উপদেশ এইরূপ সকল লোকের জ্ঞানালোকরূপ কল্যাণ সম্পাদন করে এবং দুঃখরূপ অন্ধকার বিনাশ করে। বিপুল কুশল কর্ম্মের ফলে যাঁহারা অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রভাব পরের হিতসাধকই হইয়া থাকে। ৭২।

ইতি উপগুপ্তাবদান নামক দ্বিসপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত।

ত্রিসপ্ততিতম পল্লব।

নাগদূতপ্রেষণাবদান।

अखण्डितं शासनमायता श्रीः यशस्तुषारांशुशतावदातम् ।
आश्चर्यचर्यारुचिरः प्रभावः फलांशलेशः सुगतार्च्चनस्य ॥ १ ॥

অখণ্ডিত শাসন, প্রচুর সম্পদ্, শত চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র যশ এবং আশ্চর্য্যভূত ও মনোজ্ঞ প্রভাব, এ সকলই সুগতার্চ্চনের ফলের লেশমাত্র। ১।

পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। ইঁহার নিকট কত দানার্থী আসিত, তাহা সংখ্যা করা যাইত না। একদা রাজা সভাসীন আছেন, এমন সময় সমুদ্রযাত্রায় সর্ব্বস্ব নাশ হেতু শোকার্ত্ত কতকগুলি বণিক্ আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক রাজাকে বিজ্ঞাপন করিল। ২-৩।

হে দেব! আপনার ভুজচ্ছায়ায় পৃথিবীর সকল লোকই বিশ্রান্ত রহিয়াছে। আপনার রাজ্যে কেহই চিন্তাসন্তপ্তচিত্ত নহে। পরন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে প্রবহণটি ভগ্ন হওয়ায় যাহা কিছু ধন-রত্ন ছিল, তৎসমুদয়ই সাগরবাসী নাগগণ হরণ করিয়াছে! আমাদের সর্ব্বস্ব নষ্ট হওয়ায় সমুদ্রযাত্রার উচ্ছেদ হইয়াছে। হে বিভো! আপনি এ বিষয় উপেক্ষা করিলে আমাদের আর জীবিকার উপায় নাই। ৪—৬।

রাজা তাহাদের এই কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং সমুদ্রান্তর্গত নাগগণের কথা চিন্তা করিয়া স্তিমিত হইলেন। ৭।

রাজা প্রতীকার করিতে না পারায় কুপিতচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া সমীপবর্ত্তী ষড়ভিজ্ঞ ইন্দ্র নামক ভিক্ষু বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে! রত্ন-চৌর নাগগণের নিকট আপনার প্রতাপাগ্নিসূচক তাম্রপট্টে লিখিত পত্র প্রেরণ করুন। ৮-৯।

রাজা ভিক্ষুর এই কথা শুনিয়া সমুদ্রজলে তাম্রলেখ প্রক্ষেপ করিলেন। নাগগণ তখনই তাহা তীরে ফেলিয়া দিল। রাজা সেই অপমানে মলিনবদন হইলেন এবং চিন্তান্বিত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ১০-১১।

অঙ্গনা যেরূপ ক্লীবের নিকট পরাঙ্মুখী হয়, তদ্রূপ নিদ্রা তাঁহার নিকট পরাঙ্মুখী হইল। লুব্ধ জনের দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা যেমন ক্ষয় হয় না, তদ্রূপ তাঁহারও রাত্রি ক্ষয় হইত না। ১২।

রাজাকে পরোপকারে উদ্যত দেখিয়া আকাশ-দেবতা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, হে ভূপাল! উপায় থাকিতে তুমি কেন চিন্তা করিতেছ? ১৩।

যাঁহারা মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বুদ্ধকে প্রণাম ও পূজা করেন, তাঁহারা মহাপুণ্যবান্। তাঁহাদের আজ্ঞা দেবগণও স্মবর্ণসূত্র-গ্রথিত বিচিত্র মালার ন্যায় মস্তকে ধারণ করেন। ১৪।

রাজা এই কথা শুনিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে বুদ্ধকে ধ্যান করিয়া বলিলেন,—যিনি সত্ত্বগুণে স্মেরবদন, যাঁহার করুণাজ্যোৎস্না দ্বারা চতুর্দ্দিক্ পূরিত হইয়াছে, সকলের মোহান্ধকার নাশের জন্য যিনি আবিভূর্ত হইয়াছিলেন এবং যিনি নিত্যানন্দরূপ পরমামৃত বর্ষণ করেন, সেই তাপনাশক বুদ্ধরূপ পূর্ণচন্দ্রকে বন্দনা করি। ১৫-১৬।

যাঁহারা চিত্তকে বশীভূত করিয়া বিষয়-সঙ্গ-দোষ হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন এবং পরম পারমিতাকে আশ্রয় করিয়াছেন, সেই সকল পরহিতাভিলাষী ও সিদ্ধসংকল্প মহাজনগণ আমার কুশল বিধান করুন। ১৭।

রাজা ভক্তিপূর্ব্বক এইরূপ প্রণিধান করায় ষষ্টি সহস্র সংখ্যক অর্হৎগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে সত্বর তথায় সমাগত হইলেন। ১৮।

তৎপরে ইন্দ্র নামক ভিক্ষু রাজার একটি সুবর্ণময় মূর্ত্তি এবং নাগরাজের অন্য একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। ১৯।

তৎপরে রাজার মূর্ত্তিটি ক্রমে ক্রমে উন্নত হইতে লাগিল এবং নাগরাজের মূর্ত্তিটি নত হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। ২০।

রাজা যত রত্নত্রয়ের অর্চ্চনা করিলেন, ততই নাগমূর্ত্তি নত হইল এবং রাজমূর্ত্তি উন্নত হইল। তৎপরে রাজা পুনর্ব্বার তাম্রলেখ প্রেরণ করিলে নাগপুঙ্গবগণ বণিক্‌গণের সমস্ত রত্নভার স্কন্ধে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ২১-২২।

রাজা বণিক্‌গণকে সেই সমস্ত নাগাহৃত ধনরত্ন প্রদান করিয়া ও নাগগণকে বিদায় দিয়া জিনশাসনে সমধিক আদরবান্ হইলেন। ২৩।

তিনি রাজোচিত উপচার দ্বারা অর্হৎগণের পূজা করিয়া দৃঢ় সংকল্প দ্বারা বুদ্ধদর্শনে সমুৎসুক হইলেন। ২৪।

বুদ্ধ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন এখন দুর্ল্লভ। রাজা উপগুপ্তকে বুদ্ধের তুল্য গুণবান্ শুনিয়া দূতদ্বারা উরুমুণ্ডে অবস্থিত ভক্তবৎসল উপগুপ্তকে সমাদরে আনয়ন করাইলেন।২৫-২৬।

রাজা অশোক উপগুপ্তকে পূজা করিয়া তাঁহা হইতে সদ্ধর্ম্মরূপ কুশল লাভ করিয়া সতত রত্নত্রয়ের অর্চ্চনাপরায়ণ হইলেন। ২৭।

রাজা অশোক এইরূপ জিনস্মরণদ্বারা সহসা উদিত মহাপুণ্য-সম্পদ্ দ্বারা নাগগণেরও মস্তকে পুষ্পমালার ন্যায় নিজ শাসন আরোপিত করিলেন। ২৮।

ইতি নাগদূতপ্রেরণাবদান নামক ত্রিসপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত

চতুঃসপ্ততিতম পল্লব।

পৃথিবীপ্রদানাবদান।

पुण्यं प्रणामपथमेति कथं न तेषां
दानोद्यताः सपदि गामिव लीलयैव ।
पूर्णाङ्गपुण्यरुचिरां पृथुमध्यदेशां
ये गां स्ववत्ससहितां प्रतिपादयन्ति ॥ १ ॥

যাঁহারা দানোদ্যত হইয়া পূর্ণাঙ্গ পুণ্যদ্বারা রমণীয়, বিপুল মধ্যদেশ-সমন্বিত এবং নিজ দেহরূপ বৎসসমন্বিত পৃথিবীরূপ গাভী অবলীলাক্রমে প্রদান করেন, তাঁহাদের পুণ্য কেন সকলের প্রণম্য হইবে না? ১।

রাজা অশোক প্রভূত দানাভ্যাসবশতঃ অভ্যাগত অর্থিগণের কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি রাজোচিত ভোজন, আভরণ ও বস্ত্র প্রদান দ্বারা সতত নিজ গৃহে তিন লক্ষ ভিক্ষুর পূজা করিতেন। ২-৩।

রাজা অশোক স্থিরনিশ্চয় করিলেন যে, তিনি শত কোটী সুবর্ণ দান করিবেন। কুশলশালীদিগের সত্ত্বগুণই স্থিরতর কোষস্বরূপ। ৪।

প্রভূত বৈভবশালী, সাত্বিকপ্রকৃতি রাজা অশোক ষড়্‌বিংশতি বর্ষ সাম্রাজ্য করিয়া ষণ্ণবতি কোটি সুবর্ণ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিলেন। ৫।

তৎপরে রাজা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া গ্লানিপ্রাপ্ত হইলেন। পুণ্যই চিরস্থায়ী হয়, দেহ চিরকাল থাকে না। ৬।

রাজা আসন্নকাল নিশ্চয় করিয়া কুক্কুটারামস্থিত ভিক্ষুগণকে ধন প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তদীয় পৌত্র লোভান্ধ সম্পদী দানপুণ্যপ্রবৃত্ত রাজার দানাজ্ঞা নিরোধ করিয়া কোষাধ্যক্ষগণকে ধন দিতে নিষেধ করিলেন। ৭-৮।

পৌত্র দানাজ্ঞার প্রতিষেধ করিলে রাজা নিজ ঔষধ আমলকীর অর্দ্ধখণ্ড সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া তাহাই প্রদান করিলেন। ৯।

তৎপরে রাজা বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী রাধগুপ্তের পরামর্শে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমস্ত পৃথিবী প্রদান করিলেন। তিনি গঙ্গাপ্রবাহদ্বারা রমণীয়, চতুঃ-সাগরের বেলাভূমিরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ও মলয়-পর্ব্বত-ভূষিত নিখিল পৃথিবী প্রদান করিয়া যে পুণ্য লাভ করিলেন, তাহা পরিমাণ করা যায় না। ১০-১১।

ষণ্ণবতি কোটি সুবর্ণদানে বিখ্যাত রাজা অশোক স্বর্গগত হইলে তদীয় পৌত্র সম্পদী মন্ত্রীর কথানুসারে অবশিষ্ট চতুঃকোটি সুবর্ণ প্রদান করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ হইতে পৃথিবী ক্রয় করিয়া লইলেন। ১২।

ইতি পৃথিবীপ্রদানাবদান নামক চতুঃসপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম পল্লব।

প্রতীত্যসমুৎপাদাবদান।

सर्व्वमविद्यामूलं संसारतरुप्रकारवैचित्र्यम्।
ज्ञातुं वक्तुं हन्तुं कः शक्तोऽत्यन्यत्र सर्व्वज्ञात्॥ १॥

অবিদ্যারূপ মূল হইতেই এই সকল সংসারবৃক্ষের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য হইয়াছে। ইহা বুঝিতে, বলিতে ও বিনাশ করিতে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেহই পারে না। ১।

পুরাকালে অশেষদর্শী ভগবান্ জিন শ্রাবস্তী নগরীর জেতবনে অবস্থিতিকালে ভিক্ষুগণকে বলিয়াছিলেন,—হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের মন প্রজ্ঞার আলোকে নির্ম্মল হইয়াছে; অতএব মঙ্গল লাভের জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদের কথা শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। ২-৩।

অবিদ্যাই বাসনা এবং ইহাই দুঃখময় বিপুল সংসাররূপ বিষবৃক্ষের মূলবন্ধন বিধান করে। অবিদ্যা প্রত্যয় হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক নামক তিনটি সংস্কার হয়। এই সংস্কার হইতে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বিজ্ঞানময় মন উদিত হয়। মনদ্বারা সংজ্ঞা ও সন্দর্শন নামক নাম ও রূপের প্রত্যয় হয়। তৎপরে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয়ে ষড়ায়তন নামক অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির উদ্ভব হয়। ৪-৬।

এই ষড়ায়তন সংশ্লেষকেই স্পর্শ বলে এবং এই স্পর্শের অনুভবকে বেদনা বলে। বিষয়সংশ্লেষে অনুরাগবশতঃ তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। তৃষ্ণা হইতেই কামাদির উপাদান প্রবর্ত্তিত হয়। এই উপাদান হইতেই কামনার অনুরূপ বিচিত্র সংসারের সৃষ্টি হয় এবং নানা যোনিতে জন্ম

গ্রহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। জন্ম গ্রহণ করিলেই জরা, মরণ ও শোকাদি হইয়া থাকে। অতএব মূল অবিদ্যার নিরোধ করিলে ক্রমে সকলই ব্যুপরত হয়। ৭—১০।

তোমরা বিজন বনবাসী ও শান্তিনিরত ; এ জন্য তোমাদের নিকট আমি এই অবিদ্যাসম্ভূত বহুপ্রকার প্রতীত্যসমুৎপাদের কথা বলিলাম। ইহা তোমরা ভালরূপে চিন্তা করিবে। ইহা সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিলে কালক্রমে তনুতা প্রাপ্ত হইবে এবং তনুতর হইলে ইহা অক্লেশেই নিবারণীয় হইবে। ১১।

ইতি প্রতীত্যসমুৎপাদাবদান নামক পঞ্চসপ্ততিতম পল্লব সমাপ্ত।